বড়নগরের সহিত রাণী ভবানার জীবনী অধিক সংস্পষ্ট। বড়নগর তাঁহার অতিশয় আদরের ছিল বলিয়া অগ্রে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তিনি এই স্থানকে দেব-মন্দিরে পরিপূর্ণ করিয়া বারাণসীর সমতুল্যই করিয়াছিলেন। এক্ষণে বড়নগর ঘোর জঙ্গলে সমাবৃত হইলেও সর্ব্বত্রই একটী না একটী দেবমন্দির নয়নগোচর হইয়া থাকে। মহারাণী ভবানী-স্থাপিত এখানকার ভবানীশ্বর শিব ও রাজরাজেশ্বরামূর্ত্তি বারাণসীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিত আছে। ভবানীর পুণ্যবতী কন্যা তারা দেবীর স্থাপিত গোপালমূর্ত্তি, বিন্দুমাধব ও অষ্টভুজ গণেশ ঢুণ্ঢিরাজের স্থল অধিকার করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহু শত দেবালয় থাকায় এই স্থান বাঙ্গালীর একটী তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

নাটোর-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রায়-রায়াঁ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের নায়েব কানুনগোর কার্য্য করিয়া স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে যে সকল জমিদারী লাভ করেন, রামজীবন-পুত্র-বধূ রামকান্ত পত্নী ভারত-বিখ্যাতা রাণীভবানী তাহার সদ্ব্যয় করিয়া পুণ্যশ্লোক নাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। [নাটোর দেখ।]

বাঙ্গালা ১১৫৩ সালে রাজা রামকান্ত পরলোক-গমন করিলে, রাজবধূ রাণীভবানী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন। তৎকালে তাঁহার সমদায় ভূ সম্পত্তি হইতে দেড় কোটী টাকা কর আদায় হইত, তন্মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে রাজস্ব-স্বরূপ প্রদত্ত হইত। *

তিনি রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিমগ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা, তাঁহার মাতার নাম কস্তূরী দেবী †। নাটোর-রাজসরকারের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারামের ‡ উদ্‌যোগিতায় এই অলোকসামান্যা ব্রাহ্মণ-কুমারী রাজ-সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জমিদারী-শাসনে ও যথারীতি রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ দেবীপ্রসাদের উপর রাজশাহী জমিদারীর ভারার্পণ করেন। দেওয়ান দয়ারাম বালিকা ভবানীকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

* Holwell's Interesting Historical Events p, 192.

† মতান্তরে তাঁহার মাতার নাম জয়দুর্গা। তিনি মাতৃপূজার জন্য ছাতিনা গ্রামে স্বীয় জন্মস্থানে অর্থাৎ সূতিকাগৃহের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এক সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি জয়দুর্গার পূজা চলিতেছে। কিন্তু এখনও বড়নগরস্থ কস্তূরীশ্বর শিবমূর্ত্তি কস্তূরী দেবীর নাম ঘোষণা করিতেছে।

‡ দিঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ভবানীর বিবাহপত্রে তাঁহার স্বাক্ষর আছে।

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা ও রাণী মুর্শিদাবাদে আগমনপূর্ব্বক জগৎশেঠ ফতেচাঁদের শরণাপন্ন হন। জগৎশেঠের অনুরোধে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। স্বামীর লোকান্তর-প্রাপ্তির পর রাণীভবানী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র দয়ারামই তাহার পরামর্শদাতা ও রাজ-কার্য্য-পরিচালক ছিলেন।

অল্প বয়সে বৈধব্যদশায় উপনীত হইয়া তিনি হিন্দুরমণীর অবশ্যকর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি দেবসেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা, দীনহীন পালন, জলাশয়-খনন ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, জনসাধারণে ধন্য হইয়াছেন। তারা নাম্নী তাহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম*নিবাসী রঘুনাথ লাহেড়ী † নামা জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত তিনি স্বীয় তনয়া তারাদেবীর বিবাহ দেন। কিন্তু রঘুনাথ অল্পবয়সে তারাকে চিরব্রহ্মচারিণী ও রাণী দেবীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। অগত্যা রাণীভবানীকে একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে হয়। এই গৃহীত পুত্রই বঙ্গের সাধকচূড়ামণি রাজযোগী রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাণী তাঁহার হস্তে বিষয়-ভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বড়নগরে তাঁহাদের বাসবাটী ছিল, মধ্যে মধ্যে তিনি এখানে আসিয়া বাস করিতেন, এখন সাংসারিক বিপ্লব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবসেবায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার যত্নে বড়নগর দেবমন্দিরাদিতে কাশীতুল্য সুশোভিত হইয়াছিল। মাতার সঙ্গে তারা দেবীও ‡ গঙ্গা-বাসিনী হন।

রাণী ভবানীর সমুদায় সংকীর্ত্তির একটী ধারাবাহিক তালিকা সংগ্রহ করা দুরূহ। এখনও কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে তাঁহার

* মতান্তরে এই গ্রাম রাজশাহী জেলায় নাটোরের নিকট অবস্থিত।

† বাহারবন্দের অধিকারিণী রঘুনাথরায়-পত্নী রাণী সত্যবতী ভবানীর মাতৃস্বসা ছিলেন। তিনি উত্তরকালে কাশীবাসী হইয়া উক্ত সম্পত্তি ভগিনী-পুত্রীকে দান করিয়া যান। রামকান্তের মৃত্যুর পর, রাণীভবানী উক্ত সম্পত্তি জামাতা রঘুনাথকে অর্পণ করেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর উহা কিছুকাল রাজা গৌরীপ্রসাদের ও পরে রাণী ভবানীর হস্তে আইসে।

‡ প্রবাদ—ভাগীরথীবক্ষে নৌকাবিহারকালে সিরাজ প্রাসাদোপরি আলুলায়িতকেশা রূপলাবণ্যবতী তারাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি তারা-হরণ-মানসে বড়নগরে লোকজন পাঠান। রাণীভবানী এই দুঃসংবাদ পাইয়া পরপারস্থিত সাধকবাগে মস্তারাম বাবাজীকে সংবাদ প্রেরণ করেন। বাবাজী বহুসংখ্যক বৈষ্ণব আনিয়া সিরাজের মনোরথব্যর্থ করিয়াছিলেন। সিরাজের নামে এই অপবাদ নানাকারণে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

অক্ষয়কীর্ত্তিসমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বড়নগরে থাকিয়া তিনি নিত্য যে সকল পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয়ে এত বল ও অধ্যবসায় থাকিতে পারে, তাহা ধারণার অতীত।

প্রতিদিন রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে রাণী ভবানী গাত্রোত্থান করিয়া জপ করিতে বসিতেন। রাত্রি অর্দ্ধদণ্ড থাকিতে জপ সমাধা করিয়া তিনি স্বহস্তে পুষ্পচয়নার্থ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতেন। অন্ধকাররাত্রে ভৃত্যগণ তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ মশাল ধরিয়া যাইত। পুষ্পচয়নের পর প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি ঘাটে প্রায় বেলা দুই দণ্ড পর্য্যন্ত বসিয়া জপ, গঙ্গাপূজা ও শিবপূজা করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গৃহাগমনপূর্ব্বক পুরাণপাঠশ্রবণ, শিবপূজা ও ইষ্টপূজায় অভিনিবিষ্ট হইতেন। এইরূপে তাঁহার বেলা দুই প্রহর সময় অতিবাহিত হইত। তাহার পর, তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া দশজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। তদন্তে পরিবারস্থ অপর ব্রাহ্মণগণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং ২৷৷০ প্রহরের পর হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান-দপ্তরে কুশাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া তিনি কর্ম্মচারিগণকে বিষয়-কর্ম্মের আজ্ঞা দিতেন। তাহারাও আজ্ঞামত আদেশবাক্য লিখিয়া লইত। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর পুনরায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে পুরাণপাঠ-শ্রবণ করিতেন। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে তাঁহার পুরাণ-শ্রবণ শেষ হইত। সেই সময়ে কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী লিখনাদি শ্রবণ করাইয়া রাণীমাতার স্বাক্ষর লইয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাসমীপে ঘৃতপ্রদীপ প্রদানান্তর বাসভবনে প্রত্যাগত হইয়া চারি দণ্ডকাল মালা জপ করিতেন। অনন্তর জলগ্রহণান্তে দেওয়ান-দপ্তরে আসিয়া বিষয় কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাযথ আজ্ঞা দিতেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় তিনি প্রজাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া বিচার করিতেন, অবশেষে পৌরজন কে কি ভাবে আছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া, রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিশ্রামার্থ শয়ন করিতেন।

রাণীভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেবালয়ের জন্য প্রায় লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তৎসমস্তই দেবকার্য্যে ব্যয়িত হইত। তিনি উহার এক কপর্দ্দকও কখন গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজের জন্য এবং তাঁহার সহচরী বিধবামণ্ডলীর জন্য গবর্মেণ্টের নিকট বৃত্তিপ্রার্থিনী হন। এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক, ইংরাজের বৃত্তি-ভিক্ষা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা বলিতে হইবে।

এইরূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেবব্রাহ্মণ ও দীনজনের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া রাণীভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে দেহ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমান বঙ্গভূমিতে সেই রাণী হিন্দুবিধবার আদর্শ-চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাণীভবানীর জীবনকালেই রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে; সুতরাং তৎপুত্র বিশ্বনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বিশ্বনাথ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তদীয় মহিষী রাণী জয়মণি রাণীভবানীর নিকট বড়নগরে আসিয়া বাস করেন। ভবানী জয়মণিকে সমস্ত দেবোত্তর-সম্পত্তি দানপত্রসূত্রে অর্পণ করিয়া যান *। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বনামে একটী বৃত্তি ছিল তাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে।

কাশীধামে রাণী ভবানীর স্থাপিত ভবানীশ্বর-মন্দির-গাত্রের শিলাফলকে লিখিত আছে,—

"বাণব্যাহৃতিরাগেন্দুসমিতে শকবৎসরে।
নিবাসনগরে শ্রীমদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ॥
ধরামরেন্দ্র-বারেন্দ্র-গৌড়ভূমীন্দ্রভামিনা।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরম্॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, ১৬৭৫ শকে কাশীর ভবানীশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়। প্রবাদ, ঐ একই সময়ে বড়নগরে ভবানীশ্বর-মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বড়নগরে রাজরাজেশ্বরীমন্দির, করুণাময়ীমন্দির, চারি বাঙ্গালা মন্দির, জোড়বাঙ্গালা প্রভৃতি তাহার প্রতিষ্ঠিত। কএকটী প্রধান প্রধান দেবমন্দির ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। রাণীভবানী রাজপ্রাসাদের নীচের তলায় বাস করিতেন। এখন ঐ রাজবাটী ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। উহার দক্ষিণে দেওয়ান খানা, তাহার দক্ষিণে রাণী ভবানীর ব্রাহ্মণভোজনের বাটী। এখানে তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন।

ভবানী-কবচ (ক্লী) পাপগ্রহাদির প্রকোপ-নিবারণার্থ দেবীনামীয় মাদুলী বিশেষ। (রুদ্রযামল)

ভবানীদাস, পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দেওয়ান সম্রাট্ আহ্মদ শাহের মন্ত্রী ঠাকুরদাসের পুত্র। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে তিনি মুসলমানরাজ শাহসুজার সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ

* পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রাণীভবানী তাঁহার দেবোত্তর সম্পত্তি জয়মণিকে দান করিয়া যান। ঐ দানপত্রের লিখনদোষে জয়মণির পোষ্যপুত্রের সহিত নাটোর-রাজবংশের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার-নিষ্পত্তির পর উক্ত সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। নাটোরবংশীয়েরা রাজরাজেশ্বরীর, বড়নগরের কুমারেরা তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত গোপালের এবং মঠবাটীর ঠাকুরেরা সমস্ত শিবলিঙ্গের সেবাইত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

করিলে, মহারাজ রণজিৎসিংহ তাহাকে দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত করেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। মহারাজের রাজস্ব ও সেনা-বিভাগের আয়ব্যয় সংস্কার করিয়া তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে সেনাদল লইয়া তিনি জম্বুবিজয়ে গমন করেন। একমাস অবরোধের পর জম্বু-অধিকার করিয়া তিনি তথাকার বিদ্রোহি-সর্দ্দার দেহুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে হরিপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া তিনি রণজিৎসিংহ কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি মূলতান, পেশবার ও য়ুসুফজৈ-অভিযানে জয়ী হইয়াছিলেন। কোষাধ্যক্ষ মিশ্র বেলিরাম কর্তৃক তিনি তহবিল-ভঙ্গ অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, রণজিৎ সিংহ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সভা মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি দ্বারা আঘাত করেন ও একলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে রণজিৎ তাহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে একটী চাকরী দিয়া নির্ব্বাসিত করেন, কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা ও কর্ম্মদক্ষতার জন্য রণজিৎ পুনরায় তাঁহাকে লাহোরে আনয়ন করিতে বাধ্য হন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ভবানীদাসের জীবলীলা শেষ হয়।

ভবানীদাস (পুং) গড়াদেশের জনৈক অধিপতি।

ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিষাঙ্কুরপ্রণেতা।

ভবানীপতি (পুং) ভবান্যাঃ পতিঃ ৬তৎ। মহাদেব। কাব্যাদিতে ভবানীপতি এইপদ প্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধ দোষ হইয়া থাকে। কারণ 'ভবস্য পত্নী' এই বাক্যে ভবানী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, আবার 'ভবান্যাঃ পতিঃ' এইরূপ বাক্যে ভবানীপতি হয়, ইহাতে ভবানীর পত্যন্তরাশঙ্কা হইয়া থাকে। অতএব ভবানীপতি প্রয়োগ সাধু নহে। "ভূতয়েঽস্তু ভবানীশঃ' অত্র ভবানীশশব্দো ভবান্যাঃ পত্যন্তরপ্রতীতি-কারিত্বাৎ বিরুদ্ধমবগময়তি" (সাহিত্যদ° ৭ পরি°)

ভবানী পাটনা, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অধীন কালাহাণ্ডী সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর।

ভবানীপাঠক, বারেন্দ্র ভূমিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। দস্যু-সর্দ্দার বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়া তিনি জন্মভূমির দুঃখে কাতর হন। মুসলমান-রাজের যদৃচ্ছশাসন হইতে স্বদেশীয় দীনদুঃখী প্রজাবর্গের ক্লেশাপনোদন জন্য তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিসেনা-সাহায্যে মুসলমানের রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রজারক্ত প্রজার হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন। ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে ভবানী ও দেবী রঙ্গপুর অঞ্চলে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রকটিত আছে। উহা ইতিহাসে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

প্রায় ৫০ সহস্র সন্ন্যাসী অনুচরে পরিবৃত পাঠক খরবেগা ত্রিস্রোতার সলিলরাশি ও তীরভূমি আলোড়িত করিয়া ইংরাজ-হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজনুশাহ। শাস্ত্রকুশলী পাঠকের দূরদর্শী পরামর্শ দেবী ও মজনুর করাল-কৃপাণের সহযোগিতা পাইয়াছিল। একে এই সময়ে দেশ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, তাহাতে হেষ্টিংস বাহাদুরের অমানুষিক অত্যাচার। অনাহারে প্রজাবর্গ হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কঠোরতাপূর্ব্বক প্রজার রক্ত-শোষণে তিল মাত্র বিরাম নাই। এই সমস্ত দেখিয়া নিরীহ শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তিনি অন্ন-বস্ত্রহীন দুঃখী প্রজাদিগকে 'রাজার দোষে প্রজার কষ্ট' দেখাইয়া উত্তেজিত করিলেন, ক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হইয়া বিদ্রোহিদলে পরিণত হইল। কিন্তু ইংরাজের কামান গুলির সম্মুখে তরবারি, তীর ও সড়কী লইয়া বাঙ্গালীসৈন্য কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। যে সময়ে তিনি ইংরাজের বল অধিক দেখিতেন, তখন নিবিড় অরণ্যে লুক্কায়িত হইয়া আত্ম-রক্ষা করিতেন। শুভাবসর পাইলেই, তিনি ইংরাজকে শাস্তি দিতে বিরত হইতেন না। এইরূপে সেনানী টমাস প্রভৃতি সসৈন্যে বিদ্রোহীর হস্তে জীবনদান করেন। তিন জনের উপদ্রবে অস্থির হইয়া রঙ্গপুরের তৎকালীন কালেক্টার গুডল্যাড সাহেব লেপ্টনাণ্ট ব্রেনানকে একদল সিপাহীর সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহারবন্দেই ভবানীপাঠকের সহিত ব্রেনানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সন্ন্যাসিগণ পরাজিত না হইলেও পরিণামদর্শী ভবানীপাঠক ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া আত্মসমর্পণ করেন *।

ভবানীপুর, কলিকাতার দক্ষিণাংশবর্ত্তী একটী সহর। আদি-গঙ্গা-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৩´ পূঃ। এখন এইস্থান কলিকাতা রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার সন্নিকটে আলীপুরের পশুশালা ও ছোট লাটের প্রাসাদ অবস্থিত। এখানে সুঁদরিকাঠের বিস্তৃত কারবার আছে।

২ বারেন্দ্রভূমে নাটোরের তিন যোজন উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে সতী দেবীর অঙ্গুলিপীঠ আছে। (দেশাবলী)

* শুনা যায়, ইংরাজ-বিচারে তিনি দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে ভবানীপাঠক ও তাঁহার অধীনস্থ তিনজন সেনাপতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়।

ভবানীপ্রসাদ, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি পূজামালিকা ও সারচিন্তামণি নামে ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভবানীবল্লভ (পুং) শিব।

ভবানীশঙ্কর, ১ গুরু ভূদেবকৃত ধর্ম্মবিজয় নাটকের টীকাকর্ত্তা। ২ চেতসিংহকল্পক্রমতন্ত্র,চন্দ্রচিন্তামণি, স্মৃতিচরণ ও স্বপ্রকাশত:-বিচার নামক চারিখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

ভবানীশঙ্কর সেতুপতি, রামনাদের সেতুপতিবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ১৭২৪-১৭২৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [সেতুপতিবংশ দেখ।]

ভবান্তকৃৎ (পুং) অন্তঃ করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, ভবস্য জন্মনঃ অন্তকৃৎ ৬তৎ। বেধাঃ, ব্রহ্মা। ব্রহ্মার নিদ্রিতাবস্থায় সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়।

"যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং প্রলীয়তে।" (মনু)

২ সংসারনাশক জ্ঞান। 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ।' জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, তখন আর জন্ম মৃত্যু কিছুই হয় না।

ভবাভীষ্ট (পুং) ভবস্য অভীষ্টঃ। ১ গুগ্‌গুলু। (রাজনি०) ভবে অভীষ্টঃ ৭তৎ। (ত্রি) ভাবে ঈপ্সিত।

ভবায়না (স্ত্রী) ভবঃ শিব এব অয়নমাশ্রয়স্থলমস্যাঃ, শিব-শিরসি স্থিতত্বাদস্যাস্তথাত্বং। গঙ্গা। (শব্দরত্না०) কেহ কেহ গৌরাদিত্বপ্রযুক্ত ঙীপ্ করিয়া 'ভবায়নী' এই পদ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। (ত্রি) ২ শিবতৎপর, শৈব।

ভবাস্য, চাতুর্ম্মাস্য-প্রয়োগপ্রণেতা।

ভবিক (ক্লী) ভবঃ প্রভাবঃ ঐশ্বর্য্যাদিকমিত্যর্থ উৎপাদ্যত্বে-নাস্ত্যস্যেতি ঠন্। ১ মঙ্গল। (ত্রি) মঙ্গলযুক্ত। (অমর)

ভবিচারিন্ (ত্রি) আকাশচারী। (বৃ० স० ৫।৪)

ভবিত (ত্রি) ভবো মঙ্গলং জাতোঽস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। অতীতোৎপত্তিক, ভূত। (জটাধর)

ভবিতব্য (ত্রি) ভবিষ্যৎকালে কর্ম্মণি ভাবে শক্যার্হ-প্রৈষ্যা-হুজ্ঞাপ্রাপ্তকালার্থে চ ভূ-ধাতোস্তব্যঃ। ভবনীয়, ভব্য, ভাবী, অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্যতে যাহা অবশ্য হইবে।

"ন ভবন্তামহং শোচ্যো নায়ং রাজাপরাধ্যতি।
ভবিতব্যমনেনৈব যেনাহং নিধনং গতঃ॥" (অগ্নিপু०)

ভবিষ্যতে সুখ বা দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, যাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই, তাহাই ভবিতব্য।

"ভবিতব্যং হি ধাত্রাপি ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্।" (কথাসরিৎসা०)

বিধাতাও ভবিতব্যের অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। ইহাকে ভাগ্য বা অদৃষ্ট কহা যায়। ভবিতব্যের ফলে কখন কি হইবে, তাহা স্থির করা দুরূহ। ভবিতব্যের দ্বার সকল স্থলে বিদ্যমান।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥"
(শকুন্তলা ১ অ०)

ভবিতব্যতা (স্ত্রী) ভবিতব্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাগ্য, অদৃষ্ট। (জটাধর)

"তন্মমাচক্ষ তাবৎত্বং কথয়িষ্যাম্যহঞ্চ তে।
যদস্য কো-ঽন্যথা কর্ত্তুং শক্তো হি ভবিতব্যতাম্॥"
(কথাসরিৎসা० ২৭।৮৬)

ভবিতৃ (ত্রি) ভূ-শীলার্থে তৃচ্। ১ ভবনশীল (ভারত) সাধুভবনশীল। (মুকুট) পর্য্যায় ভূষ্ণু, ভবিষ্ণু। (অমর) ভূ-ধাতু ভবিষ্যদর্থেও তৃচ্ প্রত্যয় হয়।

"নান্যা ভার্য্যা ভবিত্রীতি বর্জ্জয়িত্বা মদালসাম্।"
(মার্কণ্ডেয়পু० ২৪।২৯)

ভবিত্র (ত্রি) ভুবন, অন্তরীক্ষ ও উদক। (ঋক্ ৭।৩৫।৯)

ভবিম (পুং) ভবায় কাব্যাদিপ্রকাশায় ইনঃ সূর্য্য ইব ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কাব্যকর্ত্তা। (ত্রিকা०)

ভবিপুলা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

ভবিল (পুং) ভূ-(সলিকল্যনিমহিভড়িভণ্ডিশণ্ডিপিণ্ডিতুণ্ডি-কুকিভূভ্য ইলচ্। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। ১ যিড়্গা, জার। (ত্রিকা०) ২ ভব্য, ভবিষ্যৎ। (উজ্জ্বল)

ভবিষ্ণু (ত্রি) ভূ (ভুবশ্চ। পা ৩।২।১৩৮ ইতি ইষ্ণুচ্, ভবতে ধাতোশ্ছন্দসি বিষয়ে তাচ্ছীল্যাদিষু 'ইষ্ণুচ্' প্রত্যয়ো ভবতীতি কাশিকা। ভবনশীল, ভবিতা।

ভবিষ্য (ত্রি) ভূ-ল্‌টঃ সদ্বেতি শতৃস্যট্‌চ, ততো বিভাষায়াং পৃষোদরাৎ তস্য লোপঃ। ভবিষ্যৎ কাল। (হেম)

"অয়ং ভবিষ্যো কথিতো ভবিষ্যৎকুশলৈর্দ্বিজৈঃ।"
(হরিবং० ৮১।২৮)

২ ভবিষ্যৎ কালসম্বন্ধী। (ক্লী) ৩ পুরাণ বিশেষ, ভবিষ্য-পুরাণ। ৪ ফলবিশেষ। [পুরাণ দেখ]

ভবিষ্য, রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক নরপতি। দেবরাজের পুত্র। [রাষ্ট্রকূটবংশ দেখ।]

ভবিষ্যগঙ্গা (স্ত্রী) শম্ভলেশ্বর তীর্থে অবস্থিত একটী পুণ্যতোয়া সরিৎ (স্কন্দপুরাণ শম্ভলমাহাত্ম্য)

ভবিষ্যৎ (ত্রি) ভূ-ল্‌টঃ শতৃস্যট্ চ। কালবিশেষ, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎকাল। বর্ত্তমান কালের উত্তরকালীন যে কাল, তাহাই ভবিষ্যৎ।

'বর্ত্তমান-কালোত্তরকালিনোৎপত্তিকত্বম্' (শিরোমণি)

সারমঞ্জরীমতে 'বর্ত্তমান প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ব'ই ভবিষ্যৎ। পর্য্যায়—অনাগত, শ্বস্তন, প্রগেতন, বৎস্যৎ, বর্ত্তিষ্যমাণ,

আগামী, ভাবি। (রাজনি০) অদ্যতন যাহা ঘটিবে তাহার উত্তর ডা এবং যাহা পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার উত্তর তা প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা শ্বো ভবিতা বর্ষান্তরে ভবিষ্যতি।

ভবিষ্যত্তা (স্ত্রী) বর্ত্তমান উত্তরণপূর্ব্বক ভবিষ্যন্মুখে লীনতা (বৃ০ আ০ উপনি০ ৩৯) (ক্লী) ভবিষ্যত্ব, ভবিষ্যতের ভাব।

ভবিষ্যদাপেক্ষ (পুং) অবশ্যম্ভাবী কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনারূপ অলঙ্কার-ভেদ।

"সত্যং ব্রবীমি ন ত্বং মাং দ্রষ্টুং বল্লভ লপ্স্যসে।
অন্য-চুম্বন-সংক্রান্ত-লাক্ষারক্তেন চক্ষুষা॥"
"সোঽয়ং ভবিষ্যদাপেক্ষঃ প্রাগেবাতিমনস্বিনী।
কদাচিদপরাধোঽস্য ভাবীত্যেবমরুদ্ধ যৎ॥"
(কাব্যাদর্শ ২।১২৬)

ভবিষ্যপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ-ভেদ, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি নারদপুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

"অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
ভবিষ্যং ভবতঃ সর্ব্বলোকাভীষ্টপ্রদায়কম্॥
তত্রাহং সর্ব্বদেবানামাদিকর্ত্তা সমুদ্যতঃ।
সৃষ্ট্যর্থং তত্র সঞ্জাতো মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা॥" (নারদ পু০)

[বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্যোত্তর (ক্লী) পুরাণভেদ, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।

ভবীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন বহুঃ বহু-ঈয়সুন্, বহোর্লোপো ভূশ্চ বহোঃ ইতি ভূরাদেশঃ বেদে ন ঈলোপঃ। বহুতর। "পৃণক্তি বসুনা ভবীয়সা" (ঋক্ ১।৮৩।১)

লৌকিক প্রয়োগে এই পদ হইবে না, 'ভূয়স্' হইবে।

ভবুয়া, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল। ভবুয়া চাঁদ ও মোহনীয় লইয়া ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে এই উপবিভাগ সংগঠিত হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে বিচারাদালত স্থাপিত আছে। অক্ষা০ ২৫°২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩°৩৯´ ৩৫´´ পূঃ।

ভবেশ (পুং) শিবের নামান্তর।

ভবেশ, জনৈক হিন্দু-নরপতি। সাঙ্খ্য-প্রবচন-ভাষ্য-প্রণেতা রাজা হরসিংহ দেবের পিতা।

ভবেশ, জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি শ্রীপতিকৃত জাতক-পদ্ধতির টিপ্পন প্রণয়ন করেন।

ভবেশকবি, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পরিভাষাবিবেক-প্রণেতা বর্দ্ধমানের পিতা ছিলেন।

ভব্য (ক্লী) ভবতীতি ভূয়তে ইতি বা ভূ (ভব্যগেয়েতি। পা ৩।৪।৬৮) ইতি যৎ। ভব্যাদয়ঃ শব্দাঃ কর্ত্তরি বা নিপাত্যন্তে ইতি কাশিকা। ফলবিশেষ, চলিত চাল্তা। পর্য্যায়—ভব, ভবিষ্য, ভাবন, বক্ত্রশোধন, লোমফল, পিচ্ছিলবীজ, ইহার গুণ অম্ল, কটু, উষ্ণ। কচি-চাল্তার গুণ—বাত ও কফ-নাশক, পক্কের গুণ—মধুরাম্ল, রুচিকারক,শ্রম ও শূলনাশক। (রাজনি০)

"ভব্যং স্বাদু কষায়াম্লং হৃদ্যমাস্যবিশোধনম্।
তদেব পক্কং দোষঘ্নং গুরু গ্রাহি বিষাপহম্॥" (রাজবল্লভ)

(ত্রি) ২ শুভ। ৩ সত্য। ৪ যোগ্য। ৫ ভবি, ভবিষ্যৎ। (মেদিনী)
"ভূতভব্যভবন্নাথাঃ শৃণু চৈতৎ ত্রয়ং দ্বিজ।" (মার্ক০ পু০ ৭৯।৭)
৬ শ্রেষ্ঠ। (ভাগ০ ১।১৫।১৭) ৭ প্রসন্ন।
"স মে নাথো হ্যনাথস্য ভবভব্যেন চেতসা।"(রামা০১।৬২।৭)
'ভব্যেন প্রসন্নেন চেতসা' (রামানুজ)
(পুং) ৮ কর্ম্মরঙ্গবৃক্ষ, চলিত কামরাঙ্গা গাছ। (মেদিনী)
(পুং ক্লী) ৯ রসভেদ। ১০ নিম্ববৃক্ষ। ১১ কারবেল্ল।
(শব্দরত্নাবলী)

ভব্যজীবন (পুং) নির্য্যুক্তিভাষ্য নামক জৈনগ্রন্থ-রচয়িতা।

ভব্যতা (স্ত্রী) ভবস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভব্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভব্যা (স্ত্রী) ভব্য টাপ্। ১ উমা। ২ গজপিপ্পলী। (মেদিনী)

ভব্যিরাজ জনৈক প্রাচীন বৌদ্ধরাজমন্ত্রী। ইনি অশোকরাজের প্রধান সচিব ছিলেন।

ভশিরা (স্ত্রী) কন্দ বিশেষ (Beta Bengalensis)

ভষ্ ১ বুক। ২ পিশুনোক্তি, কুক্কুরাদির শব্দ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ ভষতি। লোট্ ভষতু। লিট্ বভাষ। লুঙ্ অভষীৎ, ণিচ্ ভাষয়তি।

'ভষতি শ্বা, ভষত্যন্যদোষং খলঃ সূচয়তি, ভর্ৎসনে ইতি প্রাঞ্চঃ, ভষতি শ্বা পান্থং শব্দেন নির্ভৎসয়তীত্যর্থঃ'। (রমানাথ)

ভষ (পুং) ভষতীতি ভষ-কুক্কুরাদি শব্দে, অচ্। কুক্কুর। (রত্নমা০)

ভষক (পুং স্ত্রী) ভষতীতি ভষ-(কুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২।৩২) কুন্। কুক্কুর। (অমর)

ভষণ (ক্লী) ভষ-ল্যুট্। বুকন, কুক্কুরশব্দ। (হেম)

ভষা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী। (রত্নমালা)

ভষী (স্ত্রী) ভষ-স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। শুনী, কুক্কুরী। (শব্দর০)

ভস ১ দীপ্তি। ২ ভর্ৎসন। জুহোত্যাদি০ পরস্মৈ০ সেট্ দীপ্তি অর্থে অক০, ভর্ৎসন অর্থে সক০। লট্ বভস্তি। লোট্ বভস্তু। লিট্ বভাস। লুঙ্ অভাসীৎ অভসীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

ভস, ভক্ষণ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ ভসতি। লট্ ভসতু। লিট্ বভাস। লুঙ্ অভাসীৎ অভসীৎ।

ভসৎ (স্ত্রী) বভস্তীতি ভস্ (শৃদৃ ভসোঽদিঃ। উণ্ ১।১২৯) ইতি অদিঃ। ১ কাষ্ঠ। ২ অশ্বমাংস। ৩ জঘন। ৪ ভাস্কর। ৫ যোনি। (মেদিনী) ৬ মাংস। ৭ কারণ্ডবপক্ষী। ৮ প্লব। (উজ্জ্বল) ৯ কাল। ১০ হৃৎপিণ্ড।

ভসদ্য (ত্রি) কটিপ্রদেশভব, তৎসম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব ২।৩৩।৫)

ভসন (পুং) বভস্তীতি ভস্-ল্যু। ভ্রমর। (ভূরিপ্র০)

ভসন্ত (পুং) বভস্তীতি ভস-বাহুলকাৎ ঝচ্। কাল। (ত্রিকা০)

ভসন্ধি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সন্ধিঃ। নক্ষত্রদিগের সন্ধ্যাত্মক কালভেদ।

"সার্পেন্দ্রপৌষ্ণ্যাধিষ্ণ্যানামন্ত্যাঃ পাদাঃ ভসন্ধয়ঃ।

তদগ্রভেষ্বাদ্যপাদো গণ্ডান্তং নাম কীর্ত্ত্যতে ॥" (সূর্য্যসি০)

অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ নক্ষত্রদিগের সন্ধি।

ভসমূহ (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সমূহঃ। নক্ষত্র সমূহ।

ভসিত (ক্লী) ভস্-ক্ত। ভস্ম। (হেম)

"চন্দনং বামদেবাখ্যে হরিতালঞ্চ পৌরুষে।

ঈশানে ভসিতং কেচিদালেপনমিতীদৃশম্॥"(বায়ুসং ২৯।৪১)

ভসূচক (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সূচকঃ। দৈবজ্ঞ। (শব্দরত্না০)

ভস্ত্রকা (স্ত্রী) ভস্যতে ইতি ভস দীপ্তৌ ত্রন্ টাপ্। ভস্ত্রা ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ (ভস্ত্রৈষা জ্ঞাজ্ঞেতি। পা ৭।৩।৪৭) ইতি ইত্বং ন। চর্ম্মপ্রসেবিকা, ভস্ত্রা।

ভস্ত্রা (স্ত্রী) ভস্যতে হনয়েতি ভস (হুয়মাশ্রুষ্ণভসিভ্যস্ত্রন্। উণ্ ৪।১৬৭) ইতি ত্রন্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। অগ্নিদীপক চর্ম্মনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। চলিত ভাথী ও যাঁতা। পর্য্যায় চর্ম্মপ্রসেবিকা, ভস্ত্রাকা, ভস্ত্রকা, ভস্ত্রী, ভস্ত্রিকা। (শব্দরত্না০)

"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।

ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত! মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্॥"(ভাগ০ ৯।২০।২১)

২ চর্ম্মস্থালী।

ভস্ত্রাকা (স্ত্রী) ভস্ত্রা। (শব্দরত্না০)

ভস্ত্রিক (ত্রি) ভস্ত্রয়া হরতি (ভস্ত্রাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪।৪।১৬) ইতি ষ্ঠন্। ভস্ত্রা দ্বারা হরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ভস্ত্রী (স্ত্রী) ভস্যতেঽনয়েতি ভস-ত্রন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভস্ত্রা। (শব্দরত্না০)

ভস্ত্রীয় (ত্রি) ভস্ত্রা উৎকরাদিত্বাৎ-ছ (পা ৪।২।৯০) ভস্ত্রার অদূরদেশাদি।

ভস্মক (ক্লী) ভস্ম-সংজ্ঞায়াং কন্, বা ভস্ম করোতি কৃ-ড। ১ রোগভেদ, বহুভোজনকারক রোগভেদ, ভস্মকীটরোগ।

ভাবপ্রকাশে এই রোগের নিদানাদি লিখিত আছে, পরিমাণে অধিক ও রুক্ষদ্রব্য ভোজনশীল ব্যক্তির কফ ক্ষীণ এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া জঠরাগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ বর্দ্ধিত অগ্নি বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ভক্ষিত দ্রব্যকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত করে, একারণ উহাকে ভস্মকরোগ কহে। ভস্মকরোগে রক্তাদি ধাতুসমূহ পরিপাক হইয়া যায়, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। পিপাসা, ঘর্ম্ম, দাহ ও মূর্চ্ছা এই কএকটী ভস্মকরোগের উপদ্রব। ভস্মক রোগে ভুক্ত সামগ্রী সহসা পরিপাক হইয়া যগুপি ধাতুসমূহ পরিপাক হয়, তাহা হইলে সত্বরই রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। (ভাবপ্র০ জাঠরাগ্নিবিকারা০) ২ অতিশয় বুভুক্ষা। ৩ স্বর্ণ। ৪ রূপ। ৫ বিড়ঙ্গ। ৭ ভার্গী। (বৈদ্যকনি০)

ভস্মাগ্নি (পুং) তন্নামক রোগবিশেষ, ভস্মকীটরোগ।

ভস্মাকার (পুং) ভস্ম করোতীতি কৃ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। রজক। (শব্দমা০)

ভস্মকূট (পুং) কামরূপস্থিত পর্ব্বতভেদ। এই পর্ব্বতে স্বয়ং মহাদেব বাস করেন।

"নন্দনাৎ পূর্ব্বভাগে তু ভস্মকূটো মহাগিরিঃ।

যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশো মহাদেবো বৃষধ্বজঃ॥"

(কালিকাপু০ ৮অ০)

ভস্মগন্ধা (স্ত্রী) ভস্মেন ইব গন্ধো যস্যাঃ। রেণুকা। (ভাবপ্র০)

ভস্মগন্ধিকা (স্ত্রী) ভস্মগন্ধোঽস্ত্যস্যা ইতি ভস্মগন্ধ (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১৫৫) ইতি ঠন্, টাপ্। রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ভস্মগন্ধিনী (স্ত্রী) ভস্মনঃ ইব বাহুল্যেন গন্ধোঽস্ত্যস্যা ইতি ভস্মগন্ধ-ইনি ঙীপ্। রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য। (অমর)

ভস্মগর্ভ (পুং) ভস্ম গর্ভে যস্য। ১ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি০)

ভস্মগর্ভা (স্ত্রী) ভস্ম গর্ভে যস্যাঃ ইতি টাপ্। কপিলশিংশপা। (অমর) পর্য্যায়—

"শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সা গুরুঃ।

কপিলা সৈব মুনিভি র্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা॥" (ভাবপ্র০)

২ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ভস্মজাবাল (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

ভস্মতা (স্ত্রী) ভস্মনো ভাবঃ তল্ টাপ্। ভস্মের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভস্মতূল (ক্লী) ভস্ম তূলতি তূলয়তি বেতি তূল-ক। গ্রামকূট। ২ পাংশু-বর্ষণ। ৩ হিম। (মেদিনী)

ভস্মন্ (ক্লী) বভস্তীতি ভস্-ভর্ৎসনদীপ্ত্যোঃ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। দগ্ধ কাষ্ঠাদি-বিকার, চলিত ছাই, শিবাঙ্গভূষণ।

'অস্ত্রাঙ্গভূষণং ভস্ম বিভূতির্ভূতিরস্ত তু।' (শব্দরত্ন০)

মদন ভস্ম হইলে সেই ভস্ম মহাদেব সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছিলেন।

"মহাদেবোঽথ তদ্ভস্ম মনোভবশরীরজম্।
আদায় সর্ব্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ॥
লেপশেষাণি ভস্মানি সমাদায় তদা হরঃ।
সগণোঽন্তর্দধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে॥"

(কালিকাপু° ৪১ অ°)

ভস্ম ললাটে মাখাইয়া পরে শিবপূজা করিতে হয়। ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্রক, রুদ্রাক্ষ-ধারণ ও বিল্ব পত্র ভিন্ন শিব পূজা করিলে তাহার সম্যক্ ফল লাভ করা যায় না, ইহাতে কেহ কেহ বলেন, একেবারে যে পূজার ফল হইবে না, তাহা নহে, তবে তুল্য ফলের অভাব হয় মাত্র।

"বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাদস্য ফলপ্রদঃ॥"(আহ্নিকত°)

ভস্ম ধারণ করিয়া তদুপরি চন্দনাদি ধারণ করিতে নাই। কিন্তু চন্দনাদির উপর ভস্ম ধারণ করা যাইতে পারে।*

বিধিপূর্ব্বক জাবালোক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা ভস্ম ধারণ বিধেয়। ভস্ম মাখিলে তাহাকে আগ্নেয় স্নান কহে। [স্নান দেখ]

"আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ কৃতম্।" (যামল)

কাংস্য পাত্র ছাই দিয়া মাজিলে বিশুদ্ধ হয়।

"অম্ভসা হেমরূপ্যায়ঃ কাংস্যং শুধ্যতি ভস্মনা।
অম্লৈস্তাম্রঞ্চ রৈত্যঞ্চ পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ং॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ অশ্মরীবিকার, এক প্রকার পাথুরী রোগ।

"শর্করা সিকতা মেহো ভস্মাখ্যোঽশ্মরীবৈকৃতম্।
অশ্মর্য্যাঃ শর্করা জ্ঞেয়া তুল্যব্যঞ্জনবেদনা॥"

(সুশ্রুত নিদানস্থা° অশ্মরীনি°) [অশ্মরী ও পাথুরী দেখ]

ভস্মপ্রিয় (পুং) শিবের নামান্তর।

ভস্মমেহ (পুং) মেহজনিত অশ্মরী রোগভেদ। (সুশ্রুত)

ভস্মরোহা (স্ত্রী) ভস্মনি রোহতীতি রুহ-অচ্-টাপ্। দগ্ধ বৃক্ষ।

ভস্মবেধক (পুং) ভস্ম ইব বেধকঃ। কর্পূর (শব্দরত্না°)

ভস্মসা (অব্য°) চর্ব্বণ জন্য শব্দানুকরণ। "সর্ব্বং তে ভস্মসা কুরু" (শুক্ল যজু° ১১।৮০) 'ভস্মসা কুরু, চূর্ণীকুরু, চর্ব্বিত্বা ভক্ষয় ইত্যর্থঃ। ভস্মসা শব্দো ডাজন্তো নিপাতঃ, চর্ব্বণ শব্দানুকরণবাচী' (বেদদীপ) চূর্ণন। চর্ব্বণ।

ভস্মসাৎ (অব্য) ভস্ম কার্ৎস্ন্যেন সম্পন্নং করোতি ভস্মন্-সাতি। সমুদায়ের ভস্মরূপতাকরণ, ছাই হওয়া, ভস্মাকারে পরিণত, ছাই করিয়া ফেলা। ২ সম্যক্ ভস্মীভূত।

ভস্মাগ্নি (পুং) উদরাগ্নিজ রোগভেদ। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য সকল অচিরে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ইহাকে বৃকোদর বা বাকোড় বলে।

ভস্মাঙ্গী, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে ভস্মাঙ্গেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। অক্ষা° ১৩°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৬´ পূঃ। পর্ব্বতের চারি দিকে গিরিদুর্গ স্থাপিত আছে। দেখিয়া অনুমান হয় যে বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তিরক্ষার জন্য এই সকল দুর্গাদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এখানে বেদার নামক পার্ব্বতীয় জাতির বাস আছে।

ভস্মাঙ্গেশ্বর, দাক্ষিণাত্যস্থ ভস্মাঙ্গী পর্ব্বতের শিবলিঙ্গ-ভেদ।

ভস্মাচল (পুং) কামরূপস্থিত পর্ব্বতভেদ।

"মুনিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুক্তির্ভস্মাচলং গতে॥"(কালিকাপু° ৮১অ°)

ভস্মাহ্বয় (পুং) ভস্ম আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে ইতি আ-হ্বে-বাহুলকাৎশ। কর্পূর। (ত্রিকা°)

ভস্মাসুর, অসুর বশেষ। এই অসুর মহিসুর জেলার ভৈরব-লিঙ্গের ধ্বংস চেষ্টা করিয়াছিল।

ভস্মীভূত (ত্রি) ভস্ম অভূত তদ্ভাবে চ্বি। তস্মিত, ভস্ম-প্রাপ্ত। ২ বিনাশিত।

ভস্মেশ্বর, জ্বরৌষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বিলঘুঁটে ভস্ম আট-তোলা, মরিচ ১॥ তোলা, বিষ ১॥ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া পাঁচ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে সন্নিপাতাদি নিবারিত হয়।

ভা, দীপ্তি। অদাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ ভাতি। লোট্ ভাতু। লিট্ বভৌ, বভতুঃ বভুঃ, বভিথ, বভাথ, বভিব। লুট্ ভাতা। লৃট্ ভাস্যতি। লিঙ্ ভায়াৎ। লুঙ্ অভাসীৎ, অভাসিষ্টাং, অভাসিষুঃ। সন্ বিভাসতি। যঙ্ বাভায়তে। যঙ্-লুক্ বাভেত্তি, বাভাতি। ণিচ্ ভাপয়তি। লুঙ্ অবীভবৎ। বি+অতি+ভা=ব্যতিভাব। আ+ভা=আভা। প্র+ভা=প্রভা। প্রতি+ভা=প্রতিভা।

ভা (স্ত্রী) ভা-দীপ্তৌ (ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইত্যঙ্, টাপ্। প্রভা, দীপ্তি, আলোক। ২ কান্তি। ৩ কিরণ। "ভাযৈ দার্ব্বাহারমিতি" (শুক্লযজু° ৩০।১২)

ভাই (দেশজ) ভ্রাতা, সহোদর, ভ্রাতৃশব্দের অপভ্রংশ।

---

* "চন্দনাদ্যুপরিপ্রাজ্ঞো ধারয়েদ্ভস্ম বৈদিকম্।
লৌকিকং চন্দনাদ্যং তু ভস্মোপরি ন ধারয়েৎ॥
ভস্মবচ্চন্দনাদীনাং ত্যাগেনার্থো ন বিদ্যতে।
চন্দনাদীনাত্তো লৌকিকান্তেবাত্র ন সংশয়ঃ॥
উপরিষ্টাচ্চন্দনাদের্ধৃতেঽস্রসিতভস্মনি।
চন্দনাদ্যাথভূষায়া ফলাপ্তেঃ কো নিবারকঃ॥

মন্ত্ররহিতং ভস্ম ন ধার্য্যং—

জাবালোক্তাদিকৈর্মন্ত্রৈর্ধার্য্যং ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রকম্।
অন্যথাচেজ্জলং যাবদ্রজস্তন্নরকং ব্রজেৎ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

ভাইজ, (দেশজ) ভ্রাতৃজায়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। ভ্রাতৃজায়া শব্দের অপভ্রংশ।

ভাইজী, প্রিয় ভ্রাতা, ভাইকে আদর করিয়া ভাইজী বলা হয়।

ভাইঝী (দেশজ) ভ্রাতার কন্যা।

ভাইদ্বিতীয়া (দেশজ) ভাতৃদ্বিতীয়া, যমদ্বিতীয়া।

ভাইপো (দেশজ) ভাতৃপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভাইফোটা (দেশজ) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভগিনী ভ্রাতাকে যে ফোটা দেয়, তাহাকে ভাইফোটা কহে। [ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ]

ভাইবৌ (দেশজ) ভাইবধূ, ভ্রাতার স্ত্রী।

ভাউই (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, ভাদ্রবৌ।

ভাউজ (দেশজ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ।

ভাউদাজী, বোম্বাই প্রদেশবাসী জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ্। কোঙ্কণ বিভাগের সাবন্তবাড়ীর নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে তিনি বিদ্যার্জ্জন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি এল্‌ফিনষ্টোন ও গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ নামক বিদ্যালয়দ্বয়ে পাঠাভ্যাস সমাপন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে বোম্বাই সহরে সংস্কারসভা (Bombay Reform Association), শিক্ষা-সমিতি (Board of Education) যাদুঘর প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশতি শতাব্দের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে অনুসন্ধিৎসার প্রসার বাড়াইয়া গিয়াছেন।

ভাউসাহেব, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-সেনাপতি। ইনি পাণিপথের ৩য় যুদ্ধে বিশাল মহারাষ্ট্রবাহিনী লইয়া আহ্মদ শাহের সম্মুখীন হন। [সদাশিব ভাউ দেখ।]

ভাও (দেশজ) বর্ত্তমান বাজার দর। ২ দ্রব্যাদির চলিত মূল্য। ৩ (মরাঠা) ভ্রাতা শব্দের অপভ্রংশ।

ভাওলী (দেশজ) খাজনার পরিবর্ত্তে জমিদার প্রজার নিকট হইতে যে শস্য বিভাগ করিয়া লন।

ভাইত (দেশজ) ভ্রমোৎপাদক উপহাস। যেরূপ বিদ্রূপে ভ্রম জন্মায়।

ভাঁউর (দেশজ) ভঙ্গুর শব্দের অপভ্রংশ। বিকৃত।

ভাঁওতা (দেশজ) আবর্ত্ত শব্দজ। অসংলগ্ন বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা কোন অনিশ্চিত বিষয়ের যাথার্থ্যপ্রতিপাদনচেষ্টা।

ভাঁজ (দেশজ) ১ বস্ত্রাদির পাট। ২ সোণারূপার খাদ। ৩ গুটান বা পাকান।

ভাঁজন (দেশজ) ১ পাটকরণ, দোমড়ান। ২ রাগালাপ।

ভাঁজা (দেশজ) ১ মুখোচ্চারিত শব্দে স্বরসংযোজনা-করণ। ২ বস্ত্রাদি গুটান।

ভাঁজাল (দেশজ) খাদমিশ্রিত।

ভাঁট (দেশজ) গুল্মভেদ। (Volkameria infortunata)

ভাঁটা (দেশজ) বর্ত্তুল, বাটুল, গণ্ডূক। ২ নদীবক্ষে জুয়ারের হ্রাস। [জোয়ার ভাটা দেখ।]

ভাঁটি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ভেঁট ফুলের গাছ। (Volkameria odorata)

ভাঁটুই (দেশজ) এক প্রকার তৃণ। (Andropogon aciculatus)

ভাঁড় (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ, ভাণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। ২ পরিহাসক, যাহারা খুব হাসাইতে পারে।

৩ পরিহাসরসিক সম্প্রদায়বিশেষ। রাজা বা সম্ভ্রান্ত লোকের সভায় নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী বা সুললিত বাক্যবিন্যাস বা তোষামোদ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহারা 'নকল' (অনুকরণকারী) নামে অভিহিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রাজানুচর বিদূষকই বর্ত্তমান ভাঁড়ের অনুরূপ। কিন্তু ভাঁড় হইতে বিদূষকের কার্য্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের বিদূষক কালে ভাঁড় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিখ্যাত গোপালভাঁড় কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

মুসলমানরাজগণের সময়েও ভাঁড়ের আদর ছিল। এরূপ কথিত আছে যে, মোগলপতি তৈমুরলঙ্গ পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল নিয়ত বিলাপ করিয়াছিলেন। সৈয়দ হোসেন নামক তাঁহার জনৈক পারিষদ আরবী ভাষায় একখানি সুললিত হাস্যোদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার শোকাপনোদন করেন; তজ্জন্য তিনি মোগলরাজ কর্ত্তৃক 'ভাঁড়' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সৈয়দ হোসেনই ভাঁড়-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রমে এই ভাঁড়গণ স্বতন্ত্র ব্যবসা করায় শাখা-জাতিরূপে পরিগণিত হয়। হোসেন সৈয়দ-বংশীয় হইলেও, বর্ত্তমান মুসলমান ভাঁড়গণ সেখ বা মোগলবংশসম্ভূত। শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ভেদে ইহাদের বিবাহ দিয়া থাকে। আচার ও ব্যবহারে ইহারা প্রায়ই মুসলমানের ন্যায়, তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দু-আচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাঁড় জাতি চেঁড় ও কাশ্মীরি এই দুই শাখায় বিভক্ত। অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দীন্ কাশ্মীরি ভাঁড়দিগকে আনয়ন করেন।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু ভাঁড়গণ কৈথেলা (কাপিষ্ঠলী), বাহ্মনিয়া কামার, উজহার, বস্থেলা, গুজর, নোনিয়া, কড়া, পিতরহঙ্গর, বরহা, নথটিয়া ও শাহপুরী এবং মুসলমান ভাঁড়গণ বরষা, ভন্দেলা, বুড়দিয়া, দেশী, গাওবাণী, হমলপুরী, হর্থা-

জরেহা, জবোয়া, কৈথলা, কায়স্থ, কাশীবালা, কাশ্মীরি, কাঠিয়া, কতিলা, কব্বাল, খা খারিয়া, ক্ষত্রী, ক্ষেতি, মোথরা, মুসলমানি, নকল, নৌমস্‌লিক, পাঠান, পাটুয়া, পুরবিয়া, রাবত, সাদিকি, সেখ, তারাকিয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত।

ইহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বৎসরই বিবাহের যোগ্য কাল বলিয়া ধার্য্য। বিধবাগণ স্ব স্ব স্বামীর বংশে বিবাহ করিতে পারে, অন্যত্র বিবাহ করিতে কোন নিষেধ নাই। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে ইহারা তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং ঐ স্ত্রীলোক আর কখন ঐ বংশে বিবাহ করিতে পারে না। মুসলমান রীত্যনুসারে ইহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌনিবাসী ভঁাড়গণ শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত, অপর মুসলমান ভঁাড় মাত্রেই সুন্নী।

লক্ষ্ণৌ অধিবাসিগণ পাঁচপীর (গাজীমিঞা) এবং সৈয়দ হোসেনকে ভক্তি করিয়া থাকে। উহারা পাঁচপীরকে মলিদা, সরবৎ, ও পুষ্পমালা দ্বারা এবং সৈয়দ হোসেনকে হালুয়া, মলিদা ও মিষ্টান্ন দ্বারা পূজা করে। শবই-বরাত উৎসব উপলক্ষে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে খাদ্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হয়। চেঁড়গণ ঢোলক ও কাশ্মীরিগণ তবলা ও সারঙ্গ বাদ্য বাজাইয়া থাকে। ভঁাড় জাতি আমোদ উৎসবের প্রধান সহকারী বলিয়া কথিত। পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান-গৃহে বিবাহ বা জন্ম উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহারা পরিহাস কৌতুকাদি দ্বারা সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

ভঁাড়ান (দেশজ) ১ ঠকান। ২ প্রবঞ্চনা করণ। ৩ মিথ্যাকথন।

ভঁাড়ানি (দেশজ) যাহারা ধান ভানিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ভঁাড়ানিয়া (দেশজ) যাহারা দিব এই ভাণ করিয়া আজ নয় কাল নয় এইরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে দিন কাটায়।

ভঁাড়াভাড়ি (দেশজ) আজ কাল করিয়া মিথ্যা ওজরাপত্তি।

ভঁাড়াম (দেশজ) ভঁাড়ের কার্য্য। ঠকের কার্য্য।

ভঁাড়ামি (দেশজ) ১ ভণ্ডতা। ২ পরিহাস। ৩ প্রবঞ্চনা।

ভাঁড়ার (দেশজ) ধনাগার, কোষ। যেথানে তৈল লবণ প্রভৃতি দ্রব্যাদি থাকে, তাহাকে ভঁাড়ার কহে, ভাণ্ডার শব্দজ।

ভঁাড়ারি (দেশজ) ভাণ্ডাররক্ষক, যাহার জিম্মায় ভঁাড়ার থাকে

ভঁাড়ি (দেশজ) ক্ষুরাদি রাখিবার কোষ।

ভঁাতি (দেশজ) ১ ভ্রম। ২ বিদ্রূপ, পরিহাস।

ভাকমিশ্র, জনৈক কলচুরিরাজ-মন্ত্রী, এই নামে এক নাট্যকারেরও উল্লেখ দেখা যায়।

ভাকুট (পুং) ভয়া দীপ্ত্যা কুটতীতি কুট-ক। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভেকুট বা ভেকুটী মাছ। ইহার গুণ মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মকারী ও গুরু। (রাজনি°)

ভাকুরি (পুং) ভাং কুর্চতি কুর্চ-কি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দীপ্তিকারক। "ভাকুরয়ো নামৈতে ভাং হি নক্ষত্রাণি কুর্বন্তি" (শত° ব্রা° ৯।৪।১।৯)

ভাকূট (পুং) ভাযুক্তাঃ কূটাঃ শিখরাণি যস্য। ১ পর্ব্বতভেদ। ২ মৎস্যবিশেষ। (মেদিনী)

ভাকোষ (পুং) ভানাং দীপ্তীনাং কোষ ইব। সূর্য্য। ত্রিকা°)

ভাক্ত (ত্রি) ভক্তেঃ গৌণ্যাবৃত্তেরাগতমিতি ভক্তি-অণ্। ১ পারিভাষিক, নিয়ত গৌণীবৃত্তি দ্বারা বোধিত অর্থ। গৌণ, লাক্ষণিক, ঔপচারিক,। "নম্বেবং পরত্র সপ্তমে মাসি ক্রিয়মাণস্য কথং ষাণ্মাসিকত্বম্" (তিথিতত্ত্ব) সপ্তমমাসে যে মাসিক শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে কি করিয়া ষান্মাসিক কহা যায়, ঐ শ্রাদ্ধ সপ্তম মাসে হইলেও উপচারবশতঃ উহাকে ষান্মাসিক কহা যায়, উহাই ভাক্ত। যে স্থলে উপচারবশতঃ অথবা লক্ষণা শক্তিদ্বারা অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাকে ভাক্ত কহে। ভক্তস্যেদমিতি অণ্। ২ ভক্তসম্বন্ধী। ভক্তমস্মৈ দীয়তে নিযুক্তমিতি ভক্ত (ভক্তাদনন্যতরস্যাম্। পা ৪।৪।৬৮) ইত্যণ্। ৩ অন্নদ্বারা পোষ্য। ৪ নিয়ত অন্নদান। ভক্তায় হিতং অণ্। ৫ ভক্ত সম্পাদন-সাধন তণ্ডুল।

ভাক্তিক (ত্রি) ভক্তমস্মৈ নিযুক্তং দীয়তে ইতি ভক্ত (ভক্তাদনন্যতরস্যাং। পা ৪।৪।৬৮) ইতি পক্ষে ঢক্। অন্নদ্বারা পোষ্য। ২ অন্নদান।

ভাক্ষ (ত্রি) ভক্ষা শীলমস্য ছত্রাদিত্বাদণ্ (পা ৪।৪।৬২) ভক্ষণশীল।

ভাক্ষালক (ত্রি) ভক্ষালিদেশে ভবঃ (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। ভক্ষালিদেশ ভবমাত্র।

ভাগ (পুং) ভজ্যতে ইতি ভজ ভাগসেবয়োঃ কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ অংশ। ২ রূপ্যার্দ্ধক। ৩ ভাগ্য। ৪ একদেশ। (শব্দরত্না°) ৫ রাশির ত্রিশভাগের এক ভাগ।

"ত্রিংশাংশকস্তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে।" (তিথিতত্ত্ব) ভজ্ ভাবে ঘঞ্। ৬ ভজন। ভগানামৈশ্বর্য্যাণাং সমূহঃ অণ্। ৭ ঐশ্বর্য্যসমূহ। ভগো দেবতাঽস্য অণ্। ৭ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। ৮ তৎসমসংখ্যা, একাদশ সংখ্যা। ৯ অঙ্কশাস্ত্রোক্ত ভাগহার। [ভাগহার দেখ]

ভাগক (ত্রি) ১ অংশভাগ সম্বন্ধীয়। (পুং) ভাজক।

ভাগকর (পুং) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৩) করোতীতি কৃ-ট কর, ভাগস্য করঃ। ২ ভাগকারক, বিভাগকারী।

ভাগজাতি (স্ত্রী) ভাগস্য জাতিঃ। বিভাগের প্রকারভেদ, ইহা চারি প্রকার, ভাগজাতি, প্রভাগজাতি, ভাগানুবন্ধ ও ও ভাগাপবাহ। যে স্থলে অংশসমূহের সমচ্ছেদকরণ হয়, তথায় ভাগজাতি হইয়া থাকে।

"অংশানাং সমচ্ছেদকরণং ভাগজাতিঃ—

"অন্যোন্যহরাভিহতৌ হরাংশৌ রাশ্যোঃ সমচ্ছেদবিধানমেবং।
মিথোহরাভ্যামপবর্ত্তিতাভ্যাং যদ্বা হরাংশৌ সুধিয়াত্র গুণ্যৌ ॥"
(লীলাবতী)

ভাগণ (পুং) ভানাং গণঃ। ১ সূর্য্যাদির প্রভাসমূহ।
"উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদ-ঘটয়া নষ্টভাগণে।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ॥"(ভাগ০ ৩।১৭।৬)
'ভাগণঃ সূর্য্যাদিপ্রভাসমূহঃ' (স্বামী) ২ ভগণসম্বন্ধী।
"ভূদ্বীপবর্ষ-সরিদদ্রিনভঃসমুদ্র-
পাতাল-দিঙ্‌নরকভাগণলোকসংস্থা।" (ভাগ০ ৫।২৬।৪০)

ভাগদা (স্ত্রী) ভাগং দদাতি দা-অঙ্‌। ভাগপ্রদাতা।
"দেবানাং ভাগদা অসৎ" (শুক্লযজু০ ১৭।৫১)
'ভাগদা অসৎ ভাগং দদাতি ভাগদাঃ যজ্ঞেষু দেবানাং ভাগপ্রদাতা ভবতু' (বেদদীপ০)

ভাগদুঘ (পুং) বিভাগপ্রদ। "স্বর্গায় লোকায় ভাগদুঘং" (শুক্লযজু০ ৩০।১৩) 'ভাগদুঘং ভাগং দুগ্ধে ভাগদুঘস্তং বিভাগপ্রদম্' (বেদদীপ০)

ভাগধ (ত্রি) প্রাপ্য বস্তুর অংশপ্রদান। "এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অস্মৈ মনুষ্যা ভবন্তি" (তৈত্তি০ সং ২।৫।৬।৬)

ভাগধেয় (ক্লী) ভাগ এব ভাগরূপ নামভ্যো ধেয়ঃ। ইতি অভিধানান্নপুংসকত্বং। ১ ভাগ্য, অদৃষ্ট। ভাগেন ধীয়তেঽসৌ বা কর্ম্মণি যৎ (পুং) ২ রাজদেয় কর।
"অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ ॥" (মনু ৩।২৪৫)
ভাগো ধীয়তেঽস্মৈ ধা সম্প্রদানে যৎ। ৩ দায়াদ, সপিণ্ড।

ভাগন্দর (ত্রি) ভগন্দরস্যেদং অণ্‌। ভগন্দরসম্বন্ধী।

ভাগভাজ্‌ (ত্রি) ভাগং ভজতে ভজ-ণ্বি। বিভাগকর্ত্তা।
"অথাপি য়ূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং
যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ।" (ভাগ০ ৪।৬।৫)

ভাগভুজ্‌ (পুং) রাজা। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২০।১১)

ভাগমণ্ডল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কুর্গ বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা০ ১২°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ৩৬´ পূঃ। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। টিপুসুলতানের সহিত কুর্গরাজের যুদ্ধের সময় এই স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়া ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হায়দারপুত্র টিপু এই নগর অবরোধপূর্ব্বক অধিকার করে। ঐ সময় তিনি প্রায় পাঁচ হাজার কুর্গবাসীকে মহিসুরে লইয়া গিয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কোড়গরাজ দদ্দবীর রাজেন্দ্র পুনরায় ভাগমণ্ডল দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এখানে একটী প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তীর্থযাত্রিগণ কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-দর্শন-মানসে এখানে আসিয়া থাকেন।

ভাগমাতৃ (স্ত্রী) ভাগহার-নিষ্পন্নের প্রণালী বিশেষ।

ভাগল (পুং) ভগল ঋষির গোত্রাপত্য। (সাংখ্যকারিকা)

ভাগলক (ত্রি) ভগল অহীরণাদিত্বাৎ বুঞ্‌। ভগব্যাপারাদি হইতে নিবৃত্ত।

ভাগলক্ষণা (স্ত্রী) ভাগে লক্ষণা ৭তৎ। শক্যার্থাংশের ভেদ পরিত্যাগ করিয়া ইতরাংশবোধক লক্ষণাভেদ। জহৎ, অজহৎ ও স্বার্থলক্ষণা। যে স্থলে বাচ্যার্থের একদেশ ত্যাগ করিয়া অপর দেশ গ্রহণ করা যায়। [লক্ষণা দেখ]

ভাগলপুর, বঙ্গপ্রেসিডেন্সীর বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ছোটলাটের অধীনে জনৈক কমিসনর দ্বারা পরিচালিত। অক্ষা০ ২৩° ৪৫´ হইতে ২৬°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৫° ৪০´ হইতে ৩৫´ পূঃ। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, মালদহ, মুঙ্গের এবং পুর্ণিয়া এই পাঁচটী জেলা লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ১১৯৪২ বর্গ মাইল।

২ ভাগলপুর বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা০ ২৪°৩৪´ হইতে ২৬°৩৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬° ২৫´ হইতে ৮৭° ৩৩´ ৩১´´ পূঃ; ভূপরিমাণ ৪১৫৮ বর্গ মাইল।

ভাগলপুর জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ মনোহারী না হইলেও, স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার জলবায়ু সাধারণের সুখপ্রদ। চতুর্দ্দিকে গণ্ডশৈলসমূহ বনমালা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রান্তরভূমি শ্যামলভূষায় ভূষিত করিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে আম্রবন ও মহুয়া বৃক্ষসমূহ সুমিষ্ট ফলফুলে শোভিত হইয়া জগতের সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিতেছে। এখানকার ন্যাংড়া নামক আম্রফল বিশেষ উপাদেয় এবং মহুয়া দীনদুঃখীর উদরপূরণের উপায়ান্তর স্বরূপ বিদ্যমান।

এখানে পর্ব্বত ও বনমালা ভেদ করিয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া এই জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর বিভাগস্থ পলিময় সমতলক্ষেত্র ত্রিহুত জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার মধ্য ভাগে হিমালয়-বাহিনী কতকগুলি শাখানদী প্রবাহিত থাকায় উহার সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরত্বের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্বভাগেও অসংখ্য শাখা নদী বিরাজিত থাকায় জমির উৎপাদিকা শক্তির ও কৃষিকার্য্যের অনেক সহায়তা করিতেছে। গঙ্গার উপকূল দেশে বন্যার জলই কৃষির প্রধান অবলম্বন। কুশী-নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে নিম্ন-তরাই-প্রদেশ শ্যামল ধান্য

ক্ষেত্রে শোভিত থাকিয়া উর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইত, এখন তাহা অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়া ব্যাঘ্রমহিষাদির আবাসে পরিণত হইয়াছে। ভাগলপুর নগরের দক্ষিণদিকে ভূমিভাগ ক্রমে উন্নত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। মহুয়া ও আম্রকানন ব্যতীত এখানে বহুল পরিমাণে কার্পাস বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়।

গঙ্গানদীই এখানকার সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ভিন্ন উত্তরাংশে কুশী, তিলযুগা, বতী, দিমড়া, তলবা, পরবাণ, ধুমান, চলৌনী, লোরণ, কটনা, দৌস ও ঘাগ্‌রী প্রভৃতি কএকটী শাখানদী প্রবাহিত আছে। দক্ষিণাংশে একমাত্র চন্দনা নদীই উল্লেখযোগ্য। বড় বড় নদীতে বৎসরের সকল সময় নৌকাযোগে যাতায়ত করিতে পারা যায়; কিন্তু ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রাবৃট্‌-ধারায় স্ফীত না হইলে গমনোপযোগী হয় না।

এখানে রেশমের চাষ আছে। খনিজ পদার্থের মধ্যে গন্ধক, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এই স্থানের প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানকার চম্পানগরী মহাভারতোক্ত অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। স্থানীয় কর্ণগড় পর্ব্বত ও অনেকানেক কীর্ত্তি এখনও মহাবীর কর্ণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। হিউএন্‌সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এখানে বহুসহস্র সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে সেই সমস্তই প্রায় ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। তৎকালে হীনযান-মতাবলম্বী প্রায় দুইশত বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন এখানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিংশত্যধিক দেবমন্দির নির্ম্মিত ছিল। তন্মধ্যে পাথরঘাটা পর্ব্বত শিখরের মন্দিরগুলিই উল্লেখযোগ্য।

শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, মগধের গুপ্তবংশীয় মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক আদিত্যসেন দেব* ও পালবংশীয় রাজা নারায়ণপাল দেব † এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

মুসলমান অধিকারে ইহা বেহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং চম্পা প্রভৃতি স্থান সামান্য পরগণারূপে পরিগণিত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করায় এই জেলা মুঙ্গের সরকারের পূর্ব্বসীমারূপে গণ্য হইয়া মুসলমান নবাবের অধীন ছিল। তৎকালে গঙ্গার দক্ষিণাংশবর্ত্তী চৈ-পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্ ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানকার রাজস্বসংগ্রহ ও শাসনকার্য্যের ভার জনৈক দেশীয় কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। ঐ বৎসরের শেষভাগে রাজস্ব ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত রাজমহল হইতে জনৈক ইংরাজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই দেশের সুশাসন স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কোম্পানী বাহাদুর স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে ও স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্যে কলেক্টর ক্লিভল্যাণ্ড দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উহার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে পার্ব্বত্য জাতির অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। তাহারা উক্ত স্থান পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া এরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল যে, উহার শাসননির্দ্দেশক কোন সীমা ধার্য্য ছিল না। উহার সীমানির্দ্দেশের জন্য ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী-নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

রাজস্বসংগ্রহ ও দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সীমার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৭৭৭ হইতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দস্যুদল প্রায় ৪৪ খানি গ্রাম লুণ্ঠনপূর্ব্বক জ্বালাইয়া দেয়। রাজস্বসংগ্রাহক ক্লিভল্যাণ্ডের যত্নে (১৭৮০ খৃঃ) এখানকার দস্যুপ্রভাব বিদূরিত হয়। দস্যুদলের প্রভুত্ব খর্ব্ব হইলে, এখানে কৃষিবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী ৭০০ বর্গমাইল পরিমাণ ভূমি ইহার অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে খরকপুর পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্ করিয়া মুঙ্গের জেলার অধীন করা হয়।

এখানকার বিভিন্ন স্থানে অনেকানেক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাগলপুর নগরের সন্নিকটস্থ দুইটী মুসলমান তীর্থ বা মসজিদ এবং জৈন অসবাল সম্প্রদায়ীদিগের দুইটী মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার কর্ণগড় পর্ব্বতের ক্লিভল্যাণ্ডস্তম্ভ ও গুহাদি দেখিবার জিনিষ। এতদ্ভিন্ন পাথরঘাটা, মায়াগঞ্জ, কাহালগাঁও প্রভৃতি স্থানে বহুশত হিন্দুমন্দির ও গুহাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। বঙ্গের শেষ স্বাধীন মুসলমান-ভূপতি মামুদসহ কাহালগাঁয়ে প্রাণত্যাগ করেন। উমারপুর, খন্দৌলী, বলুয়া, সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুলতান-গঞ্জের দুইটী গণ্ডশৈলের শিখর দেশের একটীতে মসজিদ্ ও অপরটীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সিংহেশ্বরস্থান নামক গ্রামে মেলা উপলক্ষে হস্তিবিক্রয় হইয়া থাকে।

* Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 11.
† Indian Antiquary, Vol. XV. p 304-8.

এখানকার মন্দার পর্ব্বত হিন্দুর একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। পর্ব্বতটী প্রায় ৭০০ ফিট উচ্চ। ইহার চারিদিকে সমুদ্রমন্থনজ্ঞাপক সর্প খোদিত হইয়াছে। তীর্থের মাহাত্ম্য ব্যতীত এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরণীয় অনেক জিনিস আছে। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গাদি ব্যতীত বৌদ্ধ যুগের বহু মন্দিরাদির নিদর্শন পাওয়া যায়।

এখানে নানাপ্রকার ধান্য ও নীলের চাষ হইয়া থাকে। ঐ নীল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়। প্রজাদিগের সহিত ভূমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমির প্রকৃত উন্নতিপক্ষে প্রজাবর্গ বিশেষ মনোযোগী নহে, পূর্ব্বে এইস্থানে বহুল পরিমাণে রেশম প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন তাহার হ্রাস হইয়াছে। যে বিস্ময়কর ডেঙ্গু-জ্বরের কথা আজও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাগরূক, তাহা সর্ব্বপ্রথমে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় উদ্ভূত হয়। বর্ষা ও শীতের প্রারম্ভে এখানে অন্যান্য রোগেরও অভাব নাই।

৩ উক্ত জেলার একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৫° ৩´৩০´´ হইতে ২৫°২০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৬°৪১´-১৫´´ হইতে ৮৭°৩৩´৩০´´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৯৩৬ বর্গ মাইল। ভাগলপুর, কুমারগঞ্জ, কাহালগাঁও ও বিহিপুর থানা ইহার অন্তর্গত।

৪ উক্ত জেলার সদর গঙ্গানদী তীরে অবস্থিত। এইখানে ইংরাজদিগের কেল্লা আছে। ইহা কলিকাতা হইতে ২৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী। অক্ষা° ২৫° ১৫´ ১৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২´ ২৯´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনের একটী ষ্টেসন আছে। সহর ও সহরতলীতে মুসলমানদিগের কয়েকটী মসজিদ্ ও অস্‌বাল জৈনদিগের দুইটী বিখ্যাত মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয়ের একটী জগৎশেট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুসলমান অধিকারে এখানকার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঙ্গালার আফগান-শাসনকর্ত্তা-দিগকে দমন করিবার জন্য, সম্রাট্ অকবর শাহ ১৫৭৩ ও ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে মান-সিংহ-পরিচালিত সেনাদল এই নগরে ছাউনী করে। তদবধি এখানে মোগল-সৈন্যের সেনানিবেশ হয়।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য উড়িষ্যাবিজয়ে প্রেরিত হইলে এই স্থান জনৈক ফৌজদারের শাসনাধীন হয়।

ভাগলপুরের রাজস্বসংগ্রাহক ও সুশাসন-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ অগাষ্টস্ ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের স্মরণার্থ এখানে দুইটী স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। উহার ইষ্টক নির্ম্মিতটী স্থানীয় জমিদার-বর্গের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রক্ষিত এবং প্রস্তরেরটী কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

ভাগলপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলান্তর্গত ঘর্ঘরানদীতীরস্থ একটী নগর। অক্ষা° ২৬°১০´ ৪০´´ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫২´ পূঃ। সাধারণের বিশ্বাস, জামদগ্ন্য পরশু-রাম এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটী সুপ্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। কাহার মতে পরশুরাম অপর কাহারও মতে রাজা ভীমসিংহ ঐ স্তম্ভের স্থাপয়িতা। এতদ্ভিন্ন এখানে বহুসংখ্যক ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে।

ভাগলি (পুং) ভগলা অপত্যার্থে বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্ (পা ৪।১।৯৬) ১ ভগলের গোত্রাপত্য। ২ তন্নামক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

ভাগলেয় (পুং) ভাগলির গোত্রাপত্য।

ভাগবত (ক্লী) ভগবতো ভগবত্যা বেদং ভগবৎ 'তস্যেদং' ইত্যণ্। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত একখানি মহাপুরাণ।

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥"
"লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্।
প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদম্॥"
(মৎস্যপু° পুরাণদানপ্রস্তাব)

এই মহাপুরাণ যিনি লিখিয়া প্রোষ্ঠপদী পূর্ণিমাতে দান করেন, তিনি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা বেদব্যাসপ্রণীত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ।

ভাগবতগ্রন্থ বেদান্তের টীকাস্বরূপ, বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ভাগবত-গ্রন্থ অমৃতস্বরূপ। ভাগবতের প্রথমেই লিখিত আছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতং দ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"
(ভাগ° ১।১।৩)

এই বাক্য যথার্থই সত্য। বেদান্তের প্রথমসূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' প্রভৃতি সূত্র নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেরও প্রথমে "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে বেদান্তের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। ভাগবতের মত ভগবদ্ভক্তিপ্রধান ও বেদান্তের তাৎপর্য্য একাধারে বর্ণিত এইরূপ গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগবত মহাপুরাণ কি উপপুরাণ এই বিষয় লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, এই সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানা-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাকে উপপুরাণ এবং দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া থাকেন।

[পুরাণশব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

ভাগবত (ত্রি) ভগবান্ হরিঃ ভগবতী দুর্গা বাস্য দেবতেতি ভগবৎ (সাস্য দেবতা। পা ৪।২।২৪) ইতি অণ্। ভগবদ্ভক্ত। ইহার লক্ষণ—

"সর্ব্বদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ।
রতস্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ৯৯ অ°)

যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, এবং তাঁহার সেবায় রত থাকেন, তিনিই ভাগবত।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (হরিভক্তিবি°)

যিনি সকল ভূতে আপনার ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন, এবং ভগবানে ও আত্মাতে ভূত সকলকে দেখেন, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

"শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥"(হরিভক্তিবি°)

যাঁহারা শিব, পরমেশ্বর, বিষ্ণু ও পরমাত্মাতে সমান বুদ্ধিতে দেখেন, তাঁহারাই ভাগবতপ্রধান। এই শ্লোকের সহিত 'সর্ব্বদেবান্ পরিত্যজ্য' এই শ্লোকের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পূর্ব্বে অভিহিত হইল, যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় করেন, আর এইস্থলে বলা হইল যিনি শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতিকে সমান দেখেন, তিনিই মহাভাগবত। একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা বাস্তবিক বিরোধ নহে। বিষ্ণুকে ভক্তি করিবে, আর অন্য দেবতার নিন্দা করিবে, এরূপ অভিপ্রায় নহে। অনন্যচিত্তে ভগবান্‌কে ভজনা করাই ইহার তাৎপর্য্য। যাঁহার সমীপে সর্ব্বদা ভাগবত থাকে, যিনি ঐ শাস্ত্র প্রতিদিন পূজা করেন ও ইহাই যাঁহার জীবনের অধিক প্রিয়, তিনি মহাভাগবত।

"যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং সদা তিষ্ঠতি সন্নিধৌ।
পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ॥
যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ।
মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুনা কথিতা নরাঃ॥"
(হরিভক্তিবি° ১০ বি°)

হরিভক্তিবিলাসের ১০ম বিলাসে ভাগবতের (ভগবদ্ভক্তের) বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল।

যিনি তুলসীকানন দেখিয়া ভক্তিসহকারে নমস্কার করেন, তুলসীকাষ্ঠের মালাধারণ, ও তুলসীর গন্ধে পরম পুলকিত হন, তিনি ভাগবতপ্রধান। যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করেন, বিষ্ণুর মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করেন, বিষ্ণুর কথায় যাঁহার পরম প্রীতি হয়, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

যিনি সর্ব্বদা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করেন, এবং শুভ বিষ্ণুক্ষেত্রে বিষ্ণুর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহার পূজা করেন, ও কায়মনোবাক্যে বিষ্ণুপরায়ণ হন, তিনিই ভাগবত। যে ব্রাহ্মণ তাপাদি পঞ্চসংস্কারযুক্ত, নব ইজ্যা-কর্ম্মকারক, অর্থ-পঞ্চক-বিশিষ্ট তিনিই ভাগবতপ্রধান। যিনি মহাবিপদে পতিত হইয়াও ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি রাখেন, যাঁহার চিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অন্যত্র নিবিষ্ট হয় না, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ॥
যস্য কৃচ্ছ্রগতস্যাপি কেশবে রমতে মনঃ।
ন বিচ্যুতা চ ভক্তির্বৈ স বৈ ভাগবতো নরঃ॥
আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥"
(হরিভক্তিবিলাস ১০বি°)

ভাগবতোৎপল, স্পন্দপ্রদীপ নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা।

ভাগবিজ্ঞেয় (পুং) সাংখ্যকারিকাধৃত দার্শনিক ভেদ।

ভাগবিত্ত (পুং) ঋষিভেদ।

ভাগবিত্তায়ন (পুং) ভাগবিত্তির গোত্রাপত্য।

ভাগবিত্তি (পুং) চূড়নামক ঋষিভেদ। "এতমুহৈব চূড়ো ভাগবিত্তিঃ" (শতপথব্রা° ১৪।৯।৩।১৮)

ভাগবিত্তিক (পুং) ভাগবিত্তিঃ কুৎসায়াং যূন্যপত্যে বা ঢক্। তদীয় কুৎসিত যুবা অপত্য। পক্ষে ফক্। ভাগবিত্তেয়।

ভাগবৃত্তি (স্ত্রী) উণাদিবৃত্তিভেদ।

ভাগশস্ (অব্য°) ভাগ-বারার্থে শস্। ভাগে ভাগে।
"তাস্বেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ।" (মনু ১২।২২)

ভাগসিংহ, পঞ্জাবের জনৈক অহ্লু-বালিয়া সর্দার। ইনি জেসা-সিংহের পর মিশলের অধিপতি হইয়া রামগড়িয়াদিগের সহিত কএকবার যুদ্ধ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভাগহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্, ভাগস্য হরঃ। ১ অংশ-গ্রাহী। অংশগ্রহণ।

ভাগহার (পুং) ভাগস্য হারো হরণম্। লীলাবত্যুক্ত অঙ্ক-পরিকর্ম্মাষ্টক মধ্যে ভাগহরণরূপ ব্যাপারভেদ।

"ভাজ্যাদ্ধরঃ শুধ্যতি যদ্ গুণঃস্যাদন্ত্যাৎ ফলং তৎ খলু ভাগহারে।
সমেন কেনাপ্যপবর্ত্ত্য হারভাজ্যৌ ভজেদ্বা সতি সম্ভবে তু॥"
(লীলাবতী)

কোন রাশিকে ইচ্ছানুরূপ নানাঅংশে বিভাগ করার নাম

ভাগহার। যে রাশিকে ঐরূপে ভাগ করা যায়, তাহার নাম ভাজ্য, যদ্দ্বারা বিভক্ত হয়, তাহার নাম ভাজক। ভাজ্য হইতে ভাজক (হর) যতগুণে শোধিত হয়, ভাগহার ক্রিয়াতে তাহাই প্রকৃত ফল।

ভাজ্য যদি ১২ এবং ভাজক ৪ হয়, তবে ঐ ভাজ্য হইতে ভাজক ৩ গুণে শোধিত হয়, অতএব এই তিনই প্রকৃত ফল। পাটীগণিতে ভাগহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যদ্দ্বারা একটী রাশি অপর একটী রাশির ভিতর কতবার আছে জানা যায়, তাহাকে ভাগহার কহে। যে রাশিকে ভাগ করা যায়, তাহাকে ভাজ্য, আর যাহা দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়, তাহাকে ভাজক কহে; ভাগ করিয়া যে ফল হয়, তাহার নাম ভাগফল। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ভাগশেষ।

ভাগহার দুই প্রকার মিশ্র ও অমিশ্র। যখন ভাজ্য ও ভাজক উভয়েই অনবচ্ছিন্ন কিংবা এক জাতীয় অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তখন তাহাকে অমিশ্র ভাগহার কহে। আর যখন ভাজ্য অথবা ভাজক, উভয়েই নানা অংশের অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তখন তাহাকে মিশ্র ভাগহার কহে।

যদি ÷ এইরূপ চিহ্ন কোন দুই সংখ্যার মধ্যে থাকে, তবে প্রথমটীকে দ্বিতীয়টী দিয়া ভাগ করিতে হয়, ইহার নাম বিভক্ত। ভাগহারে যদি ভাজ্যটী অবচ্ছিন্ন এবং ভাজকটী অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তাহা হইলে ভাগফল অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হইবে। যেমন ৩০ টাকাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, আর ৩০কে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, অর্থাৎ ৬ টাকা ৩০ টাকার মধ্যে ৫ বার আছে।

অমিশ্র ভাগহার—ভাজ্য ভাজককে এইরূপে বসাও :—ভাজক ভাগফল। ভাজ্যের অঙ্কগুলির মধ্যে বামদিক্ হইতে এমন কতকগুলি অঙ্ক লও, যাহা ভাজক অপেক্ষা অধিক; পরে নামতা দ্বারা দেখ যে, এই বামস্থিত অল্প সংখ্যাটীর ভিতর ভাজক কতবার আছে, যতবার আছে, তাহা ভাগফলের স্থানে বসাও; এই অঙ্ক ভাজকের সহিত গুণ কর, এবং এই গুণফল ভাজ্য হইতে যতগুলি অঙ্ক লইয়াছ, তাহা হইতে অন্তর কর, যে অবশিষ্ট থাকিবে তাহার ডানি দিকে ভাজ্যের পর অঙ্কটী বসাও এবং পূর্ব্বের মত করিয়া যাও। যদি ভাজকটী অবশিষ্ট অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ভাগফলে শূন্য দিয়া ভাজ্য হইতে পর অঙ্ক নামাইয়া কসিয়া যাও, এইরূপে যতক্ষণ না ভাজ্য হইতে সমস্ত অঙ্কগুলি নামান হইবে, ততক্ষণ কসিতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে যদি অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে কেবল ভাগফল স্থির হইল, আর যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ভাগফল ও ভাগশেষ স্থির হইল।

যদি কোন গুণফল তাহার উপরের অঙ্ক গুলি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ অঙ্কটী কমাইয়া দিতে হইবে। আর যদি অবশিষ্টটী ভাজক অপেক্ষা অধিক হয়, কিংবা তাহার সমান হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ অঙ্কটীকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। যদি ভাজকটী ২০ অপেক্ষা অধিক না হয়, তাহা হইলে ভাগহারটী নামতা দ্বারা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে।

উদাহরণ—২৩৩৮২৬৮ কে ৬৭৫৮ দিয়া ভাগ কর।

```
৬৭৫৮ ) ২৩৩৮২৬৮ ( ৩৪৬
        ২০২৭৪
        ------
         ৩১০৮৬
         ২৭০৩২
        ------
          ৪০৫৪৮
          ৪০৫৪৮
        ------
  ভাগফল = ৩৪৬
```

এই স্থলে ভাজকটী ছয় হাজার সাতশত আটান্ন, আর ভাজ্যটীর প্রথম ৫টী অঙ্ক তেইশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশ ইহার ভিতর ভাজকটী ৩০০ বার আছে, এবং ৬৭৫৮ × ৩০০ = ২০—২৭৪০০ ; কিন্তু কষিবার সুবিধার জন্য শূন্য না রাখিয়া ৪কে ২ এর নীচে রাখিলাম, এবং এই গুণফল অন্তর করিয়া ৩১০৮ পাইলাম, যাহাতে তিন লক্ষ দশহাজার আটশ বুঝায়। নিয়মানুসারে আমরা ৬ নামাইলাম, এই ৬এ, ছয় দশ কিংবা ৬০ বুঝায়, কিন্তু উপরোক্ত কারণে শূন্যটী রাখিলাম না। এক্ষণে সমস্ত সংখ্যাটীতে তিন লক্ষ দশ হাজার আটশ আটষট্টি বুঝায়, ইহার মধ্যে ভাজকটী ৪০ বার আছে, ৬৭৫৮ × ৪০ = ২৭০৩২০ পূর্ব্বের মত শূন্য ছাড়িয়া দিয়া ২৭০৩২, ৩১০৮৬ হইতে অন্তর করিলাম এবং অবশিষ্ট ৪০৫৪ রহিল, তাহাতে চল্লিশ হাজার পাঁচ শত চল্লিশ বুঝায় এবং নিয়মানুসারে ৮ নামাইয়া সমস্ত সংখ্যাটী চল্লিশ হাজার পাঁচশ আটচল্লিশ হইল। ইহার ভিতর ভাজকটী ৬ বার আছে। নিম্নের প্রক্রিয়া দেখ।

```
৬৭৫৮ ) ২০২৭৪০০ + ২৭০৩২০ + ৪০৫৪৮ ( ৩০০ + ৪০ + ৬ = ৩৪৬
        ২০২৭৪০০
        --------
         + ২৭০৩২০
           ২৭০৩২০
         --------
         + ৪০৫৪৮
           ৪০৫৪৮
         --------
```

যদি ভাজকের শেষে শূন্য থাকে, তাহা হইলে প্রক্রিয়াটীকে নিম্নোক্ত নিয়ম দ্বারা কমাইতে পারা যায়। ভাজকে যতগুলি শূন্য আছে, তাহা একটী চিহ্ন দ্বারা পৃথক্ কর, এবং যতগুলি শূন্য পৃথক্ করিলে, ভাজ্যের ডানি দিক্ হইতে ততগুলি অঙ্ক পৃথক্ কর, পরে নিয়মানুসারে ভাগ কর, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার পর ভাজ্যের পৃথক্ অঙ্ক গুলি বসাইয়া দিলে সমস্ত অবশিষ্ট বাহির হইবে।

ভাজ্য ও ভাজক উভয়ের শেষে যখন শূন্য থাকে, তখনও উক্ত নিয়ম মতে করিতে হয়। যদি একটী রাশিকে আর একটী রাশি দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় রাশিটীকে প্রথম রাশির উৎপাদক বা গুণনীয়ক কহে। যথা ২ দিয়া ১২ কে ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না, এই নিমিত্ত ২কে ১২র উৎপাদক বা গুণনীয়ক কহে।

মিশ্র-ভাগহার।—একটী মিশ্ররাশিকে কতকগুলি সমান অংশে বিভাগ করিবার কিংবা একটী মিশ্র রাশি আর একটী মিশ্র রাশির ভিতর কতবার আছে, তাহা জানিবার উপায়কে মিশ্রভাগহার কহে। যখন ভাজকটী অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তখন এইরূপে কার্য্য করিতে হয়।

অমিশ্র ভাগহারে ভাজ্য ও ভাজক যেরূপে রাখিতে হয়, এখানেও সেইরূপে রাখিতে হইবে। পরে ভাজক ভাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ রাশির ভিতর কতবার আছে দেখ, যতবার আছে, তাহা ভাগফল স্থানে বসাও, পরে সামান্য ভাগহারে যেরূপ গুণ ও বিয়োগ বলা হইয়াছে, সেইরূপে করিতে হইবে। যদি কোন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীস্থ রাশিতে পরিণত কর, এবং যে ফল হইবে, তাহাকে ভাজক দিয়া ভাগ কর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত ভাগ করিতে হইবে।

ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার ভাগহার তাহার নাম সমানুপাতিক ভাগহার। যখন কোন সংখ্যাকে এইরূপে ভাগ করিতে হয়, যে অংশ গুলি কোন নির্দ্দিষ্ট সমানুপাতানুসারে হইবে। এই সময় নিম্ন নিয়মানুসারে করিতে হয়।

নিয়ম—কতকগুলি ভগ্নাংশ কর, যাহাদের সাধারণ হর, সমস্ত অনুপাতগুলির সমষ্টি হইবে, আর অবয়ব গুলির ভিন্ন ভিন্ন লব হইবে, পরে প্রত্যেক ভগ্নাংশ গুলির প্রদত্ত সংখ্যা গুণ কর, যে গুণফল হইবে, সেই গুলিই নির্ণীত অংশ হইবে। (পাটীগণিত) ২ বিভাগগ্রহণ।

ভাগহারিন্ (ত্রি) ভাগং হরতি হৃ-ণিনি। অংশগ্রাহী।

"ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈ ভর্তৃসাৎকৃতাঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য০ ২।১৪৪)

ভাগা, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী গিরিনদী। বড়লাছা গিরিসঙ্কটের উত্তরপশ্চিমস্থিত তুষারাবৃত হিমশিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া জনশূন্য পর্ব্বতবক্ষে প্রায় ৩০ মাইল পথ বিচরণ করিয়া লাহুল উপত্যকার কৈলঙ্গ গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পরে তণ্ডী নগর সন্নিকটে চন্দ্র নামক শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়া 'চন্দ্রভাগা' নাম ধারণ করিয়াছে।

ভাগাড় (দেশজ) মৃতগবাদি নিঃক্ষেপ-স্থান।

ভাগাপহারজাতি (স্ত্রী) ভগ্নাংশের হর যদ্দ্বারা সমান করা যায় অথবা যোগ বা বিয়োগ দ্বারা কোন একটী ভগ্ন রাশিকে অপর রাশির সহিত সমান করা যায়, এরূপ অঙ্কপ্রকরণবিশেষ।

ভাগার্থিন্ (ত্রি) ভাগং অর্থয়তি অর্থ-ণিনি। ভাগপ্রার্থী।

ভাগার্হ (ত্রি) ভাগস্য অর্হঃ। ভাগের যোগ্য।

ভাগাসিদ্ধ (স্ত্রি) হেত্বাভাসভেদ। পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যের অভাব। "পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন সাধ্যাভাবঃ, যথা পৃথিবী গন্ধবতী ঘটত্বাদিত্যাদৌ পৃথিবীত্বসামানাধিকরণ্যেন ঘটাদৌ ঘটত্বাভাবঃ" (গদাধর)

ভাগাসুর (পুং) অসুর বিশেষ। (গণেশপুরাণ)

ভাগিক (ত্রি) ভাগ (ভাগাদযশ্চ। পা ৪।১।৫৯) ইতি পক্ষে ঠন্। বৃদ্ধির জন্য দত্ত মুদ্রাদি, সুদ স্থির করিয়া যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়। "ভাগো বৃদ্ধ্যাদিরস্মিন্ দীয়তে ভাগ্যং ভাগিকং শতং, ভাগ্যা ভাগিকা বিংশতিঃ" (সিদ্ধান্তকৌ০)

ভাগিন্ (ত্রি) ভজ-ঘিনুণ্। ১ অংশবিশিষ্ট। (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৩) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"দুঃখানামেব পুত্রাহং বিহিতাত্যন্তভাগিনী।"
(গৌঃ রামা ২।৭।২০)

ভাগিনেয় (পুং) ভগিন্যা অপত্যং ভগিনী (স্ত্রাভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ভগিনীপুত্র। পর্য্যায় স্বস্রীয়, স্বস্রিয়। (শব্দরত্না০) ভগিনীপুত্র মুখ্য প্রতিনিধি, অর্থাৎ প্রতিনিধি দিতে হইলে ভাগিনেয়ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"ঋত্বিক্‌পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োহথ বিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি।" (তিথিতত্ত্ব)

ভাগিনেয় অবশ্যপোষ্যের মধ্যে গণনীয়। যেরূপ পুত্রাদিকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ভাগিনেয়কেও করা উচিত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাগিনেয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, কিন্তু শূদ্রের নিষেধ নাই।

"দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়সুতঃ কচিৎ॥"
(দত্তকচন্দ্রিকা)

ভাগিনেয়ের মৃত্যু হইলে মাতুলের পক্ষিণী অশৌচ হয় এবং মাতুলের মৃত্যুতেও ভাগিনেয়ের ঐরূপ অশৌচ হয়।
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

ভাগিনেয়ী (স্ত্রী) ভগিনী-ঢক্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভগিনীর কন্যা। চলিত ভাগ্নী।

ভাগীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ভাগীর-ঈয়সুন্, ইনোলোপঃ। অতিশয় ভাগযুক্ত। (হরিব০ ১৩১অ০)

ভাগীরথ (ভগীরথ) ভারতী, জনৈক পরিব্রাজক পরমহংস। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্থলপথে দক্ষিণাভিমুখে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে আসাম-সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে কাবুল, কান্দাহার,হিঙ্গলাজ ও খোরাসান এবং উত্তর-পথে হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ভোটদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চীনতাতারের অন্তর্গত য়ারকন্দ নগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি একদঙ্গলী গোঁসাইর জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক আরবদেশের মস্কট নগরে উপনীত হন। তথা হইতে পুনরায় সমুদ্রপথে মরিসস্ দ্বীপে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন-কালে তিনি আদেন ও মক্কা নগর পশ্চাতে রাখিয়া ১৭।১৮ দিন পরে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমোত্তরদেশে একটী পর্ব্বতের উপর জ্বালামুখী দর্শন করিয়াছিলেন *।

ভাগীরথী (স্ত্রী) ভগীরথস্যেয়ং অণ্ ঙীপ্। গঙ্গা, ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন, এইজন্য তাহাকে ভাগীরথী কহে।

"ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা।
ইত্যেব কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ গঙ্গোপাখ্যা॰)

[বিশেষ বিবরণ গঙ্গা দেখ]

ভাগীরথী, বঙ্গদেশে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর একটী শাখা। মুর্শিদাবাদ জেলার সুঁতী থানার অন্তর্গত ছাপঘাটী গ্রামের মূল-নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র বিধৌত করিয়া নবদ্বীপের নিকট এই নদী জলঙ্গীর সহিত মিশিয়াছে। তৎপরে হুগলী সংজ্ঞা লাভ করিয়া কলিকাতা রাজধানীর সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জলঙ্গী ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলার বাঁসলোই,পাগলা, চোরা, ডেকুরা,অজয় ও খেরী নামক কএকটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপ, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি নগর ভাগীরথীতীরে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে।

হিন্দুর নিকট এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীবারি পরম পবিত্র। পুরাণে সগরবংশের উদ্ধার জন্য সূর্য্যবংশাবতংস ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়নের যে কিম্বদন্তী আছে, এই পবিত্রসলিলা শাখা নদীর উপর তাহাই আরোপিত হইয়াছে। ভগীরথ বঙ্গদেশ দিয়া গঙ্গাদেবীকে লইয়া যান বলিয়া এখানে দেবনদী ভাগীরথী নামে গৃহীত হইয়াছেন। ভগীরথ কপিলশাপে ভস্মীভূত সগরবংশের প্রকৃত পথ দেখাইতে অসমর্থ হইলে গঙ্গা শতধা বিভক্ত হইয়া তাহাদের অন্বেষণে গমন করেন। এই জন্য ভাগীরথীর শতমুখী মোহানা নদীজালে বিজড়িত। এই নদীর মোহানা ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সাগরদ্বীপে সাগরযাত্রীগণ সগর-বংশের লীলাভূমি দর্শন করিয়া থাকেন।

২ উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় প্রবাহিত গঙ্গার অঙ্গ-ভূত নদীবিশেষ। গঙ্গোত্তরী শিখরের তুঙ্গভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়া গড়বাল রাজ্যের পার্ব্বতীয় বক্ষ জলসিক্ত করিয়া এই নদী দেবপ্রয়াগের নিকট অলকানন্দায় মিলিত হইয়াছে। অলকানন্দা হইতে ক্ষুদ্রকলেবরা হইলেও, হিন্দুগণ ইহাকেই ভগীরথ-আনীত পবিত্র বারিধারা বলিয়া স্বীকার করেন। অনেকের বিশ্বাস, এই ভাগীরথী অলকানন্দা-সম্মিলনে গুপ্ত-ভাবে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদের নিকট স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া ভাগীরথী নামে সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। [গঙ্গা দেখ।]

ভাগীরথী, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ। ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান গঙ্গোত্তরী-শিখরের অদূরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ৩০° ৫৬′ ৫″ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৮°৫৯′১″ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই শিখরভূমি ২১৩৯০ ফিট উচ্চ।

ভাগুণিমিশ্র, জলাশয়প্রতিষ্ঠা ও প্রসাদপ্রতিষ্ঠা নামক গ্রন্থ-দ্বয়-প্রণেতা।

ভাগুরি (পুং) ১ ভাগুরিস্মৃতিপ্রণেতা মুনিবিশেষ। কমলাকর ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক বৈয়াকরণ ও আভিধানিক, হলায়ুধ, ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।" (সিদ্ধান্তকৌ)

৩ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ (বৃ॰ স॰ ৪৮।২) পর্য্যায়—শতলুম্পক। (জটাধর)

ভাগোজীনায়ক, মহারাষ্ট্রদেশবাসী জনৈক ভীলসর্দ্দার, ভীলদলের নায়কতা গ্রহণ করিয়া ইংরাজবিদ্রোহী হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন উত্তরভারত সিপাহীবিপ্লবে আলোড়িত, ভাগোজী তৎকালে দক্ষিণভারতে বৈরনির্য্যাতনকল্পে অসি হস্তে লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন।

প্রথমে এই ভীলসর্দ্দার আহ্মদনগরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে পুলিসে কর্ম্ম করিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। এই সময়ে

* পরমহংস বলেন, ঐ পর্ব্বত রুমশাম দেশের নিকটবর্ত্তী। তুরুষ্কের নাম রুম ও সিরিয়ার পারসিক নাম শাম। সুতরাং ঐ জ্বালামুখীকে লিপারি-দ্বীপস্থ আগ্নেয় গিরি বলিয়া মনে হয়।

পার্শ্ববর্ত্তী ভীলরাজ্যেও বিদ্বেষাগ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে। পাছে নিজামরাজ্য হইতে ভীলগণ আসিয়া আহ্মদনগর আক্রমণ করে, এই ভয়ে ইংরাজগণ বিশেষ সতর্ক হইতে ছিলেন। উত্তর-ভারতের সিপাহীবিদ্রোহের ভাবীফল আশঙ্কা করিয়া অগ্রেই অস্ত্রত্যাগের জন্য সাধারণ্যে আদেশ হইল। ভাগোজী কারামুক্ত হওয়া অবধি প্রতিহিংসানলে জর্জ্জরিত হইতেছিল। মহাসাহসী ভাগোজীর এই সংবাদ ভাল লাগিল না। সে স্বীয় জন্মভূমি নান্দুর সিঙ্গোট-গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিদূরবর্ত্তী পুণা হইতে নাসিক যাইবার পথে দলবলসহ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার গম্ভীর প্রকৃতি তাহার শক্তির পরিচায়ক ছিল। একদিনে তাহার ছত্রতলে প্রায় ৫০ জন আত্মীয় আসিয়া জুটিল। তাহারা সকলেই ইংরাজনির্য্যাতনে সমুৎসুক।

এই সংবাদ ইংরাজমহলে পৌছিলে লেফ্‌টেনাণ্ট হেনরী খেচার ৫০টী মাত্র পুলিস সেনাসহযোগে তাহাকে দমনার্থ অগ্রসর হন। উভয় দলের সংঘর্ষে একটী খণ্ড যুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে ভীলদিগের হস্তে হেনরী প্রভৃতি কএকজনের মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া সমগ্র ভীল জাতিই তাহার সহিত আসিয়া যোগ দেয়। এইরূপে ক্রমে তাহার অধীনে প্রায় ৭ হাজার ভীল আসিয়া সমবেত হয়। উক্ত যুদ্ধে ১৪ দিন পরে (১৮ই অক্টোবর) আকোলার অন্তর্গত শামশেরপুর পর্ব্বতে ভাগোজীর সহিত ইংরাজ-সেনানী মেকনগি-পরিপালিত ২৬সংখ্যক পদাতিকদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধেও ইংরাজ পক্ষে লেফ্‌টনাণ্ট গ্রেহাম ও মিঃ চাপম্যান আহত হইয়াছিলেন।

একদিকে ভীলবিদ্রোহ-দমনের জন্য ইংরাজগণ যেরূপ ব্যাপৃত ছিলেন, অপর দিকে বিদ্রোহী দল সেইরূপ মত্ততার সহিত নাসিক, খান্দেশ ও নিজাম রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা সাধারণের হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা আহ্মদনগর-সীমান্তে পদার্পণ করে নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ভাগোজী ও হরজী নায়ক ভীল-সেনাদল লইয়া আহ্মদনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গম-নেরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অস্তোরাদর নামক স্থানে ভীল ও ইংরাজ দলে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভীলপক্ষে ভাগোজীর পুত্র যশোবন্ত হত ও কএকজন আহত হয়।

পুনরায় শীতের প্রারম্ভে ভাগোজী ভীলদল একত্র করিয়া কোর্হালা ও কোপরগাঁও লুণ্ঠন করে। এই সংবাদে ইংরাজ-সেনানী সুটাল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ক্রমাগত চৌদ্দদিন সহ্যাদ্রির কন্দরে কন্দরে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া পুনরায় আহ্মদনগরে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত বৎসর ১১ই নবেম্বর নাসিক জেলার অন্তর্গত সিন্নর উপবিভাগের মিঠসাগর গ্রামে ভাগোজীর সহিত ইংরাজসেনানী সুটারের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভাগোজী সদলে নিহত হয়। তাহার মৃত্যুর পর দু একটী ভীল-সম্প্রদায় তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইংরাজহস্তে শীঘ্রই উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল।

ভাগ্য (ক্লী) ভজ্যতেঽনেন ইতি ভজ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ (চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি কুত্বং। প্রাক্তন, শুভাশুভকর্ম্ম, পর্য্যায় দৈব, দিষ্ট, ভাগধেয়, নিয়তি, বিধি, প্রাক্তন-কর্ম্ম, ভবিতব্যতা, শুভাশুভ কর্ম্ম।

আমরা শুভ বা অশুভ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি না কেন, তাহার একটী সংস্কার আত্মাতে বদ্ধ থাকিবে, ঐকর্ম্ম জন্য সংস্কারই ভাগ্য বা অদৃষ্ট নামে খ্যাত। দান ও পুণ্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে ইহলোকে যশঃ ও খ্যাতি প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ ভাবে ঐ কর্ম্ম জন্য আত্মাতে বাসনা বা সংস্কার জন্মে, যাহা ভাবিকালে ফল প্রসব করিয়া থাকে। যখন যে পরিমাণে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম বা শুভাশুভ চিন্তা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই সংস্কার বা ভাগ্যরূপে পরিণত হয়, ঐ ভাগ্যানুসারেই মানব সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মরাশিই ইহজন্মের ফলদাতা, ইহজন্মের কর্ম্ম পরজন্মের ভাগ্য হয়, সামান্য বা বৃহৎ যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই করা যাউক না কেন, তাহাতে শুভাদৃষ্ট বা ভাগ্য হয়।

"সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥" (উদ্ভট)

ভাগ্যে যাহা হইবে, তাহার অন্যথা করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

২ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। "শ্রবণানিলহস্তার্দ্রা ভরণী-ভাগ্যোপগঃ সুতোঽর্কস্য।" (বৃহৎস০ ১০।১)

ভাগো বৃদ্ধাদিরস্মিন্ দীয়তে ইতি ভাগ-(ভাগাদ্ যচ্চ। পা ৫।১।৪৯) ইতি যৎ। (ত্রি) ৩ ভাগিক।

ভাগমর্হতি ভাগ-যৎ। ৪ ভাগার্হ। ভজ-ণ্যৎ। ৫ ভজনীয়।

ভাগ্যবৎ (ত্রি) ভাগ্য অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ভাগ্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ ভাগ্যবতী।

ভাগ্যভাব (পুং) ভাগ্যবিষয়ক শুভাশুভ বিষয়। জাতকের জন্ম লগ্ন হইতে নবম স্থানে ভাগ্যবিষয়ক শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। জাতকাভরণে লিখিত আছে—

"ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেয়ং বিহায় ভবনান্তরম্।
আয়ুর্বিদ্যা যশো বিত্তং সর্ব্বং ভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥
বিহায় সর্ব্বং গণকৈর্বিচিন্ত্যং ভাগ্যালয়ং কেবলমত্র যত্নাৎ।
আয়ুশ্চ মাতা চ পিতা চ বংশো ভাগ্যান্বিতেনৈব ভবন্তি ধন্যাঃ॥"

তনু প্রভৃতি অন্যান্য স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে ভাগ্যস্থান চিন্তা করা বিশেষরূপে আবশ্যক, যে হেতু আয়ু, বিদ্যা, যশঃ ও বিত্ত এ সকলই ভাগ্যাধীন। এই কারণে জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ অন্যান্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যত্নসহকারে ভাগ্যচিন্তা করিবেন। ভাগ্যধর ব্যক্তির জীবন, মাতা, পিতা ও বংশ সকলই ধন্য।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে নবম স্থানকে ভাগ্যালয় কহে। ঐ স্থানের অধিপতি শুভগ্রহ যদি তৎস্থান স্থিত হয়, কিংবা ঐ স্থানে উক্ত শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য স্বদেশোদ্ভব ভাগ্যফল ভোগ করে। আর যদি ঐ ভাগ্যস্থান অধিপতি ভিন্ন স্বীয় উচ্চ গৃহস্থ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে মানব দেশান্তরে ভাগ্যবান্ হয়। কিন্তু ক্রূরগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভাগ্যহীন হইয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। ভাগ্যেশ্বর যদি বলবান্ হইয়া ভাগ্যস্থানে কিংবা স্বগৃহে বিরাজ করেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের গ্রহসংস্থান বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ বিবেচনা করিবে। যাহার জন্মকালে লগ্নস্থ তৃতীয়স্থ ও পঞ্চমস্থ বলবান্ গ্রহের নবম স্থানে দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তি রূপবান্, বিলাসশীল ও বহু অর্থযুক্ত হয়। যে জন্ম কালে নবমস্থ গ্রহ স্বগৃহস্থিত হইয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক লক্ষিত হয়, সেই মনুষ্য ভাগ্যশালী ও কুলভূষণ হইয়া থাকে। নবমস্থ রবি এবং মঙ্গল যদি পূর্ণেন্দুযুক্ত ও বলবান্ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য স্বীয় বংশের মর্য্যাদানুসারে শুভ গ্রহের দশায় রাজমন্ত্রী কিংবা রাজা হয়। যদি কোন গ্রহ ভাগ্য স্থানে অবস্থিতি করে এবং গৃহ তাহার উচ্চ স্থান হয়, তবে ঐ মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী হয় এবং শুভ গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য বলবান্, বিলাসশীল এবং পতি হয়। এইরূপে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে হয়। (জাতকাভরণ)

ভাঙ্গ, মাদকতোৎপাদক শণজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, গাঁজার (Canabis sativa) সমশ্রেণী বলিয়া কথিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গাঁজা গাছ পুংস্ত্রীভেদে দুই প্রকার। পুংবৃক্ষগুলি ফুল-ভাঙ্গ নামে এবং স্ত্রীগুলি গুলভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। উহাদের পুষ্পাদি হইতে পরস্পরের স্বাতন্ত্র-লক্ষ্য করা যায়। এই গুলি পরিপক্ব হইলে তাহার পুষ্প বীজকোষ ও পত্রাদি সমেত শাখাগ্রবর্ত্তী পাতারকোঁড় হাতে চাপিয়া যে আটা পাওয়া যায়, তাহাই 'চরস' নামক মাদক দ্রব্য। জটা গাঁজা এবং পাতা সিদ্ধি বা ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। গঞ্জিকা বৃক্ষের সমশ্রেণীর একপ্রকার ঝাড়া বৃক্ষ দেখা যায়, তাহার পাকা পাতাই সিদ্ধি নামক দ্রব্য। কেহ কেহ ইহাকে বনসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। গাঁজার জটাসংলগ্ন পত্রগুলি গাঁজাপাতি সিদ্ধি নামে পরিচিত। [গাঁজা দেখ।]

বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গ শব্দ গাঁজা ও সিদ্ধি উভয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। হিন্দী—সবজা, সবজি, সিদ্ধি। বাঙ্গালা—ভাঙ্গ, সিদ্ধি। সংস্কৃত—ভঙ্গা। পঞ্জাব—ভঙ্গী, ভাঙ্গ বেঙ্ঘী, সব্জী। কাশ্মীরী—বঙ্গী। মহারাষ্ট্র—ভাঙ্গ, ঝাড়। দাক্ষিণাত্য—সিদ্ধি, গাঁজেকা ঝার। তামিল—ভঙ্গী-ইলাই। তেলগু—ভঙ্গীঅকু, কাণাড়ী-ভঙ্গী ভঙ্গীগীড়। পারস্য—দরখ্তে বঙ্ক, ব্রহ্ম—কেন্‌বিন্ এবং সিন্ধু—সুখো-সওলা।

এই বৃক্ষ হইতে জগতের হিতকর দুইটী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উহার দুইটাই মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। জটা ও পত্র হইতে যে গাঁজা ও সিদ্ধি নামক মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা মাদকতা-দোষ-দুষ্ট হইলেও ভেষজগুণে সাধারণের বিশেষ উপকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ভঙ্গার গুণ লিখিত আছে।

[ভঙ্গা ও সিদ্ধি দেখ।]

হিন্দুর প্রাচীন বেদাদিগ্রন্থেও ভাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে ইহা সোমের অঙ্গভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞে ঋষিগণ সোমের পরিবর্ত্তে ইহা পান করিতেন। ইহার ছাল হইতে শণ নামক এক প্রকার দড়ি প্রস্তুত হয়। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে তাহারও ব্যবহার ছিল। ঋগ্বেদান্তর্গত কৌশিকী ব্রাহ্মণের 'ভঙ্গাজাল' ও 'ভঙ্গশয়ন' শব্দ তাহারই পরিচয় দিতেছে। উক্ত গ্রন্থে ভঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত থাকায় দুই প্রকার বৃক্ষেরই অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে।

পুরাণাদিতে শিবের ভাঙ্গপানে রক্তনেত্রত্বের উল্লেখ আছে। দুর্গাপূজার বিজয়া-বরণের সময় দুর্গা দেবীর মুখে ভাঙ্গ ও পাণ দেওয়া হয়। যাত্রাকালে সিদ্ধি প্রদান করে বলিয়া ভাঙ্গের অপর একটী নাম সিদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার বিজয়াদশমীর দিন উহা দুর্গার প্রসাদী পবিত্র দ্রব্য বোধে সাধারণে পানীয় রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ দিন হিন্দু মাত্রেই গৃহে সমাগত বন্ধু ও কুটুম্বদিগকে সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া শুভালিঙ্গন করেন।

পূর্ব্বে গাঁজা ও চরস শব্দে উহার সেবনাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে। ভাঙ্গ (সিদ্ধি) নানামসলাদি সহযোগে পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সেবনে শোণিত ও শরীর

উষ্ণ, মস্তিষ্ক বিকৃত, মন একাগ্র, দুঃখের হ্রাস ও স্ফূর্ত্তির বিকাশ প্রভৃতি মাদকতা লক্ষণসমূহ একে একে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। মাত্রা মত সেবন করিলে ইহাতে কফ পিত্তাদি দোষ নাশ করে এবং উদরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

সাধারণতঃ মরিচ, মৌরি, এলাচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, পোস্তদানা, গোলাপপাতা, শসাবীজ, খরবুজাবীজ প্রভৃতি দ্রব্য যোগে ভাঙ্গ সেবনীয়। প্রাতে অল্প পরিমাণে ভাঙ্গ জলে ভিজাইয়া,বৈকালে তাহা উত্তমরূপে মর্দনপূর্ব্বক ধৌত করিবে। তৎপরে তাহা ঘোটনা (পাথরের বাটী বিশেষ) ও নিম্বের পেষণদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জল, কাচা দুগ্ধ, নারিকেল জল প্রভৃতি মিশ্রণে তরল করিয়া সেবন করা হয়। শর্করাযোগে সেবনই প্রশস্ত। উত্তরপশ্চিমের মুসলমান, রাজপুতসেনা, বৃন্দাবনের ব্রজবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে ভাঙ্গপানের প্রচার আছে।

ভাঙ্গক (ক্লী) ছিন্নবস্ত্র।

ভাঙ্গড় (দেশজ) সিদ্ধিখোর, যে ভাঙ্ অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সিদ্ধি প্রভৃতি সেবন করে। 'ভাঙ্গড়ের নামি যম' (অন্নদাম°)

ভাঙ্গড়মাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভাঙ্গড় নামক খা'লের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩৯´ পূঃ। এখানে চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। প্রতি বৎসর এখানকার মুসলমান সাধুর উদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভাঙ্গন দেশজ) ১ ভগ্নকরণ, নদ্যাদির স্রোতোবেগে বেলা ভূমির ধস ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিয়া যাওন। ২ ভাঙ্গা। ৩ ভিন্ন, চূর্ণীকৃত।

ভাঙ্গনবাটা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ভাঙ্গনি (দেশজ) ভঙ্গপ্রবণতা। ২ মুদ্রাদির বিনিময়।

ভাঙ্গান (দেশজ) ভেঙ্গে ফেলা। ২ কৃতবিনিময় মুদ্রাদি।

ভাঙ্গা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

ভাঙ্গা, অযোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটী নগর, রাপ্তী ও তাকলা নদীর অন্তর্ব্বেদীর উপর অবস্থিত। এখানে একটী বিস্তীর্ণ আম্রকানন আছে। ২ ফরিদপুরের একটী উপবিভাগ।

ভাঙ্গিযুঙ্গি (দেশজ) ১ ভাঙ্গপানে প্রমত্ত। ২ বিমূঢ়।

ভাঙ্গাসুরি (পুং) ঋতুপর্ণের বংশসম্ভূত রাজভেদ। (মহা° ৩ পর্ব্ব)

ভাঙ্গিন (ত্রি) ভঙ্গায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি (বিভাষাতিল-মাষোমা ভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪) ইতি পক্ষে খঞ। ভঙ্গাক্ষেত্র।

"এবং মাষ্যস্তু মাষীণং কৌদ্রব্যং কোদ্রবীণবৎ।
তথা ভাঙ্গ্যঞ্চ ভাঙ্গীনমুম্যমৌমীনমিত্যপি॥" (শব্দরত্না°)

ভাঙ্গিল (ক্লী) কাশ্মীরস্থ নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৭।৪৯৯)

ভাঙ্গিলেয় (পুং) ভাঙ্গিলদেশজাত মাত্র।

ভাজ, পৃথক্‌করণ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ°সক° সেট্। লট্ ভাজয়তি। লোট্ ভাজয়তু। লুঙ্ অবভাজৎ।

ভাজ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কার্লির রেল-ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। সন্নিকটবর্ত্তী শৈলোপরি ১৭টী গুহা-মন্দির ও চৈত্যাদি বিদ্যমান আছে। ঐগুলি বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দ মধ্যে) নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভাজক (ত্রি) ভজ-ণ্বুল্। ভাগকারক অঙ্কভেদ, বিভাজক, যাহা দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়।

ভাজকাংশ (পুং) ভাজকোংশঃ। গুণনীয়ক।

ভাজন (ক্লী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-পৃথক্ করণে ল্যুট্। ১ পাত্র। ২ আধার। ৩ যোগ্য। (মেদিনী)

"তস্মাজ্জিতাত্মা রাজা স্যাদ্ যুক্তদণ্ডো বিশেষবিৎ।
প্রজানুরাগাদেবং হি স ভবেদ্ভাজনং শ্রিয়ঃ॥"
(কথাসরিৎ° ৩৪।২০৫)

৪ আঢ়ক পরিমাণ। (বৈদ্যকপরি°)

ভাজনতা (স্ত্রী) ভাজনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাজনত্ব, যোগ্যতা। "আম্লাতপ্রবরগুণগণৈকান্তভাজনতয়া"(ভাগ° ৫।১।৬)

ভাজিত (ত্রি) ভাজ্যতে স্মেতি ভাজ-ক্ত। ১ পৃথক্কৃত। ২ বিভক্ত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ ভাগ।

ভাজিন্ (ত্রি) ভজ-সেবায়াং ণিনি। সেবক। (কামন্দকী)

ভাজী (স্ত্রী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-কর্ম্মণি-ঘঞ্, ভাজ (জানপদ-কুণ্ডগোনস্থলভাজনাগেতি। পা ৪।১।৪২) ইতি ঙীষ্। ব্যঞ্জন-বিশেষ। অন্যত্র ভাজা।

ভাজ্য (ত্রি) ভজ্যতে ভজ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। বিভজনীয়।

"ভাজ্যা হরঃ সুধ্যতি যদ্গুণঃ স্যাৎ" (লীলাবতী)

২ ভাগার্হ, ভাজনীয়।

ভাট, নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ। শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ, রাজাগমনকালে স্তুতি পাঠ প্রভৃতি ইহাদের কার্য্য। শ্রাদ্ধে দানগ্রহণ ও স্তুতিবাদহেতু ইহারা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গদেশে এই নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। ইঁহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ক্ষত্রিয়পিতা ও বিধবা ব্রাহ্মণী মাতা হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি। অপরের বিশ্বাস, যে ইহারা মনু-বর্ণিত মাগধ জাতিরই বংশধর হইবে। কাহারও মতে ভাট বৈশ্য পিতা এবং কায়স্থ মাতা

হইতে উদ্ভূত। আবার কোন কোন পণ্ডিত এরূপ বলেন যে, মহাদেব তদীয় বৃষ ও সিংহরক্ষার নিমিত্ত ভাটের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ভাট স্বীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ সিংহের হস্ত হইতে বৃষকে রক্ষা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইত না। সিংহ প্রত্যহই ষণ্ডের প্রাণ সংহার করিত। তদ্দর্শনে শূল-পাণি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ভাট অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ চারণের সৃষ্টি করেন। তদবধি সিংহ বৃষকে সংহার করিতে অকৃতকার্য্য হইল। মতান্তরে ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে দুইটী পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাকালী তাহাদিগকে পিপাসা-তুর দেখিয়া স্তন্য প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করেন। তাহাদিগের নাম মাগধ ও সুত। ইহারা যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। ইহাদিগের সন্ততি-গণ ভাট নামে অভিহিত।

মতান্তরে কালী রাক্ষসনিধনকালে তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ মানব-সমাজের সম্যক্ অবগতির জন্য স্বীয় স্বেদকণা হইতে ভাটের সৃষ্টি করেন। কাহারও মতে যে সকল নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ রাজ-সভায় এবং সেনাসহ সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তনপূর্ব্বক রাজা ও সৈন্যদিগকে উৎ-সাহিত ও উল্লাসিত করিত, বর্ত্তমান ভাটগণ তাহাদিগেরই বংশধর। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হইতে হস্তিনা-প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ইহাদিগের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। উক্ত মহাকাব্যে ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই কথিত। এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে ইহা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, নীচজাতিগণ ইহাদিগকে মহারাজ বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে; ইহারা স্ব স্ব প্রভুকে যজমান এবং আপনাদিগকে যজ্ঞযাজক বলিয়া থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, রাজপুত প্রভৃতি জাতি ব্যবসাহেতু ভাট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এই শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চারণগণ ভাটদিগের অনুরূপ। ইহাদের উৎপত্তি ও কার্য্যাদি ভাটদিগের ন্যায়। [চারণ দেখ]

উপরি উক্ত কিংবদন্তী ও ভাটদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা লইয়া অনুধাবন করিলে বোধ হয় যে, তাহারা উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে সমাজচ্যুত হইয়া নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা পূর্ব্ববর্ণিত মাগধাদি সঙ্কর বর্ণ হইতে রাজবংশানুকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা রাজপ্রসাদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তাহারা ক্রমে উচ্চ বর্ণের বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাহাই হউক, বাঙ্গালার ভাটগণ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত এরূপ উৎপত্তির কিম্বদন্তী স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, বাঙ্গালার আদিশূর কর্তৃক কনোজানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ-ধরগণ রাঢ়দেশে বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল যাগযজ্ঞবিহীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহাদের একতম শাখা যাঁহারা ঘটকতাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। বল্লালসেনের কৌলীন্যমর্য্যাদা গ্রহণে অস্বীকার করায় তাহারা বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। এইরূপ রাজানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হওয়ায় এবং বাঙ্গালার সীমান্ত দেশে নিরুপায় অবস্থায় আসিয়া পড়ায় ক্রমশঃই তাহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে এবং ক্রমশঃ শ্রাদ্ধাদি হেয় দানগ্রহণে বাধ্য হইয়া তাহারা এইরূপ নিকৃষ্ট বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাস্তবিক এখনও শ্রীহট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগের সহিত একত্র ভোজন করে, কিন্তু ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহারা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য। তথায় ইহারা ছত্রাদি প্রস্তুত করিয়া উদর পূর্ত্তি করে।

ইহারা ভরদ্বাজ, বিরম, দশৌন্ধি, গজভীম, যাগ, কেলিয়, মহাপাত্র, রায় ও রাজভাট এই নয়টী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। উপশাখার মধ্যে বুলন্দ সহরের সপহর, মথুরার বড়বার, এতাবার, আটশৈল ও বর্ব্ব, কানপুরের লাহোরি; আলাহা-বাদের গঙ্গবর; গাজিপুরের বন্দীজন, আজমগড়ের লখৌ-রিয়া; উনাও ও সীতাপুরের কনৌজিয়া; রায়-বরেলির আমলখিয়া, ফৈজাবাদের আটশৈল, বন্দীজন দক্ষিণবার ও গঙ্গবর, গোণ্ডার বশরিয়া, সুলতানপুরের গা, গঙ্গবার, মধু-রিয়া ও রাণা; প্রতাপগড়ের গধ্ব, গঙ্গবার ও জুঝহৈন ও বার বাঙ্কির বসোধীয়া প্রভৃতি নানা উপশাখায় বিভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জাতিতত্ত্ববিদ্ এলিয়টের মতে, ভাট ও যাগ জাতি এক। কার্য্যের বিশেষত্ব হেতু ইহারা বরমভাট বা বাদী, যাগ-ভাট ও রাজভাট নামক সংজ্ঞায় অভিহিত। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভাটগণ নিয়োজিত হয়। শেষোক্ত ভাটগণ বিবাহ কিম্বা নিমন্ত্রণে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ গান করে এবং প্রত্যেক বংশের ধারাবাহিক তালিকা রাখিয়া থাকে। তাহারা দুই বা তিন বৎসরের পর স্ব স্ব যজমানদিগের নিকট গমন করে এবং তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ও জন্মমৃত্যুর বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যজমানগণের অবস্থানুরূপ তাহাদের নিকট অর্থ, পশু ও বস্ত্রাদি লইয়া প্রত্যাগমন করে। রাজপুতনা ও দিল্লী অঞ্চ-লের সন্ধিস্থলে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী দ্বারনগর ও অযোধ্যার উত্ত-

রাংশে ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান। রোহিলখণ্ডে গৌড় ব্রাহ্মণেরাই ভাটের কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাদিগকে প্রধানতঃ আঠশৈল,মহাপাত্র, কেলিয়া, মৈনপুরীবাল, জঙ্গির, ভটর ও দশৌন্ধি এই সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিলে চৌরাশী জাতীয় প্রভৃতি থাক কোন ক্রমেই ইহার অন্তর্গত করা যায় না।

যে সকল ভাট মুসলমান প্রাদুর্ভাবে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহারা তুর্কভাট বা মুসলমান ভাট নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে তাহারা মুসলমানের ন্যায় ক্রিয়াশীল হইলেও তাহারা পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত বংশানুকীর্ত্তনপ্রথা পরিত্যাগ করে নাই।

বিবাহপদ্ধতি।—উচ্চ জাতির ন্যায় ইহাদিগের গোত্রানুসারে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। মীর্জাপুর প্রভৃতি স্থানে ভগিনীর কন্যা, পিতৃষসার কন্যা, শ্যালককন্যা ও মাতুলকন্যাসহ এবং সগোত্রে বিবাহ হয় না। স্ত্রীর ভগিনী জ্যেষ্ঠা না হইলে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। সচরাচর অল্প বয়সেই যথাসাধ্য যৌতুক দিয়া কন্যাগণকে পাত্রস্থ করা হয়। পিতা সঙ্গতিপন্ন না হইলে অধিক বয়সেও কখন কখন কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। দরিদ্র পিতা শুল্ক গ্রহণ করিলেও পণগ্রহণপ্রথা সমাজে অপবাদজনক। বিধবাবিবাহ ও নিঃসন্তান ভ্রাতৃজায়া-বিবাহ নিষিদ্ধ।

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ও কন্যাদান সময়ে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু আইনানুসারে উত্তরাধিকারিগণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বর্ত্তমান থাকিলে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

মুসলমান ভাটগণ 'তুর্কভাট' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বাঞ্চলের মুসলমান ভাটগণ বলে যে, তাহারা রাজা চেৎসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিত। জোনাথান ডনকান সাহেব হিংসাপরতন্ত্র হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং পশ্চিমদেশবাসিগণ সাহেব-উদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতিরই আচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহারা হিন্দুদিগের ন্যায় বিবাহকালে পুরোহিত দ্বারা হিন্দুপ্রথানুরূপ কন্যাদান কার্য্য সম্পন্ন করে। তৎপরে তাহারা মুসলমানকাজী দ্বারা নিকা প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া থাকে। মুসলমান ভাটগণ ধনীদিগের গৃহে গান বাদ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুরীদিগের মধ্যে যাগ, কাঞ্জরীগণ, ধাবাণী, রাজভাট ও বন্দীজন উপশাখা দৃষ্ট হয়। তাহারা বালকগণের ত্বক্‌চ্ছেদ ও মৃতদেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত করিলেও হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

হিন্দুভাটগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রচলিত হিন্দুদেবদেবী ভিন্ন তাহারা বড়বীর, মহাবীর ও শারদার আরাধনা করিয়া থাকে। বৈশাখসংক্রান্তিতে রন্ধনশালায় লাড্ডু ও হোম দ্বারা গৌরীপতি অর্থাৎ শিবের অর্চনা করা হয়। বৈশাখ মাসের মঙ্গলবারে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক লাড্ডু, উপবীত, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা মহাবীরের পূজা হইয়া থাকে। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহারা ভবানী দেবীর আরাধনা করে।

ভাট (পুং) ১ বর্ণসঙ্করজাতি বিশেষ। ২ স্তুতিপাঠক। ৩ রাজদূত।

ভাটক (পুং ক্লী) ভাটতীতি ভট পোষণে ণ্বুল্। ব্যবহারার্থ দত্তশকটাদি লভ্য ধন। (হলায়ুধ) চলিত ভাড়া।

"পরভূমৌ গৃহং কৃত্বা ভাটয়িত্বা বসেত্তু যঃ।
স তদ্ গৃহীত্বা নির্গচ্ছেত্তৃণকাষ্ঠেষ্টকাদিকম্॥" (কাত্যায়ন)

ভাটকল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কাণাড়া জেলার অন্তঃপাতী হোনাবার মহকুমার অন্তর্ভূত একটী প্রাচীন সহর। ইহার পূর্ব্বতন নাম মণিপুর। খৃঃ চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নগর বটিকল, বটিকল প্রভৃতি নামে পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর নিকট বিখ্যাত ছিল। অক্ষা০ ১৩°৫৯´ উঃ, দ্রাঘি ৭৪° ৪´ ৩৪´´ পূঃ।

পূর্ব্বকালে এই নগর চাউল ও চিনির বাণিজ্য জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গোয়া, অরমুজ প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ এই স্থানে সর্ব্বদা বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এই নগরে একটী কুঠী সংস্থাপন করেন। কিন্তু গোয়ানগর অবরোধের পর হইতে তাঁহারা এই স্থানের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে এই স্থানে দুইটী এজেন্সি সংস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কাপ্তেন হামিল্টন বলেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থানে অনেক হিন্দু ও জৈন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল।

ভাটকুলী, অমরাবতী জেলার একটী নগর। এই নগর অমরাবতী সহর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ভাটনের, হনুমানগড় জেলার অন্তঃপাতী একটী সহর। এই স্থানের গিরিদুর্গ ইতিহাসে বিখ্যাত। রাজস্থানপ্রণেতা টড এবং কাপ্তেন পাউনেট প্রভৃতি মহাশয়গণ এই দুর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ই-হিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে,সুলতান মাহ্মূদ ১০০১ খৃঃ

অব্দে ভারত আক্রমণ-কালে এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজস্থানে লিখিত আছে যে, এই দুর্গ তৈমুর লঙ্গ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি স্ববংশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের হস্তে ঐ দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু ভট্টিগণের নিকট পরাস্ত হইয়া মোগলেরা এই দুর্গ পরিত্যাগ করে। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খেৎসিং কোন্ধালৎ সদাছায়ল-রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়া ভাটনের পুনরধিকার করিয়া লয়। ১৫৪৯ খৃঃ অব্দে হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান খেৎসিংহ ও পাঁচ হাজার রাজপুতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই দুর্গ জয় করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিকানের-রাজ জেৎসা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে ফিরোজ ছয়াল তদ্বিরুদ্ধে পুনরায় এই দুর্গ হস্তগত করিলে রাও জেৎসা স্বীয় তনয়কে প্রেরণ করেন। ঐ পুত্র মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করে।

সম্বৎ ১৮১৬ অথবা ১৮১৭ অব্দে হোসেন মাহ্মূদ নামক একজন ভট্টিনেতা এই নগর জয় করিবার স্বল্প সময় মধ্যে পরাজিত হয়েন। সম্বৎ ১৮৬১ অব্দে বিকানীর-সেনাগণ বহু কষ্টের পর এইস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে জর্জ টমাস কর্ত্তৃক এই দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অধিক দিন ইহা স্বাধিকারে রাখেন নাই। পরিণামে এই দুর্গ বিকানীর-রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। এই সহর এখন হনুমানগড় নামে প্রসিদ্ধ।

ভাটনগর, উঃ পঃ প্রদেশবাসী লালা কায়স্থগণের একটী শাখা। বিকানীর রাজ্যের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হনুমানগড় জেলার অন্তর্গত ভাটনের বা ভাটনগরে বাস হেতু তাহারা এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। লালা কায়স্থের মধ্যে ইহারা বিশিষ্ট হিন্দু, ব্রাহ্মণসেবায় ইহাদের বিশেষ অনুরাগ।

ভাটপুর, অযোধ্যার অন্তর্গত হরসাহি জেলার একটী গ্রাম। ইহা গোমতী নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত।

ভাটশোলা (ক্লী) জলজাত তন্নামক উদ্ভিদ্ বিশেষ (Æschynomene Paludosa)

ভাটশালিক (দেশজ) শালিকপক্ষিবিশেষ। [শালিক দেখ]

ভাটা, (দেশজ) নদ্যাদির স্বাভাবিক স্রোত। নদীর স্রোত যখন সমুদ্রের দিকে যায়, তখন ভাটা হয়। [জোয়ার ভাটা দেখ]

ভাটি, (দেশজ) রজকেরা কাপড় কাচিবার জন্য ক্ষার মাখাইয়া রাখাকে ভাটি কহে।

ভাটি, (ভট্টি) রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহারা চন্দ্রবংশীয় যদু-কুলসম্ভূত। প্রবাদ আছে যে ভাটিগণ অতি প্রাচীনকালে তাহাদিগের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুস্থলী ও গজনীতে রাজ্য সংস্থাপন করে। তদনন্তর রুমের বাদশাহ এবং খোরাসানাধিপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভাটি নামক নেতার অধীনে ইহারা পুনর্ব্বার সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। দুশাল ও জয়শাল নামক ভাটির দুইটী পুত্র ছিল। জয়শাল হইতে জশলমীর রাজ্যের সৃষ্টি হয়। দুশাল ভাটিয়ানায় স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। জাঠ ও বত্তু শাখা দুশাল হইতে উৎপন্ন।

রাঠোর জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে জশলমীর রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। জশলমীর রাজগণ ভাটিবংশীয়। পঞ্জাবের প্রায় সর্ব্বত্র এই জাতির বসতি আছে। কিন্তু ভট্টিয়ানার অন্তর্গত ভাটনের নগর ইহাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জাট ও ভাটিগণ অধুনা এরূপ মিশ্রিত যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদিগের মধ্যেও বত্তু ও জইমবর প্রভৃতি উপশাখা আছে। ভাটিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমান-অধিকার সময়ে অনেকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাটিগণ উচ্চবংশীয় রাজপুতদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া থাকে।

ভাটি, সুন্দরবনের যে অংশ হিজিলি পরগণা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্ত্তী, উহা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক ভাটি নামে অভিহিত হইয়াছে। অক্ষাং ২০° ৩০´ হইতে ২২° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৮৮° হইতে ৯১° ১৪´ পূঃ। জোয়ারের সময় জল প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় জাগিয়া উঠে বলিয়া উহাকে 'ভাটি' কহে। বর্ত্তমান সময়ে সুন্দরবনের যে অংশ বাখরগঞ্জ এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত, তাহা 'ভাটি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাটিয়া, রাজপুত জাতিভেদ। প্রধানতঃ মথুরা, সিন্ধু, গুজরাত, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বোম্বাই, কচ্ছ, পঞ্জাবের সিন্ধু ও তৎশাখাতীরস্থ প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের কতিপয় স্থানে ইহাদিগের বাসস্থান। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মথুরার ভাটিয়াগণ ভাটিসিংহকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। পুরাণোল্লিখিত যদুবংশধ্বংসকালে ওধু ও বজ্রনাভ নামধেয় দুইজন যাদব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বজ্রনাভ কিয়ৎকাল রাজা বানাসুরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। তৎপরে মহারাজাধিরাজ পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ, মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জীবনরক্ষার প্রতিদানস্বরূপ, অসহায় বজ্রনাভকে মথুরা ও ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যপ্রদান করেন। বজ্রনাভ ও তদ্বংশীয় অশীতি জন নরপতি নির্ব্বিঘ্নে মথুরা নগরীতে রাজত্ব করেন। যদুবংশীয় শেষ রাজা জয়সিংহের রাজত্বকালে বয়ানাধীশ্বর অজয়পাল, মথুরা

আক্রমণ করিয়া জয়সিংকে পরাজিত ও নিহত করেন। বিজয়পাল, অজয়রাজ এবং বিজয়রাজ নামক জয়সিংহের তিনপুত্র কনৌজে পলায়নপূর্ব্বক তথায় একটী রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের কলহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা করৌলির নিকটবর্ত্তী এক ভয়াবহ জঙ্গলে গমন করিয়া দেবী অম্বা-মাইর আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাদিগের অর্চ্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তাঁহারা রাজ্যলাভ বর প্রার্থনা করেন। অতঃপর দেবীর আদেশে অজয়রাজ ভট্টিসিংহ নামধারণপূর্ব্বক জশলমীর রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্তু জশলমীরের প্রচলিত কিম্বদন্তীর সহিত উল্লিখিত মথুরা-প্রবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যাদবগণ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দুই পুত্র সিন্ধুতীরে উপনিবাস স্থাপন করেন। তদনন্তর উহার দিগের মধ্যে শালিবাহন নামক একব্যক্তি পঞ্জাব জয় করিয়া তথায় স্বীয় নামানুসারে একটী নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে উহারা গজনীরাজ সুলতান মাহ্মুদ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া জশলমীরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

এরূপ কথিত আছে যে,ভাটিয়াগণ পাশ্চাত্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়া অবস্থান করিলে রাজপুতগণ তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে অস্বীকার করেন। তজ্জন্য উহারা মুলতানে একটী সভা আহ্বান করেন এবং অনেক বাদানুবাদের পর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, পাত্র ও পাত্রী পূর্ব্বপুরুষ হইতে ৪৯ পুরুষ ব্যবধানে স্বগোত্রীয় হইলেও পরস্পরে বিবাহ চলিতে পারে। এইরূপ বংশ-ব্যবধানে তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র নুখ বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও একনুখ্ মধ্যে হইতে পারে না। ঐ সমস্ত থাকের নামকরণ কোন কোন ব্যক্তি বা নগর অথবা ব্যবসার নামানুসারে হইয়াছিল। সপ্তগোত্রে সর্ব্ব শুদ্ধ ৮৪ নাম আছে।

ভাটিয়াগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং হিন্দু রীত্যনুসারেই ইহাদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে কুলাচার্য্যের আবশ্যক হয় না। বরকন্যার পিতা অথবা অভিভাবকগণই বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির করেন। কন্যার পিতা মনোনীত ভাবী জামাতার নিকট কিঞ্চিৎ শর্করা, একটী টাকা ও একটী নারিকেল প্রেরণ করেন। ইহাকে 'সগুন' বলে। এই সমস্ত দ্রব্য তাহার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের সমক্ষে তাহাকে প্রদান করা হয়। এইরূপে পাকা দেখা হইলে আর বিবাহের কোন বাধা জন্মিতে পারে না। কিন্তু যদি বর অথবা কন্যার কোন অঙ্গহানি থাকে, তাহা হইলে বিবাহ হয় না। বালিকাদিগের দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা, রোগগ্রস্ত অথবা ব্যভিচারিণী না হইলে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে ইহারা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে না। অসতী স্ত্রী ও পরদারাসক্ত পুরুষদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া থাকে।

ভাটিয়াগণ প্রায় ব্যবসায়ী। ইহারা কৃষিকার্য্য, চাকরী ও দোকানদারী প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ভাটিয়াধান (দেশজ) এক প্রকার ধান্য।

ভাটিয়ারা, * (ভাঠিয়ারা) সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্গামী খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়কারী জাতিবিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী মুসলমান। সরাই প্রভৃতিতে পাচকবৃত্তি ও তামাক প্রভৃতি বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা আপনাদিগকে শেরশাহ-পুত্র সেলিম শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন কর্ত্তৃক শেরশাহের পরাজয়ের পর ইহারা দৈন্যদশায় উপনীত হওয়ায় দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত প্রবাদ-মূলে যাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের মধ্যে শেরশাহী ও সেলিমশাহী নামক দুইটী থাক বিদ্যমান থাকায় অনুমান হয় যে, ইহারা ঐ প্রবাদ অবলম্বনে দুইটী থাকের উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে।

অপর একটী কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ইহারা হিন্দু ভাটি জাতি হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর বর্ত্তমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাটিয়ারা ও হরিচারা নামে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। বেশভূষার পার্থক্য হইতে ইহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু ইহাদের মধ্যে প্রায় ৫২টী শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। কালে ভাটি জাতি অথবা অন্য শ্রেণীর হিন্দুগণ যে ইহাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভীল, চৌহান, জালক্ষত্রী মুখেরী, নামবাঙ্গী প্রভৃতি হিন্দুনামধেয় শ্রেণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইহারা সকলেই সুন্নীসম্প্রদায়ী মুসলমান। গাজীমিঞা ও পাচপীরের উপর ইহাদের অচলা ভক্তি আছে। মৃতদেহ-সমাধির পর প্রেতাত্মার কুশলপ্রার্থনার জন্য ইহারা তৃতীয় দিবসে 'তীজ' ও চত্বারিংশ দিবসে 'ছেহলম্' নামে উৎসব করিয়া থাকে। বিবাহের শুভ দিন নির্দ্দেশের জন্য ইহারা পূর্ব্বে

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সংস্কৃত ভৃষ্টকার শব্দের অপভ্রংশে তাহাদের বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইত, কিন্তু এখন প্রায় সকল কার্য্যই মুসলমানী প্রথায় আচরিত হইয়া থাকে। শেরসাহী ও সেলিমশাহী রমণীগণ ব্যভিচারদোষে দুষ্ট। সরাই মধ্যে যাত্রীদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিতে ইহারা বিশেষ পটু।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডস্থিত সরাই গুলি প্রায়ই এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের দ্বারা রক্ষিত। ইহারা সরাই মধ্যে পথিককে শুইবার ঘর এবং খাদ্য ও রন্ধনাদির উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুর প্রদেশের পশ্চিমবাসী ভাঠিয়ারীগণ 'মহীগীর' নামে খ্যাত। ইহারা মৎস্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ভাটিয়ারী, রাগিণীবিশেষ। ইহা সংস্কৃত মতানুযায়ী প্রাচীন রাগিণী নহে। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি ইহার সঙ্কলন করেন, এইজন্য ইহা ভর্ত্তৃহারিকা, ভটিয়ারী বা ভাটিয়ারী নামে প্রসিদ্ধ।

এই রাগিণী ললিত ও পরজযোগে উৎপন্ন। সা বাদী, ম সম্বাদী, স্বরগ্রাম—

"ঋ গ ম প ধ নি সা ::" (সঙ্গীতরত্না•)

ভাটী (দেশজ) নদীর স্বাভাবিক স্রোত।

ভাটীবেলা (দেশজ) ভাটীর সময়।

ভাটুই (দেশজ) এক প্রকার তৃণ।

ভাটুয়াঘোড়া (দেশজ) ক্ষুদ্র ও ক্ষীণবল অশ্বজাতি বিশেষ। চলিত বেটো ঘোড়া।

ভাটা, (ভাটিয়া) দাক্ষিণাত্যবাসী বণিক্‌সম্প্রদায় বিশেষ। ভাটিজাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা সর্ব্বতোভাবে হিন্দু, সকলেই নিরামিষভোজী, মদ্য মাংস বা মৎস্যভোজন ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, গোপাল, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসক, অপরে শৈব। দেবদ্বিজে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। স্থানীয় সকল দেবতা-বিগ্রহের প্রতি ইহারা বিশেষ শ্রদ্ধাবান্।

ভাড়ভূত, (ভারভূত) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভরোচ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। নর্ম্মদার উত্তরকূলে অবস্থিত। এখানে ভারভূতেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে ২০ বৎসর অন্তর একটী মহা মেলা হয়। ঐ মেলা প্রায় এক মাস কাল থাকে। সেই সময়ে লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়। এথানকার দেবমন্দিরের ব্যয়কল্পে গবর্মেণ্টের দান আছে।

ভাড়া (দেশজ) কেরায়া, যে কোন দ্রব্য ক্রয় না করিয়া কিঞ্চিৎ পণ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য লওয়াকে ভাড়া লওয়া কহে। যেমন গাড়ীভাড়া, বাটীভাড়া।

ভাড়াট্যা (দেশজ) ভাড়াটিয়া, যাহারা ভাড়া করিয়া লয়।

ভাণ (পুং) ভণ্যতে হৃত্রেতি ভণ-অধিকরণে ঘঞ্। নাটকাদি দশরূপকের অন্তর্গত রূপক বিশেষ। ইহার লক্ষণ—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, হাস্যরসপ্রধান। ধূর্ত্তের চরিত্র নানা অবস্থার সহিত ইহাতে বর্ণনা করিতে হয়। নিপুণ, পণ্ডিত বা বিট ইহাতে নায়ক হইবে। আকাশভাষিত দ্বারা উক্তি প্রত্যুক্তি হইবে। শৌর্য্য ও সৌভাগ্যবর্ণন দ্বারা বীর ও শৃঙ্গার রস সূচিত হইবে। কৌশিকী বৃত্তি দ্বারা ইহার বর্ণনা করিতে হয়। * [নাটক দেখ।]

৩ কপট, ব্যাজ। ৪ জ্ঞান, বোধ।

ভাণক (পুং) ভাণ এব স্বার্থে কন্। ভাণ

ভাণকস্থান (ক্লী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত স্থানভেদ।

ভাণিকা (স্ত্রী) ভাণ, এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান নাটক।

ভাণ্ড (ক্লী) ভণ্যতে ভণতি বেতি ভন্‌শব্দে (ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ইতি ড, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ পাত্র। চলিত ভাঁড়।

"হৃত্বা তু কাঞ্চং ভাণ্ডং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।"

(ভারত ১৩।১১।১০৩)

মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, বাহকের দোষে যদি ভাণ্ড নষ্ট হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। যদি উহা দৈবকৃত বা রাজকৃত হয়, তাহা হইলে কিছুই দিতে হয় না।

"অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাণ্ডং দাপ্যস্তু বাহকঃ।
প্রস্থানবিঘ্নকৃচ্চৈব প্রদাপ্যো দ্বিগুণাং ভৃতিম্।
ভাণ্ডং ব্যসনমাগচ্ছেৎ যদি বাহকদোষতঃ।
দাপ্যো যৎ তত্র নশ্যেত্তু দৈবরাজকৃতাদৃতে॥" (মিতাক্ষরা)

২ বণিকের মূলধন। ৩ ভূষা। ৪ অশ্বভূষা। (মেদিনী) ৫ নদীকূল দ্বয় মধ্য। (হেম)

ভণ্ডতে ইতি ভড়ি-অচ্, ভণ্ডস্তস্য ভাবঃ ইত্যণ্। ৬ ভণ্ড বৃত্তি। চলিত ভাঁড়ামি। (অজয়পাল) (পুং) ৭ গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ। (শব্দচ•)

ভাণ্ডক, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটা নগর। চান্দানগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা•

* "ভাণঃ স্যাদ্ধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ॥
রঙ্গে প্রকাশয়েৎ স্বেনানুভূতমিতরেণ বা।
সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্য্যাদাকাশভাষিতৈঃ॥
সূচয়েদ্বীরশৃঙ্গারৌ শৌর্য্যসৌভাগ্যবর্ণনৈঃ।
তত্রেতি বৃত্তমুৎপাদ্য বৃত্তিঃ প্রায়েণ ভারতী॥
অত্র আকাশভাষিতরূপং পরবচনমপি স্বয়মেবানুবদন্ উত্তরপ্রত্যুত্তরে কুর্য্যাৎ শৃঙ্গারবীররসৌ চ সৌভাগ্যবর্ণনয়া সূচয়েৎ।" (সাহিত্যদ• ৬ পরি•)

২৮°৬৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৯´১৫″ পূঃ। এই নগরের পশ্চিমাংশে একটী সুপ্রাচীন জঙ্গল আছে। উহা ভতালা হইতে ঝরপং পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রবাদ, এখানে মহাভারতোক্ত ভদ্রাবতী নগরী স্থাপিত ছিল। ভীমসেন এখানে যুদ্ধ করিয়া যুবনাশ্ব-রাজের সঙ্কর্ণ নামক যজ্ঞীয় হয় অপহরণ করিয়া লইয়া যান। লোকে দিবালা পর্ব্বতে এখনও ভীমের পদচিহ্ন দেখাইয়া থাকে।

ভাণ্ডকের গুহামন্দির এবং দিবালা ও বিন্ধ্যাসন পর্ব্বতের মন্দিরাদি, গিরিদুর্গসমূহ, ভদ্রাবতীর মন্দির, রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষভিত্তি, নিকটস্থ হ্রদোপরিস্থ সেতু ও বহু শত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে ইহার সে সমৃদ্ধি অপহৃত হইয়াছে।

জৈন হরিবংশে এই প্রাচীন নগরের উল্লেখ আছে। ইহা প্রাচীন কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম্ ইহাকে শিলালিপিকথিত বাকাটক রাজ্য বলিয়া কল্পনা করেন। পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এখানে পার্শ্বনাথ, বদরীনাথ ও চণ্ডীদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। এখানকার বিন্ধ্যাসনে এখনও অনেকগুলি সুপ্রাচীন বৌদ্ধগুহামন্দিরের ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়।

ভাণ্ডক, ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, ছোট ছোট ভাড়।

ভাণ্ডগোপক (পুং) বৌদ্ধ সংঘারামাদিতে যাহারা ভাণ্ডাদি রক্ষা করে, বৌদ্ধভাণ্ডারী।

ভাণ্ডপতি (পুং) বণিক্, ব্যবসাদার। (রাজতর° ৬৷৩৭)

ভাণ্ডপুট (পুং) ভাণ্ডে পুটো যস্য। নাপিত। (জটাধর)

ভাণ্ডপুষ্প (পুং) সর্পবিশেষ। পর্য্যায়—কোকুটকন্দল। (ত্রিকা°)

ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক (ক্লী) ১ বিনিময়, এক দ্রব্য দিয়া অন্য দ্রব্য গ্রহণ। বাটা দিয়া দ্রব্যের বিনিময়।

২ লীলাবত্যুক্ত অঙ্ক বিশেষ। ইহার নিয়ম এইরূপ, বিনিময় প্রক্রিয়ার ফল ত্রৈরাশিক অনুসারে ও অপেক্ষাকৃত সহজে নির্ণীত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিষয়ে বহুরাশিকের সহিত এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। বিশেষ এই যে, উভয় শ্রেণীর ফল ও হর বিনিময়ের ন্যায় ইহাতে মূল্যেরও পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

"তথৈব ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডকে বিধি-
র্বিপর্য্যয়স্তত্র সদা হি মূল্যে।" (লীলাবতী)

নিম্নে ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

৩০০ আনারসের মূল্য ১৬৲ টাকা, ৩০ আম্রের মূল্য ১৲ টাকা, ১০টী আনারসের পরিবর্ত্তে কয়টী আম্র পাওয়া যায়।

		পরিবর্ত্তন	
৩০০	৩০	৩০০	৩০
১৬	১	১	১৬
১০	—		১০
			গুণফল

$$\frac{৩০০ + ৪৮০০}{\text{ভাগফল} \quad ১৬}$$

অথবা ৩০০ আনারসের দাম যদি ১৬ টাকা হয়, তাহা হইলে ১০টীর দাম কত হইবে? ইহাতে ১০টী আনারসের দাম $\frac{১৬ \times ১০}{৩০০} = ৮\frac{৮}{১৫}$ আনা জানা গেল; পুনশ্চ ৩০টী আম্রের মূল্য ১৲ টাকা হইলে ঐরূপ প্রক্রিয়ায় ১টী আম্রের মূল্য ২ $\frac{২}{১৫}$ পয়সা হইবে। এখন দেখা যাউক, ১টী আম্রের মূল্য ১০টী আনারসের মধ্যে কয়বার আছে:—

$$৮\frac{৮}{১৫}\text{আনা} \div ২\frac{২}{১৫} = \frac{১২৮ \times ৪}{১৫} \times \frac{১৫}{৩২} = ১৬$$

সুতরাং দশটী আনারসের পরিবর্ত্তে ১৬টী আম্র পাওয়া যাইবে। (লীলাবতী)

ভাণ্ডভাজক (পুং) বৌদ্ধ মঠাদিতে ভাণ্ডবিভাগকারী।

ভাণ্ডমূল্য (ক্লী) ১ ভাণ্ডই মূলধন। ২ ভাঁড়ের মূল্য।

ভাণ্ডল (ত্রি) ভাণ্ডং লাতি লা-ক। ভাণ্ডগ্রাহক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

ভাণ্ডব (ত্রি) ভাণ্ডোরন্দ্রাদি অণ্। ভণ্ডুসমীপাদি।

ভাণ্ডশালা (স্ত্রী) ভাণ্ডানাং শালা। ভাণ্ডাগার, ভাঁড়ার।

ভাণ্ডাগার (পুং) ভাণ্ডানাং পাত্রাদীনামাগারঃ। গৃহবিশেষ, চলিত ভাঁড়ার, পর্য্যায় মন্থর। (শব্দমালা)

"ভাণ্ডাগারায়ুধাগারান্ যোধাগারাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
অশ্বাগারান্ গজাগারান্ বলাধিককরাণি চ॥"
(ভারত ১২৷৬৯৷৫৪)

ভাণ্ডাগারিক (পুং) ভাণ্ডাগারে নিযুক্তঃ (অগারান্তাট্ঠন্। পা ৪৷৪৷৭০) ইতি ঠন্। ভাণ্ডারী, ভাণ্ডাগারে নিযুক্ত।

ভাণ্ডাপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৫৷২৩১)

ভাণ্ডায়নি (পুং) ভাণ্ড ঋষির গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডার (ক্লী) ভাণ্ডং তদাকারমৃচ্ছতি ঋ-অণ্, উপপদ সমাস। গৃহভেদ, ভাঁড়ার ঘর।

ভাণ্ডারা, নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। মধ্যপ্রদেশের চিফ্-কমিসনরের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শিওনি ও বালাঘাট, দক্ষিণে চান্দা, পূর্ব্বে রায়পুর এবং পশ্চিমে নাগপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৩৯২২ বর্গ মাইল। ভাণ্ডারা নগরে জেলার বিচার-বিভাগ স্থাপিত।

এই জেলার পশ্চিমাংশ বেণগঙ্গাতট পর্য্যন্ত সমতল। এখানে

চাসবাসের সুবিধাও আছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিক্ নিবিড় জঙ্গলাবৃত গণ্ডশৈলে আচ্ছন্ন। গোঁড় প্রভৃতি অসভ্য অনার্য্য জাতি এই নিভৃতনিলয়ে থাকিয়া ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা আরও হিংস্রতর হইয়াছে। সেই দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য জাতির ভয়ে এই পার্ব্বত্য-বন্য-ভূমে কেহই পদার্পণ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সাতপুর পর্ব্বতমালার কতকগুলি শাখা-প্রশাখা ইহার দক্ষিণবিভাগ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। অম্বাগড় বা সিন্দুরঝরি, বহাহি, কণেড়ী ও নবাগাঁও প্রভৃতি পর্ব্বতশৃঙ্গ পার্ব্বতীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ।

এখানে বেণগঙ্গা, গরবী ও বাঘ নদীর কূলে এবং স্থানীয় গিরিমালায় নানাবর্ণের প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বেণগঙ্গায় সকল ঋতুতেই জল থাকে, এই জন্য উহার গর্ভস্থিত প্রস্তরসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না। বাবনথরি, বাঘ, কন্হান, চুলবন প্রভৃতি অগণিত পার্ব্বত্যস্রোত বেণগঙ্গায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মের সময় তাহাদের অনেকেই শীর্ণ-কলেবরা হইয়া শুকাইয়া যায়। উক্ত নদীমালা ভিন্ন এখানে প্রায় ৫ হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্করিণী বা তড়াগ সদৃশ না হইলেও কখনও মনুষ্য কর্তৃক খনিত হয় নাই। স্বভাব-নিম্ন শৈলবক্ষে অজস্র পার্ব্বতীয় জলধারা সঞ্চিত হইয়া হ্রদসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কোথাও বাঁধ দ্বারা রুদ্ধ-গতি হইয়া এই জলরাশি একটী বিস্তীর্ণ খাত পূর্ণ করিয়া সুবিস্তৃত হ্রদাকার ধারণ করিয়াছে। নবাগাঁও, শিরেগাঁও, শিওনি প্রভৃতি স্থানের হ্রদগুলি পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রায় ৫॥০ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সকল হ্রদের স্থানে স্থানে সমুত্থিত পর্ব্বতখণ্ডসমূহ নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জীবে পরিবৃত হইয়াছে। এই স্থান মুহুর্মুহু শ্বাপদসঙ্কুলের গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া সাধারণের ভীতিপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে।

বন্যবিভাগে শাল, সেগুন প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণযোগ্য বৃক্ষ না থাকিলেও একমাত্র মহুয়া বৃক্ষে সমগ্রস্থান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। লোকে রুটী বা মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য মহুয়া-ফুল সঞ্চয় করিয়া রাখে। এতদ্ভিন্ন বন মধ্যে গঁদ, নানাপ্রকার সুমিষ্টফল ও ভেষজাদি পাওয়া যায়। গোঁড়, গোয়ালা, প্রধান ও ধিমার প্রভৃতি জাতিরা খনি হইতে লৌহ আনিয়া গালাইয়া বিক্রয় করে। চিতা, নেকৃড়ে প্রভৃতি ব্যাঘ্র ও পার্ব্বতীয় বিষধর সর্প এখানকার অধিবাসিগণের কৃতান্তসদৃশ। প্রতিবৎসর ব্যাঘ্র-কবলে বা সর্পাঘাতে শত শত লোক ভবলীলা শেষ করিয়া সংসারের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতেছে।

এই জেলার প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। শুনা যায়, এক সময়ে গৌলীগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এখনও তাহারা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে থাকিয়া গ্রাম বা নগরে আসিয়া গোমেষাদি অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। পরে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ এইস্থান পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দ হইতে ভাণ্ডারার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বসময়ে দেবগড়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোঁড়রাজ ভক্ত বুলন্দ ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোগল-সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁহারই অধিকার-কালে রাজপুত, লোদী, পোণবার, কোরী, কড়া ও কুণ্বী জাতীয় বহুলোক এখানে আসিয়া বেণগঙ্গাতীরে বসবাস করে। তাহাদের যত্নে এবং কৃষিকৌশলে পৌণীর সন্নিকটবর্ত্তী কৃষিক্ষেত্র-সমূহ অচিরে ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ১ম, এইস্থান অধিকার করেন; কিন্তু ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইস্থান নাগপুররাজের শাসনাধীন হয় নাই।

ভোঁস্‌লেদিগের আধিপত্যসময়ে মারবারী, আগরবালা, লিঙ্গায়ৎ ও মরাঠা-কুণবী প্রভৃতি কএকটী জাতি এই জেলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। তাহারা সৈনিকবৃত্তি অথবা বণিকবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত যুদ্ধসময়ে আপ্পা সাহেব স্ত্রীপুত্র ও ধনরত্ন লইয়া ভাণ্ডারা নগরে পলায়ন করেন। পরে নাগপুর ইংরেজের করকবলিত হইলে তিনিও সপরিবারে ইংরাজ-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নাগপুরে আনীত হন। পরবৎসরে কামঠা ও বরুড়-তালুকের ভূম্যধিকারী ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে অচিরেই ইংরাজের পদাশ্রিত হইতে হয়। এই সময় হইতে কাপ্তেন উইল্‌কিন্সন (Captain Wilkinson) কাম্‌ঠায় ইংরাজ প্রতিনিধিরূপে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডারায় বিচারবিভাগ আনীত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা রঘুজী ৩য়, সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বিরোধে এইস্থানের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এলিয়ট সাহেব (Captain. C. Elliot) এখানকার ডেপুটী-কমিসনার নিযুক্ত হন। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। তখন যে সকল ইংরাজসেনা ভাণ্ডারায় অবস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি এখানে আর অন্য কোন রাষ্ট্র-বিপ্লবের চিহ্নও দেখা যায় নাই।

এখানকার অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই স্থূলবুদ্ধি ও দুঃশীল। একদিকে যেমন তাহাদের মানসক্ষেত্র নষ্ট-প্রকৃতি ও দুষ্ট-প্রবৃত্তি

দ্বারা কলুষিত, অপরদিকে আবার তাহা সরলতা ও সাহসিক-তাদি সদ্গুণ সমূহেও বিভূষিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের নিষ্ঠুর-প্রকৃতি অপকলঙ্ক কিছুতেই অপসারিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে একাধারে দুইটী ভিন্ন-প্রকৃতির প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে ;—১ গার্হস্থ্যধর্ম্মের চরম নিদর্শন 'সর্ব্বভূতে সমদয়া' এবং ২ বুদ্ধিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ 'প্রবঞ্চনা'। গোঁড় ও পোণবার প্রভৃতি জাতির উপর সরল ও সদয় ব্যবহার করিলে তাহাদের কঠোর প্রকৃতি কোমল হইয়া পড়ে। তাহারা অপর জাতি অপেক্ষা পরিশ্রমী ও কৃষিজীবী। অপর সাধারণে আলস্য-প্রিয় ও ভোগ-বিলাসশূন্য। [জাতিতত্ত্বের বিবরণ গোঁড় প্রভৃতি শব্দে দেখ।]

ভাণ্ডারা, পৌণী, তুম্‌সর ও মোহরী এখানকার প্রাচীন নগর। উক্ত পৌণীনগরে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাগপুররাজের চেষ্টায় পৈঠান, বুর্হানপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সহর হইতে উৎকৃষ্ট তন্তুবায়সকল এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। ইহারা সাধারণে 'কোষ্টী' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের সূক্ষ্মবস্ত্র এবং অন্যান্য স্থলের পিত্তল ও প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রাদি ভারতের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বেণগঙ্গা-নদীকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৯´ ২২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪১´ ৪৩´´ পূঃ। এখানে কার্পাস বস্ত্র ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

ভাণ্ডারিক (পুং) ভাণ্ডারে নিযুক্তঃ ঠন্। ভাণ্ডারী, ভাণ্ডারাধ্যক্ষ।

ভাণ্ডারিন্ (পুং) ভাণ্ডারোঽধিকারিত্বেনাস্ত্যস্যেতি, ভাণ্ডার-ইনি। ভাণ্ডারাধ্যক্ষ, চলিত ভাঁড়ারী। নিদ্রিত অবস্থায় কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে নাই, কিন্তু ভাঁড়ারী নিদ্রিত হইলে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইলে দোষ হয় না।

"ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ কামী বিদ্যার্থী কৃষিকারকঃ।
ভাণ্ডারী চ প্রবাসী চ সপ্তসুপ্তান্ প্রবোধয়েৎ ॥"(ব্যবহারপ্রদীপ)

২ খাদ্য ও রত্নাদির অধিকারী দাস্যভক্তিপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সেবক গণভেদ।

"স্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ আদি করি।
খাদ্য আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী ॥
পীঠ আদি দানে ভক্ষ্য স্থানাদি করণে।
কমল বিমল আদি পট্ট সুরজনে ॥" (ভক্তমাল)

শ্রীকৃষ্ণসেবারত এরূপ অনুচরই ভাণ্ডারী পদবাচ্য।

২ নাপিত জাতির একটী শাখা। [নাপিত দেখ।]

ভাণ্ডারিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ গাইকবাড়-রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভাণ্ডি (পুং) ভড়ি-ইন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নাপিতের ক্ষুরাদির আধার, চলিত ভাঁড়ি।

ভাণ্ডিক (পুং) ভাণ্ডিল, নাপিত। (হেম)

ভাণ্ডিজঙ্ঘি (পুং) ভণ্ডিজঙ্ঘের গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডিত (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।২।১১১)

ভাণ্ডিতায়ন (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১০)

ভাণ্ডিত্য (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৫)

ভাণ্ডিনী (স্ত্রী) পেটিকা। ২ মঞ্জুষা। ৩ চুবড়ী।

ভাণ্ডিল (পুং) ভাণ্ডিরস্ত্যস্যেতি ভাণ্ডি-লচ্। নাপিত।

ভাণ্ডিলায়ন (পুং) ভাণ্ডিলস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।১১০) নাপিতের গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডিবাহ (পুং) ভাণ্ডিং ক্ষুরাদ্যাধারং বহতীতি বহ-অণ্। নাপিত। (শব্দমালা)

ভাণ্ডিশালা (স্ত্রী) ক্ষৌরগৃহ।

ভাণ্ডীর (পুং) ভণ্ড-ঈরচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বট বৃক্ষ। (জটাধর) ২ ব্রজমণ্ডলের অন্তরে ষোড়শ বট-বন মধ্যে দ্বিতীয় বট-বন। "সঙ্কেতবটমাদৌ তু ভাণ্ডীরাখ্যং বটং দ্বয়ং।" (নারায়ণভট্টকৃত ব্রজভক্তিবি°)

২ ক্ষুপবিশেষ। ভাণ্ডীর ফুলের গাছ (Clerodendron infortunata.)।

ভাণ্ডীরলতিকা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°)

ভাণ্ডীরবন, বৃন্দাবনের চুরাশী বনের অন্তর্গত একটী বন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ইহা একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য। এখানে সুদাম সখা ও বলরামের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

ভাণ্ডের, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঝান্সী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। অক্ষা° ২৫°৪৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´৫৫´´ পূঃ মধ্যে। পলুজ নদীর বামকূলে ঝান্সী হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২০৮ একর। এই নগরের প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় মনোহর। ইহা ক্রমনিম্ন সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পর্ব্বতোপরি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম, অসংখ্য মন্দির, তড়াগ ও কূপাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অধিকারকালে নির্ম্মিত একটী মসজিদে বৌদ্ধকীর্ত্তির অনেক পূর্ব্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ এবং ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব বশতঃ এই নগর ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। এই স্থানে খারুয়া নামক বস্ত্র ও সাদা কম্বল প্রস্তুত হইয়া মাউ, গোয়ালিয়র, কাল্পি প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

ভাণ্ডেশ্বর, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলান্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত ; উচ্চতা ১৭৫৯ ফিট। এই পাহাড় দুরারোহ ও বাসের অযোগ্য। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক গুলি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।

ভাত (ক্লী) ভা দীপ্তৌ-ক্ত। ১ প্রভাত। (শব্দমা॰) ভা-ভাবে-ক্ত। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ দীপ্তিযুক্ত।

ভাতগাঁও, নেপাল রাজ্যান্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। অক্ষা॰ ২৭°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৫°২২´ পূঃ। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম ভক্তপুরী। পূর্ব্বে এই নগর নেপালবাসী ব্রাহ্মণদিগের প্রিয়তর বাসভূমি ছিল। নেবার জাতির অভ্যুদয় হইতে এখানে হিন্দু-নেবারগণের অধিক বসবাস হইয়াছে। গোর্খা-দিগের আক্রমণের পূর্ব্বে এখানে মল্লবংশীয় রাজগণ আধিপত্য করিতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা গোর্খাগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এখানে নেপালরাজ্যের একটী সেনানিবেশ আছে। এই নগর ৮ মাইল দীর্ঘ একখানি কাষ্ঠসেতু দ্বারা রাজধানী কাটমাণ্ডুর সহিত সংযোজিত। ভাতগাঁওর ভবানী মন্দির ইতিহাসে সমধিক বিখ্যাত। স্থানীয় ব্যবহা-রোপযোগী পিত্তল ও তাম্রের বাসন এই স্থানে প্রস্তুত হয়।
[নেপাল দেখ।]

ভাতগাঁও, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলাস্থ একটী জমিদারী। অক্ষা॰ ২১°৩৯´৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮২°৫১´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৬২ বর্গ মাইল। বীজা জাতীয় সামন্তগণ এখানকার অধিকারী।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান গ্রাম ও শিবনারায়ণ তহশী-লের সদর।

ভাতগাঁও, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলাস্থ একটী সহর।

ভাতি (স্ত্রী) ভা-ক্তিন্। শোভা।

"যত্তদ্ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ॥"
(ভাগ॰ ৮।১৮।১২)

ভাতার (দেশজ) ভর্ত্তা। স্ত্রীলোকের স্বামী।

ভাতু (পুং) ভাতীতি ভা (কমিমণি-জনিগাভায়াহিভ্যশ্চ। উণ্ ১।৭৩) ইতি তু। ১ সূর্য্য। ২ দীপ্ত। (উজ্জ্বল)

ভাতু, নিকৃষ্ট জাতি বিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও দাক্ষি-ণাত্যে ইহাদিগের বাস। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা নারায়ণ ও বাঁশের পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহারা কোন রূপ মূর্ত্তির পূজা করে না। ইহারা ব্যায়াম, কুর্দ্দন ও ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা সংশীয়, বেরীয়, হাবুর কোলাহাটী, দুম্বং, দুঘের-বর প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাতুড়িয়া, একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ভাতুড়িয়া জেলার প্রধান নগর। ইহার পশ্চিমে মহানন্দী ও পুনর্ভবা, দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্ব্বে করতোয়া ও উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। মুসলমান-অধিকারে মালদহের পূর্ব্বাংশ ভাতুড়িয়া নামে খ্যাত ছিল। ভাতুড়িয়া-রাজ কংস এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণবংশীয় জমিদার রামকৃষ্ণের পত্নী শর্ব্বাণী দেবী এই সম্পত্তি ভোগদখল করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থান নাটোর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনন্দনের হস্তগত হয়।

২ বর্দ্ধমান জেলার একটী গণ্ড গ্রাম। অক্ষা॰ ২৩°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৮° ২০´ পূঃ।

ভাতুড়িয়া (দেশজ) পরের ভাতে যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভাতুয়া (দেশজ) ভাতুড়িয়া, যাহারা ধনিগৃহে থাকিয়া কেবল অন্নধ্বংস করে।

ভাতোড়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্ত-র্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আহ্মদনগর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে মেহকরী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে ৪র্থ নিজামসাহী-রাজ মুর্ত্তজা নিজাম শাহের (১৫৬৫-১৫৮৮ খৃঃ) প্রধান মন্ত্রী সালাবৎ খাঁর নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ হ্রদ আছে। উহাতে প্রায় ৪৪বর্গ মাইল ভূমির জল পতিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক উহা সংস্কৃত হইয়াছিল। ইহার জলে সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এখানকার নরসিংহ-মন্দির শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ।

ভাদর, বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদাবাদ জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। রণপুরের সন্নিকটে ভাদর-গোমাসঙ্গমে আজম খাঁ নামক গুজরাতের জনৈক সুবাদারের প্রতিষ্ঠিত (১৬৩৮ খৃঃ অঃ) একটী ভগ্নদুর্গ বিদ্যমান আছে। ২ ভাদ্র মাস।

ভাদালিয়ামুথা (দেশজ) ভদ্রমুস্তক।

ভাদু, বাঁকুড়া ও মানভূম জেলাবাসী বাউরী জাতির অনুষ্ঠিত উৎসববিশেষ। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি ও তৎপূর্ব্ব দিনে ইহার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহা ভাদু নামে খ্যাত। প্রায় প্রত্যেক বাউরী গৃহে, ভাদ্রমাসের প্রথম হইতে রমণীগণ পদ্মোপরি অথবা চতুরস্র একখানি তক্তে একটী কুমারী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহাকে দেবীমূর্ত্তিজ্ঞানে নানালঙ্কারে সুসজ্জিত করে। ঐ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় বয়োজ্যেষ্ঠা রমণী ও বালিকাগণ সেই দেবীপ্রতিমার চতুর্দ্দিকে একত্র হইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। মাসের শেষ দুই দিন দিবারাত্র তাহারা নৃত্যগীত ও মাদল বাজাইয়া মহাধুমধামের সহিত তাহাদের ভাদুব্রত সমাপন করে।

প্রবাদ, জনৈক পাঁচেট-রাজকন্যা বাউরী জাতির দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের দারিদ্র্য-নিবারণের জন্য বিশেষ অর্থ-সাহায্য করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া বাউরীগণ তাঁহার দেবীমূর্ত্তি সংগঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই মাসে ভাদু উৎসব আরম্ভ হয়। মতান্তরে জনৈক পাঁচেট-রাজমহিষী স্বীয় কন্যা ভাদ্রবতীর অকাল মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া কন্যার স্মরণ জন্য একটী মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। ভাদ্রমাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাউরীগণ সেই রাজকন্যার স্মরণার্থ এই উৎসব করিয়া আসিতেছে।

ভাদুই (দেশজ) ভাদ্র মাসোৎপন্ন দ্রব্য, যথা ভাদুই ধান্য, ভাদুই আম্র ইত্যাদি।

ভাদ্র (পুং) ভাদ্রী পৌর্ণমাস্যস্মিন্নিতি ভাদ্রী (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি। পা ৪।২।২১) ইত্যণ্। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত পঞ্চম মাস। এই মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগ হয় বলিয়া এই মাসের নাম ভাদ্র হইয়াছে। প্রথমতঃ এই মাস দুই প্রকার সৌর ও চান্দ্র। সূর্য্য ও চন্দ্র লইয়া সৌর ও চান্দ্র হইয়াছে। সিংহরাশিতে যতদিন সূর্য্য অবস্থান করেন, ততদিন সৌরভাদ্র। চান্দ্রমাসও মুখ্য ও গৌণ-চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সিংহস্থ রব্যারব্ধ শুক্ল প্রতিপদাদি অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্য চান্দ্র ভাদ্র এবং সিংহস্থ রব্যারব্ধ পূর্ণিমা-পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র। (মলমাসতত্ত্ব) ইহার পর্য্যায় নভস্য, প্রৌষ্ঠপদ, ভাদ্রপদ। (অমর) এই মাসে জন্মগ্রহণ করিলে ধীর, বরাঙ্গনাদিগের প্রিয়, রিপুসংহর্ত্তা, কুটিল ও সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত হয়।

"নভস্যমাসে খলু জন্ম যস্য ধীরো মনোজ্ঞশ্চ বরাঙ্গনানাম্।
রিপুপ্রমাথী কুটিলোঽতিমর্ম্মা প্রপন্নভর্ত্তা স ভবেৎ সহাসঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

যদি ভাদ্রমাসে কাহার বাটীতে গাভী প্রসব করে, তাহা হইলে তাহার ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, অতএব ভাদ্রমাসে গাভীপ্রসব হইলেই তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ঐ গাভী দান করিবে। পরে যথাবিধানে হোম করা আবশ্যক। এইস্থলে ভাদ্রমাস বলিতে কেবল সৌরভাদ্রই বুঝিতে হইবে। চান্দ্র-ভাদ্রে গাভী প্রসব করিলে দোষাবহ হইবে না।

"ভানৌ সিংহগতে চৈব যস্য গৌঃ সম্প্রসূয়তে।
মরণং তস্য নির্দ্দিষ্টং ষড়্‌ভির্মাসৈর্ন সংশয়ঃ॥
তত্র শান্তিং প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্।
প্রসূতাং তৎক্ষণাদেব তাং গাং বিপ্রায় দাপয়েৎ॥"

হোমাদি শান্তি করিতে হইবে না। সংক্রান্তিতে এই পুণ্যকালের পর প্রসব হইলে শান্তি করিতে হইবে, গাভী-দান অনাবশ্যক।

"সংক্রমণোত্তরষোড়শদণ্ডাত্মকপুণ্যকালাভ্যন্তরে গোঃ-প্রসবে বিপ্রসম্প্রদানক-গোপ্রদানপূর্ব্বকশান্তিঃ কার্য্যেতি বিশেষঃ তদতিরিক্তসিংহস্থরবৌ গোঃপ্রসবে শান্তিমাত্রং কর্ত্তব্যং ন গোঃপ্রদানম্।" (নির্ণয়সিন্ধু)

ভাদ্র মাসে কোন্ কর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য তাহার বিষয় কৃত্যতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে,—শ্রাবণী পূর্ণিমার পরে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মাষ্টমীব্রত সকলেই করা কর্ত্তব্য।

[জন্মাষ্টমী ব্রতের বিষয় জন্মাষ্টমী শব্দে দেখ।]

ভাদ্রমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজা করিতে হয়। যিনি যথাবিধানে কর্কোটকাদি নাগপূজা করেন, তাহার আর সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নাগভয় থাকে না। এই ভাদ্র-পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। *

ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীর দিন ভগবান্ বিষ্ণুর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন হয়, এইজন্য পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদশী অবশ্যকর্ত্তব্য। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীর দিন সায়ংকালে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

"ওঁ বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব॥"

পরে এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

"ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিতি।
প্রবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র দর্শন করিতে নাই। দৈবাৎ যদি চন্দ্র দর্শন ঘটে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। †

* "তথা ভাদ্রপদে মাসি পঞ্চম্যাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
যস্ত্বালিখ্য নরো ভক্ত্যা কৃষ্ণবর্ণাদিবর্ণকৈঃ॥
পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পৈশ্চ সর্পিগুগ্গুলুপায়সৈঃ।
তস্য তুষ্টিং সমায়ান্তি পন্নগাস্তক্ষকাদয়ঃ॥
আসপ্তমাৎ কুলাত্তস্য নভয়ং সর্পতো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নাগান্ সংপূজয়েন্নরঃ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

† "নারায়ণোঽভিশপ্তস্তু নিশাকরমরীচিযু।
স্থিতশ্চতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যানাপতেচ্চ সঃ।
অতশ্চতুর্থ্যাং চন্দ্রস্তু প্রমাদাদীক্ষ্য মানবঃ।
পঠেদ্ধাত্রেয়িকাবাক্যং প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্‌মুখঃ॥"

অভিশপ্তো মিথ্যাপরীবাদবিষয়ীভূতঃ, সোঽভিশাপঃ অদ্যাপি মনুষ্যান পতেৎ। ততশ্চ প্রাঙ্‌মুখউদঙ্মুখো বা কুশতিলজলাঞ্জলি ওঁ অদ্যেত্যাদি সিংহার্কচতুর্থীচন্দ্রদর্শনজন্য-পাপক্ষয়কামো ধাত্রেয়ীবাক্যমহং পঠিষ্যে।" ইত্যাদি।
(কৃত্যতত্ত্বে ভাদ্রকৃত্যম্)

ভাদ্র মাসে অগস্ত্যকে অর্ঘ্য দান সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা সৌর মাসেই দিতে হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্ব তিন দিনের মধ্যে প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া সংকল্প করিতে হইবে। 'ওঁ অদ্যেত্যাদি সর্ব্বাভিলষিতসিদ্ধিকামোঽগস্ত্যপূজনমহং করিষ্যে' এইরূপ সংকল্প করিয়া শালগ্রাম বা জলে দক্ষিণা-মুখে অগস্ত্যকে পূজা করিতে হইবে। পরে সিতপুষ্পাক্ষত-যুক্ত জল শঙ্খে করিয়া লইয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে॥"

পরে এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হয়।

"আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

ভাদ্রদারব (ত্রি) ভদ্রদারু সম্বন্ধীয়।

ভাদ্রপদ (পুং) ভাদ্রপদা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী ভাদ্রপদী সা যত্র মাসে সঃ, ভাদ্রপদী-অণ্। ভাদ্রমাস।

ভাদ্রপদা (স্ত্রী) পূর্ব্ব ভাদ্রপদা নক্ষত্র। ২ উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্র। পর্য্যায়—প্রৌষ্ঠপদা। (অমর)

ভাদ্রমাতুর (পুং) ভদ্রমাতুরপত্যমিতি ভদ্রমাতৃ (মাতুরুৎ-সংখ্যাসম্ভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) ইতি অণ্, উকারাশ্চা-ন্তাদেশঃ ইতি কারিকা। সতীপুত্র।

'সত্যাস্তু তনয়ে যাগ্মাতুরবত্তাদ্রমাতুরঃ।' (হেম)

ভাদ্রমৌঞ্জ (ত্রি) ভদ্রমুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা।

ভাদ্রবর্ম্মণ (পুং) ভদ্রবর্ম্মার গোত্রাপত্য।

ভাদ্রবিক (পুং) চীন ধান্য, চলিত চীনা ধান। (পর্য্যায়মু॰)

ভাদ্রশর্ম্মি (পুং) ভদ্রশর্ম্মার গোত্রাপত্য। (পা॰ ৪।১।৯৬)

ভাদ্রসাম (পুং) ভদ্রসামের গোত্রাপত্য।

ভাদ্রবধূ (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, ভাদ্র বৌ।

ভান (ক্লী) ভা ভাবে ল্যুট্। ১ প্রকাশ। ২ দীপ্তি। ৩ জ্ঞান, প্রকাশ।

ভানপুর, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল।

ভানপুরা, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর রাজ্যের ভানপুরা তহ-সীলের প্রধান নগর। রেবানদীতীরে একটী গণ্ডশৈলের তটদেশে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৪° ৩০´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৫° ৪৭´ ৩০´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৩৪৪ ফিট্ উচ্চ। নগরের চারি দিকে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মধ্যে যশোবন্ত রাও হোলকরের অসম্পূর্ণ প্রাসাদ ও দুর্গ অবস্থিত। ঐ প্রাসাদ মধ্যে যশোবন্তের প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ভানপুরার ছাউনীর মধ্যে অবস্থান-কালে যশোবন্তের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার ভস্মাবশেষ যেখানে পতিত ছিল, তদুপরি একটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত ছত্রি হইয়াছে।

ভানরের, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার দক্ষিণ-পূর্ব্বশাখা। নর-সিংহপুর জেলার নর্ম্মদা নদীতীরস্থ সঙ্কলঘাট পর্ব্বত হইতে মৈহির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার কালুমার নামক গিরিশ্রেণী ২৫৪৪ ফিট্ উচ্চ।

ভানিয়ার, কাশ্মীর রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উরি হইতে নৌসেরা যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত একটী হিন্দু দেবমন্দির আছে। উহার শিল্পনৈপুণ্যের কতকাংশ গান্ধারপ্রদেশীয় বলিয়া অনুমিত হয়।

ভানবীয় (ত্রি) ১ ভানুসম্বন্ধীয়, ভানুকিরণ। (ক্লী) ২ দক্ষিণ চক্ষু।

ভানান (দেশজ) নিস্তুষীকরণ, যথা ধান ভানান।

ভানিকর (পুং) কিরণসমূহ, আলোক।

ভানু (পুং) ভাতি চতুর্দ্দশভুবনেষু স্বপ্রভয়া দীপ্যতে ইতি ভা (দাভাভ্যাং নুঃ। উণ্ ৩।৩২) ইতি নু। ১ সূর্য্য।

"অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্ব্বতোমুখঃ।"
(ভারত ৩।৩।২৪)

২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২১) ৩ প্রাধার পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৮) ৪ অঙ্গিরঃসৃষ্ট তপসের পুত্রভেদ। (ভারত ৩।২২০।৮) ৫ যাদব বিশেষ।

"কন্যাং ভানুমতীং নাম ভানোর্দুহিতরং নৃপ।
জহারাস্ত্ববধাকাঙ্ক্ষী নিকুম্ভো নাম দানবঃ।"
(হরিবং॰ ১৪৭।২)

৬ কিরণ। "শোচির্ভানবো দ্যামপপ্তন্" (ঋক্ ৬।৬৪।২) "ভানবো রশ্ময়ঃ" (সায়ণ) ৭ অর্ক বৃক্ষ। (অমর) ৮ প্রভু। ৯ রাজা। (ধরণি) ১০ বুদ্ধাইৎপিতা। (হেম) ১১ গন্ধর্ব্ব-ভেদ। (ভারত ১।৬৫ অ॰) ১২ উত্তম মন্বন্তরে দেবতা-ভেদ। (হরিবং॰ ৯ অ॰) এই অর্থে এই শব্দ বহুবচন হয়। ১৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা॰ ৩০।১৫)

ভানু (স্ত্রী) ভানুমতী। (শব্দরত্না॰) ২ দক্ষকন্যাভেদ।

"শৃণুধ্বং দেবমাতৃণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ।
মরুত্বতী বসুর্যামী লম্বা ভানুররুন্ধতী॥" (মৎস্যপু॰ ৫।১৫)

৩ ধর্ম্মপত্নীভেদ। (হরিবং॰ ৯অ॰)

ভানু, রামসহস্রনামপ্রণেতা।

ভানুক, সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি ৩৩।৭৮)

ভানুকর, জনৈক কবি। পদ্যামৃততরঙ্গিণীতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

ভানুকম্প (স্ত্রী) সূর্য্যের কম্পনরূপ দুর্লক্ষণবিশেষ। জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহা বিশেষ অমঙ্গলসূচক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভানুকেশর (পুং) সূর্য্য।

ভানুখেরা, বৃন্দাবনস্থিত কুণ্ডবিশেষ। এই কুণ্ডের জল অতি উপাদেয়। ইহার চতুর্দ্দিকে বৃষভানু রাজার গো সকল থাকিত। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল)

ভানুগুপ্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা।

ভানুচন্দ্র, কাব্যপ্রকাশটীকা ও কাদম্বরীটীকাপ্রণেতা।

ভানুচন্দ্রগণি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। ইনি মোগল-সম্রাট্ অকবর জলাল-উদ্দীনের (১৫৭৪-১৬০৫ খৃঃ) সভায় থাকিয়া বসন্তরাজকৃত শকুনার্ণব গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্য সিদ্ধচন্দ্র উহা সংশোধন করিয়াছেন।

ভানুচূড়ামণি, ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপত্র, যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগে জলে মর্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর নাশ হয়।

ভানুজ (পুং) ভানোর্জায়তে জন-ড। ভানুর পুত্র, সূর্য্যপুত্র।

ভানুজিদীক্ষিত, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজি-দীক্ষিতের পুত্র। ইনি রাজা কীর্ত্তিসিংহদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ব্যাখ্যাসুধা বা সুবোধিনী নামে অমরকোষটীকা প্রণয়ন করেন। স্বীয় সাধুজীবনের পরিচয়স্বরূপ পরবর্ত্তী কালে ইনি 'রামভদ্রাশ্রম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুজিৎ, খেচরভূষণনামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

ভানুদত্ত, ১ জনৈক বৈয়াকরণ। দেবরাজ ইহার নামোল্লখ করিয়াছেন। ২ কুমারভার্গবীয় ও গীতগৌরীশ নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। ৩ মুহূর্ত্তসার নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা। ৪ মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। গণপতিনাথের পুত্র। ইনি অলঙ্কারতিলক, রসতরঙ্গিণী, রসমঞ্জরী ও শৃঙ্গারদীপিকা নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভানুদত্তা, সংযতির পত্নীভেদ। (নৃসিংহপু° ২৮।১৯)

ভানুদিন (ক্লী) ভানোর্দিনং। সূর্য্যের দিন, রবিবার।

ভানুদীক্ষিত, গুরুবালপ্রবোধিনী নামে অমরকোষটীকা ও লিঙ্গভট্টীয় নামে একখানি অভিধানপ্রণেতা।

[ভানুজিদীক্ষিত দেখ।

ভানুদেব (পুং) ভানুরেব দেবঃ। ১ সূর্য্য। ২ পাঞ্চাল দেশীয় পাণ্ডবপক্ষীয় একজন বীর। ইনি ভারতযুদ্ধে নিহত হন। (ভারত কর্ণপ°) ৩ রাজপুত্রভেদ। (সাহিত্যদর্পণ ১৯।৩) ৪ উমাঙ্গাধিপতি চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। তিনি ১৪৫০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

৫ উড়িষ্যার জনৈক নরপতি। ইনি চালুক্য-রাজকন্যা জাকল্লদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬ উক্ত রাজবংশীয় ২য় নরসিংহদেবের পুত্র।

ভানুনাথদৈবজ্ঞ, ভৌয়াল-বংশীয় চন্দনানন্দের পুত্র। ইনি ভক্তিরত্ন ও ব্যবহাররত্ন নামে দুই খানি গ্রন্থ বিরচন করেন।

ভানুপণ্ডিত (পুং) ১ সজ্জনবল্লভপ্রণেতা। ২ জনৈক কবি, শ্রীবৈদ্য ভানুপণ্ডিত নামে পরিচিত। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

ভানুপাক (পুং) সূর্য্যকিরণে লৌহপাক। রসেন্দ্রসার-সংগ্রহে ইহার পাকের বিধান এইরূপ লিখিত আছে,—লৌহচূর্ণ বারংবার ছাকিয়া লইয়া ত্রিফলার কাথে প্রক্ষালন করিয়া শুষ্ক হইলে ভানুপাক দিতে হইবে। লৌহের সমান ত্রিফলা দ্বিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে এই কাথ বারংবার দিয়া সূর্য্যসন্তাপে শুষ্ক করিতে হইবে। ইহাই ভানুপাক। (রসেন্দ্রসারস°)

ভানুফলা (স্ত্রী) ভানুরিব দীপ্তিমৎ ফলমস্যাঃ। কদলী। (জটাধর)

ভানুভট্ট, জনৈক গ্রন্থকার, নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র ও শঙ্করভট্টের পৌত্র। ইনি একবস্ত্রস্নানবিধি, হোমনির্ণয় ও দ্বৈতনির্ণয়-সিদ্ধান্তসংগ্রহ নামে স্বীয় পিতামহকৃত ধর্ম্মাদ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করেন।

ভানুভট্ট (পুং) প্রশ্নার্ণবপ্রণেতা নারায়ণদাস সিদ্ধের গুরু।

ভানুমৎ (পুং) ভানবঃ সন্ত্যস্যেতি ভানু-মতুপ্। ১ সূর্য্য।

"অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতোময়ূখৈর্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্॥"
(কুমারস° ৩।৬৫)

২ কলিঙ্গ দেশজ নৃপতিবিশেষ। (ভারত ৬।৫১।৩৩)

৩ কেশিধ্বজের পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।২১) ৪ ভর্গের নামান্তর। ৫ কৃষ্ণপুত্রভেদ। (ত্রি) ৬ দীপ্তিযুক্ত।

"চর্ম্মণ্যপি চ গাত্রেষু ভানুমন্তি দৃঢ়ানি চ।" (ভারত ২।৩০।৪৭)

ভানুমতী (স্ত্রী) ভানু-মতুপ্ ঙীপ্। বিক্রমাদিত্যরাজের স্ত্রী, ভোজরাজের কন্যা।

"দেবগুরোঃ প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥" (কালিদাস)

ইনি পরম রূপবতী ছিলেন। ভোজবংশের প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ইঁহার অভ্যস্ত ছিল। অস্মদ্দেশীয় ভোজ-

বিস্তাব্যবসায়িগণ এখনও তাহাদের ভোজক্রীড়াকে 'ভানুমতী কা-খেল' বলিয়া থাকে।

২ কৃতবীর্য্যের দুহিতা। অহংযাতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। (ভারত ১।৯৫।১৫) ৩ অঙ্গিরসের প্রথমা কন্যা। (ভারত ৩।২১৭।৩) ৪ যাদব ভানুর কন্যা। (হরিব° ১৪৭।২) ৫ দুর্য্যোধনের পত্নী। (বেণীসংহারনা° ২ অ°) ৬ গঙ্গা।

"ভুক্তিমুক্তিপ্রদা ভেশী ভক্তস্বর্গাপবর্গদা।
ভাগীরথী ভানুমতী ভাগ্যং ভোগবতী ভৃতিঃ॥"
(কাশীখণ্ড ২৯।১২৯)

৭ সগরপত্নীভেদ। (লিঙ্গপু° ৬৬।১৫)

ভানুময় (ত্রি) রশ্মিসম্বলিত। আলোকমালাসমাকীর্ণ।

ভানুমালী (ত্রি) সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত জনৈক রাজা।
(সহ্যাদ্রি ৩৩।১৪৯)

ভানুমিত্র (পুং) ১ চন্দ্রগিরি-নৃপপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) ২ গড়াদেশাধিপতি নরপতিভেদ।

৩ জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি মৌর্য্যবংশীয় পুষ্যমিত্রের পর রাজ্যশাসন করিয়া ছিলেন।

ভানুমিশ্র, জনৈক কবি। পদ্যামৃততরঙ্গিণীতে ইহার রচিত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভানুরথ (পুং) চন্দ্রগিরিরাজপুত্র। বৃহদশ্বপুত্রভেদ।

ভানুল (পুং) ভানুদত্তের নামান্তর। (পাণিনি ৫।৩।৮৩) ২কার্ত্তিক।

ভানুবন (ক্লী) ভার্গবন নামক অরণ্যানি। (হরিবংশ)

ভানুবর্ম্মন্ (পুং) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পলাশিকার কাদম্ব-বংশীয় নরপতিভেদ।

ভানুবার (পুং) ভানোর্বারঃ। রবিবার, সূর্য্যের দিন।

"অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।
এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ॥"
"অত্র স্নানং জপো হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং স্মৃতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

অমাবস্যা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি ও রবিবার এই সকল দিনে স্নান, জপ, হোম, দেবতাপূজা ও উপবাস বিশেষ পুণ্যকর।

ভানুবিক্রম, চেরবংশীয় নরপতিবিশেষ, ত্রিবাঙ্কোড়রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ভানুশক্তি, সেন্দ্রকবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি কাদম্ব-রাজ হরিবর্ম্মার সমসাময়িক।

ভানুসেন (পুং) কর্ণের পুত্রভেদ। (ভারত কর্ণপ° ৪৮অ°)

ভানেমি (পুং) ভানাং প্রভাচক্রাণাং নেমিরিব। সূর্য্য। (ত্রিকা°)

ভান্ত (পুং) ভায়াঃ দীপ্তেঃ পঞ্চদশাহমধ্যে অন্তোযস্য। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশাহমধ্যে কান্তির উপচয় ও অপচয়যুক্ত চন্দ্র।

"ভান্তঃ পঞ্চদশঃ" (শুক্লযজু° ১৪।২৩) 'ভান্তশ্চন্দ্রঃ, পঞ্চদশাহানি পূর্য্যমাণত্বাৎ পঞ্চদশঃ, ভা কান্তিরেব অন্তঃ স্বরূপং যস্য, তদ্রূপাসি, চন্দ্রমা বৈ ভান্তঃ পঞ্চদশাঃ' (বেদদীপ°) ভস্য অন্তঃ। ২ নক্ষত্র ও রাশির অন্ত।

ভান্দ (পুং) অতিপুরাণভেদ। (কূর্ম্মপু°)

ভাণ্ডুপ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানা জেলাস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী বন্দর। ইহা একটী রেলওয়ে ষ্টেসন। অক্ষা° ১৯°৮´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৯´ ১৫´´ পূঃ।

ভাপ, (দেশজ) বাষ্প, ভাবওঠা।

ভাপশাহ্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল।

ভাপসাগন্ধ (দেশজ) একপ্রকার গন্ধ, দুর্গন্ধভেদ।

ভাপীপুলি (দেশজ) জলের উষ্ণ বাষ্পে প্রস্তুত মিষ্ট পিষ্টকভেদ।

ভাভর, গুজরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্সীর অন্তর্গত ভাভর রাজ্যের প্রধান নগর। পালানপুর হইতে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৩´ পূঃ।

ভাম, ক্রোধ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভামতে। লোট্ ভামতাং। লিট্ বভামে। লুঙ্ অভামিষ্ট। ভাম—কোপন। অদন্ত চুরাদি। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ভাময়তি। লুঙ্ অবভামৎ।

ভাম (পুং) ভামনমিতি ভাম ক্রোধে ঘঞ্। ১ক্রোধ। "মদেচিদস্য প্ররুজন্তি ভামা নবরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ" (ঋক্ ৫।২।১০) 'ভামা ক্রোধা দীপ্তয়ো বা' (সায়ণ)। ভা-(অর্ত্তিস্তুসুহৃসৃধৃক্ষিক্ষু ভায়াবাপদীতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ৩ সূর্য্য। ৪ ভগিনী-পতি। (শব্দরত্না°)

"গুরুং মিত্রং তথা ভামং পুত্রঞ্চ ভগিনীং তথা॥"
(দেবীভাগ° ৬।১৬।৪৯)

ভাম, বেরারের বুন জেলাস্থ একটী জনশূন্য সহর। অক্ষা° ২৫° ১৩´ ৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩´ পূঃ। এই নগর জেওৎ-মলের ১৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রঘুজি-ভোঁসলের সেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে যে, এখানে কোন সময়ে পঞ্চসহস্র বৈরাগীর বাস ছিল। পূর্ব্বে এই নগর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত মতে প্রজাদিগের দ্বারা আবাদ হওয়ায় ইহা অধুনা একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে পরিণত হইয়াছে।

ভাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলান্তর্গত নদীবিশেষ। এই নদী সহ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভামক (পুং) ভাম এব স্বার্থে কন্। ভগিনীপতি।
(শব্দরত্না°)

ভামকবি, ষড়ভাষাচন্দ্রিকা-রচয়িতা।

ভামগড়, মধ্যপ্রদেশান্তর্গত নিমার জেলাস্থ একটী সহর; কন্দসহরের ৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

ভামচন্দ্র, পুণা জেলান্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। ইহাতে ভামচন্দ্র (শিবের) মন্দির ও সীতাকুণ্ড নামক জলপ্রপাত আছে। এই পর্ব্বত চাকনের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উক্ত শিবমন্দির ব্যতীত এই পর্ব্বতভাগে অনেক গুহামন্দির ও সঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধকীর্ত্তি রহিয়াছে।

ভামণ্ডল (ক্লী) ভানাং মণ্ডলং। ১ রশ্মিমেখলা। ২ অঙ্কিত ঋষি বা রাজার মুখের চতুর্দ্দিকস্থ কিরণমালা।

ভামতা, জাতিবিশেষ। ইহারা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের আচার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদ উচ্চ জাতির হিন্দুদিগের ন্যায়। ইহাদিগের প্রায় সকলই সঙ্গতিপন্ন। [ভামতীয় দেখ।]

ভামতী, ষড়দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতি-মিশ্রকৃত বেদান্তসূত্রের টীকা। এই টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল।

ভামতীয়, দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণশীল জাতিবিশেষ, ভিক্ষাবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা মরাঠী বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া নিজের অভীষ্ট সাধন করিয়া বেড়ায়। পুণার পশ্চিমে ভাম্বুর্দা, গণেশখণ্ড প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস আছে।

ভামনী (পুং) ভামং নয়তি নী-ক্বিপ্। পরমেশ্বর। "ভামনী-রেষ সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ" (ছান্দোগ্য উপ০)

ভামহ (পুং) ১ জনৈক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা। ২ রাষ্ট্রকূট-বংশীয় জনৈক নরপতি।

ভামহ, জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি বররুচিকৃত প্রাকৃত-প্রকাশের মনোরমাবৃত্তি নামে টীকা ও একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভামা (স্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-অচ্-টাপ্। কোপনা স্ত্রী।

ভামিন্ (ত্রি) ভাম-ণিনি। ১ ক্রোধযুক্ত। ২ তেজস্বী।
(ঋক্ ১।৭৭।১)

ভামিনী (স্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-ণিনি ঙীপ্। ১ কোপনাস্ত্রী। ২ স্ত্রী মাত্র। "একদা দানবেন্দ্রস্য শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা। সখী সহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্রা চ ভামিনী॥" (ভাগবত ৯।১৮।৬) ৩ তূনয় নামক গন্ধর্ব্বের দুহিতা। (মার্কণ্ডেয়পু০ ১২৮।৭)

ভামের, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলান্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন এখানে পূর্ব্বতন নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহা নিজামপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

ভামো, উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী। ইরাবতীনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৪°১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯৫°৫৪´ পূঃ। চীনরাজ্যের সহিত এই নগরের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এই নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। নগরের উপকণ্ঠে দুইটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।
[ব্রহ্মদেশ দেখ।]

ভাম্বুর্দা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলান্তর্গত মুথাতীরস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম পুণার অনতিদূরে অবস্থিত এবং কাঠসেতু দ্বারা পুণানগরের সহিত সংযোজিত। এখানে পশুক্রয়-বিক্রয় নিমিত্ত প্রতি বুধবারে একটী হাট বসিয়া থাকে। শীতকালে ঐ হাটে পশুর সংখ্যা গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা প্রায় ৩ গুণ অধিক হইয়া থাকে। গ্রামের প্রান্তভাগে অনেক ইংরাজের বসতি এবং বিখ্যাত পাঞ্চালেশ্বর-মন্দির আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত যশোবন্ত রাও হোলকরের ভ্রাতা বিঠোজে হোলকর এখানে বাজীরাও কর্ত্তৃক ধৃত হন। বাজিরাও পেশবা সিন্দেরাজের প্রীতি উৎপাদনার্থ বিঠোজিকে হস্তিপদে বন্ধন করিয়া হত্যা করিতে আদেশ দেন।

ভাম্বোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির করাচি জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অধুনা ইহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত। অক্ষা০ ২৪°৪০´ উঃ, দ্রাঘি০৬৭°৪১´ পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম দেবল, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে এই নগরের নাম মহায়া বা মানসর ছিল।

ভায়জাত্য (পুং) কপিবলের গোত্রাপত্য।

ভায়রাভাই (দেশজ) শ্যালিকাপতি।

ভায়া (ভ্রাতৃশব্দজ) ১ ভাই। (লাটিন) ২ পথিমধ্য।

ভায়াবদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির হালার জেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা০ ২১°৫১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭০°১৭´১৫´´ পূঃ।

ভায়িল, ১ রাজমালবংশীয় জনৈক নরপতি। ২ গৃহনির্ম্মাণ।

ভার, কচ্ছদেশীয় জাতি বিশেষ। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে তৎপুত্র শাহজহান ইহাদিগকে পরাজিত করেন।

ভার (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভৃঞ্ মরণে (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৯) ইতি ঘঞ্। ১ পরিমাণবিশেষ, বিংশতি তুলা পরিমাণ, ইহা আট হাজার তোলা।

"অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ॥" (চাণক্য)

২ বিষ্ণু। (মেদিনী) ৩ গুরুত্ব, গুরুত্বগুণবিশিষ্ট বস্তু, চলিত বোঝা। ৪ বীবধ। (মেদিনী)

ভারক (ক্লী) পরিমাণবিশেষ, ভার।

ভারকী (স্ত্রী) ভৃ বাহুলকাৎ অন্বচ্। পোষণকর্ত্রী স্ত্রী।

ততঃ কাশ্যাদিত্বাং ঠঞ্। ভারঙ্গিক—তত্র ভব।

ভারণ্ড (পুং) উত্তরকুরুদেশজ শকুনপক্ষী।

"অসংহতা বিনশ্যন্তি ভারণ্ডা ইব পক্ষিণঃ॥

একোদরাঃ পৃথক্‌গ্রীবা অন্যোঽন্যফলভক্ষিণঃ।" (পঞ্চতন্ত্র)

ভারত (ক্লী) ভারতান্ ভরতবংশীয়ানাধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ ইত্যণ্। বা ভারং চতুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রেভ্যোপি সারাংশং তনোতীতি তন ড। গ্রন্থভেদ, মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত নামক ইতিহাস গ্রন্থ।

"ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।

ভারতং ভবতে যস্ত তস্য হস্তগতো জয়ঃ॥" (ভারত)

[ইহার বিশেষ বিবরণ মহাভারত শব্দে দেখ।

২ বর্ষভেদ, জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। ভরতস্য মুনেরয়ং ভরত-অণ্। (পুং) ৩ নট। (জটাধর) ৪ অগ্নি। (ত্রিকা॰) ভরতস্য গোত্রাপত্যমিতি ভরত-অণ্। ৫ ভরতের গোত্রাপত্য।

"তত্রাশ্রৌষমহঞ্চৈতং কর্ম্ম ভীমস্য ভারত।"(ভারত ৩।১১।৭৪)

ভারত, সমরসারোদাহরণপ্রণেতা।

ভারত আচার্য্য, তন্ত্রসারধৃত জনৈক তন্ত্রগ্রন্থকার।

ভারত কর্ণ, তত্ত্বকণিকা-রচয়িতা।

ভারতচন্দ্র রায়, জনৈক সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি। তিনি কালিকা-মঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) লিখিয়া আপনাকে বঙ্গবাসীর নিকট চির-পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা অশ্লীল হইলেও উহার রচনাবৈচিত্র্য ও কবিত্বপূর্ণ শ্রুতিমধুর সরল পদবিন্যাস দেখিলে এককালে চমৎকৃত হইতে হয়। সাহিত্য ও কাব্যাদি হইতে সাধারণতঃ সাময়িক সমাজ-চিত্র সঙ্কলিত হইতে পারে। কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে যে সকল অমার্জ্জিত রুচির বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন সামাজিক বিপ্লবের পরিচায়ক। নবাবী আমলে মুসলমানগণের অত্যাচার ও সুখবিলাসী ভুস্বামিগণের যথেচ্ছা-চারিতা তৎকালে সমাজে একটী বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত করিয়াছিল। সেই বিলাসিতা ও কামিনীকাঞ্চন-লালসার মধ্যে পড়িয়া সেই সময়ে সকলেই প্রায় আদিরসের অনুরাগী হইয়াছিল। তাই আদিরস-সুধাস্বাদনোৎসুক নবদ্বীপাধি-পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অস্মদ্দেশীয় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত-চন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরসপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি সাময়িক রুচির বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণাস্থ পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামের নিকট নরেন্দ্রপুরে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু কোন্ অব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোন প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত 'সত্যপীরের কথা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এইরূপে বংশপরিচয় লিখিত আছে—

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতিরায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পোথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষনা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হৌন্ বরদায়,
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥"

উক্ত গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যের 'সনে রুদ্র চৌগুণা' হইতে গ্রন্থসমাপ্তিকাল বাঙ্গালা ১১৩৪ সাল ধরা যায়। শুনা যায়, তখন ভারতচন্দ্র পঞ্চদশবর্ষীয় ছিলেন, সুতরাং তাঁহার জন্ম সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে হইয়া থাকিবেক।

কবির পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার প্রায় বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তিনি স্বীয় অতুল সম্পত্তি-রক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী ভবানীপুর গ্রাম গড়বন্দী করেন। জনরব এইরূপ,—পরস্পরের অধিকারভুক্ত ভূমিসীমাসংক্রান্ত বিবাদসূত্রে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে কোপা-ন্বিতা হইয়া রাজমাতা দুইজন রাজপুত সেনানীকে ভুরসুট অধিকারের আদেশ প্রদান করেন। তাহারা সদলে আসিয়া রজনীযোগে ভবানীপুরগড় ও পেঁড়োর গড় বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়।

ইহার পর নরেন্দ্ররায়ের দৈন্যদশার আরম্ভ। হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া তিনি কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কবি ভারতচন্দ্র সেই গোলযোগের সময়ে মণ্ডলঘাট পরগণার গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে স্বীয় মাতুলাশ্রয়ে যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাজপুর-গ্রামে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে উক্ত দুইখানি গ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। পরে তাজ-

পুরের নিকটস্থ শারদাগ্রামবাসী জনৈক কেশরকুনী আচার্য্যের কন্যা বিবাহ করিয়া তিনি স্বীয় অগ্রজ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কৃতশিক্ষাই এই অনিষ্টকর কার্য্যের মূলহেতু বলিয়া সকলেই তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।*

স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া ভারত অভিমানবশে গৃহত্যাগপূর্ব্বক হুগলী বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ দেবানন্দপুরনিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও মুন্সীবাবুদিগের যত্নে পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি মুন্সী বাবুদিগের নিকট যে সিধা পাইতেন, স্বহস্তে পাক করিয়া তাহাতেই উদরপূর্ত্তি করিতেন। এ সময় তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অল্প অল্প কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পূজা হইবে। সত্যনারায়ণের কথা শুনাইবার জন্য ভারতকে পুথি পড়িতে আদেশ করা হয়। তদনুসারে ভারত স্বরচিত ত্রিপদীছন্দাত্মক একটী 'সত্যনারায়ণকথা' পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। উক্ত পূজোপলক্ষে দ্বিতীয়বার কথাপাঠে আদিষ্ট হইলে ভারত চৌপদী ছন্দে অপর একখানি গ্রন্থের পাঠ শুনাইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের শেষে 'সনে রুদ্র চৌগুণা' এইরূপ সন নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই।

পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতা মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানরাজের নিকট হইতে সামান্য একটী সম্পত্তি ইজারা লন। ভারতকে সংস্কৃত এবং পারসী ভাষায় বিশেষ কৃতবিদ্য দেখিয়া তাঁহার অগ্রজেরা তাঁহাকে স্বকীয় সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বর্দ্ধমান নগরে প্রেরণ করেন। এক সময়ে তাঁহার সহোদরেরা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রেরণে অক্ষম হইলে বর্দ্ধমানরাজ ঐ ইজরাটী খাস করিয়া লন। ইহাতে ভারতচন্দ্র আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু স্বীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন। এই কারা যন্ত্রণা তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি কারারক্ষককে বশীভূত করিয়া রাত্রিযোগে বর্দ্ধমান পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাষ্ট্র অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পলায়নকালে রঘুনাথনামক জনৈক নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তিনি মহারাষ্ট্ররাজধানী কটকনগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে দয়াশীল মহারাষ্ট্র সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহে তিনি শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তমধামে বাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। সুবেদার তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারী, মঠধারী ও পাণ্ডাদিগের উপর আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, 'ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য বিনা করে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থবাসী হইতে পারিবেন এবং যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে সসম্মানে স্থান পাইবেন'। তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটী বলরামী-আটকে ধার্য্য হইয়াছিল।

এখানে শঙ্করাচার্য্যমঠে বাসপূর্ব্বক ভারত রাজপ্রসাদ ও দেবপ্রসাদ ভোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা বৈষ্ণব সহবাস ও বৈষ্ণবের সহিত আলাপ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থপাঠ ও শ্রীভাগবতশ্রবণ হেতু তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক উদাসীনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। একদা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৃন্দাবনধাম দর্শনের বাসনা জানাইলে ভারত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের অনুগামী হন। শ্রীক্ষেত্র হইতে পদব্রজে বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তথাকার গোপীনাথ জীউর মন্দির দর্শনে গমন করিয়া দেখিলেন যে, কীর্ত্তনকারী গায়কসম্প্রদায় 'মনোহরশাহী' কীর্ত্তনারম্ভের অনুষ্ঠান করিতেছে। বৈষ্ণব সঙ্গে দেবমন্দিরে প্রসাদ পাইয়া তিনি কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃতপানে গুণাকর কবিবর প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি-ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ তাহা জ্ঞাত ছিল। যখন তিনি তন্ময় হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন, তখন রঘুনাথ অবসর বুঝিয়া গোপনে ভট্টাচার্য্যের ভবনে যাইয়া তাঁহার শ্যালী ও ভায়রা-ভাইকে সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত করান। তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে ভট্টাচার্য্য পরিবারস্থ সকলে কীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন এবং নাপিত ডাকাইয়া তাঁহার দাড়ি গোপ চুল ও নখ প্রভৃতি ফেলাইয়া দেন। তৎপরে তাঁহারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র পরিধানান্তর অনেক অনুরোধ উপরোধের পর গৃহধর্ম্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি এ সময়ে স্বীয়

* বলিতে পারি না, সংস্কৃতাধ্যয়নকালে ঐ কন্যার সহিত ভারতের কোন বাল্যস্বভাবসুলভ প্রণয় জন্মিয়াছিল কিনা? কিন্তু এই বিবাহে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা অনেক লাঘব হইয়াছিল।

আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন যে, 'যে পর্য্যন্ত না বিষয় কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, ততদিন আর আমি গৃহে গমন করিব না।'

কএক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া শারদাগ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। বিবাহবাসর ব্যতীত ভারতচন্দ্র আর একদিনও প্রণয়িনীর মুখদর্শন-সুখ ভোগ করেন নাই। অনেক দিনের পর স্ত্রীদর্শনে তাঁহার চিত্তে প্রেম ও প্রীতি-ভাবের উদয় হইয়াছিল। শ্বশুরালয় হইতে যাত্রাকালে তিনি স্বীয় পত্নী ও শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া যান যে, যতদিন না আমি অর্থোপার্জ্জন দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে বাটীনির্ম্মাণ করিতে পারি, ততদিন আপনি কিছুতেই আপন কন্যাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইবেন না। গৃহত্যাগী ভারতের এই দৃঢ়তা, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্বশুরবাটী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ফরাসডাঙ্গায় যান। এখানে ফরাসী গবর্মেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য শ্রোত্রিয় পালধি-বংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উমেদারী কালে তিনি গোন্দালপাড়া নিবাসী ৺ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে আহারাদি করিতেন।

টাকা কর্জ্জের আবশ্যক হইলে নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের বাটীতে আগমন করিতেন। এই সূত্রে একদিন দেওয়ানজী মহারাজের সহিত নানা সদালাপের পর ভারতের কবিত্বশক্তি, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান দৈন্যদশার পরিচয় জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রতিপালনভার গ্রহণে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অঙ্গীকার মত ভারতকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া ৪০৲ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় রাজসাক্ষাৎ তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। তদনুসারে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে দুএকটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। তদ্দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। একদিন মহারাজ বলেন, 'ভারত তোমার কবিতায় আমার সবিশেষ প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুমি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ) কৃত চণ্ডী-গ্রন্থেরপ্রণালীক্রমে কালিকামঙ্গল রচনা কর।'

সেই আদেশপালন জন্য কবিবর ভারত কালিকামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ তিনি যতটুকু রচনা করিতেন, নীলমণি সমাদ্দার নামক জনৈক গায়ক ইহাতে গীতের সুর ও রাগ সমাবেশ করিয়া রাজাকে প্রতিদিন শুনাইতেন। রচনা শেষ হইবার পূর্ব্বে রাজা উক্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যাসুন্দর সংযোজনা করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান * রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রিয় সভাসদ্‌রূপে গণ্য করিয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি উপসংহারে মানসিংহের বঙ্গাগমন ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা লিখিয়া গ্রন্থ সমাপন করেন।

[ভবানন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।

উক্ত কালিকামঙ্গলের (অন্নদামঙ্গলের) শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তি-কাল এইরূপ লিখিত আছে—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।"

ইহার অর্থ ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া কালিকামঙ্গল সমাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং ৪০ বৎসর বয়সের কিছু পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণনগরাধিপের আশ্রয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্বীকার করা যায়।

রায় গুণাকরের রসমঞ্জরী-গ্রন্থের কবিত্ব ও লালিত্য উপলব্ধি করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি এরূপ সদ্ভাবপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, কোন সময়ে তাঁহার সহিত রহস্যকৌতুক করিতে বিরত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের নায়ক নায়িকার

---

* তদ্রচিত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানটী রূপক বলিয়া মনে হয়। বর্দ্ধমান-রাজসরকারের উপর জাতক্রোধ হইয়া তিনি বিদ্যাকে বর্দ্ধমান-রাজদুহিতা সাজাইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অনুরূপ। তৎকালে নবদ্বীপে প্রগাঢ় বিদ্যানুশীলন হইত এবং দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে বিদ্যোৎসাহী যুবকবৃন্দ নদীয়ায় ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার জন্য আগমন করিত। ন্যায়শাস্ত্ররূপ বিদ্যার কূট তর্কের মীমাংসা শাস্ত্রাধ্যায়ী সুন্দররূপ যুবকের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। সুন্দর বিদ্যালাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সুদূর কাঞ্চীপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন। বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থে তাহাই সুন্দরের মশান রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মালিনীর সাহায্য ব্যতীত সুন্দরের বিদ্যালাভ যেরূপ অসম্ভব ছিল, অধ্যাপকের নির্দ্দেশ ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞানলাভও তদ্রূপ দুঃসাধ্য। বিদ্যালাভপ্রত্যাশায় সুন্দরের মালাগাঁথা ও মালিনীর নিগ্রহ, বিদ্যাধ্যায়ীর অসীম অধ্যবসায় ও উপদেষ্টাগণের প্রভাব খর্ব্বের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বিদ্যানুশীলন জন্য জ্ঞানার্থীর অনুরাগ, যুবকের যুবতী প্রেমাকাঙ্ক্ষার অনুরূপে সূচিত হইয়াছে। তাই ভাব বিপর্য্যয়ে ইহার ভাব ও ভাষা এতাদৃশ অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্ণমালার স্বরবিন্যাস সহকারে শব্দযোজনা অতি রমণীয় হইয়াছে।

বর্ণনা শুনিয়া মহারাজ তাঁহাকে সুরসিক প্রেমিক জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি বহুদিন এখানে রহিয়াছ, তোমার স্ত্রীপরিবারের কোন তত্ত্বাবধান কর নাই ত?" তদুত্তরে ভারত বলিয়াছিলেন, 'আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে আছে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বয়ং বাটী প্রস্তুত না করিতে পারিলে আর গৃহী হইব না। সুতরাং কিরূপে আর বাড়ীতে মুখ দেখাই, গঙ্গাতীরে একটু জমি পাইলে বাটী প্রস্তুত করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে পারি।" নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিল। ভারতের প্রার্থনা মত তিনি তাঁহাকে মূলাজোড় গ্রাম খানি ৬০০ টাকা রাজস্বে ইজারা দেন এবং বাটীনির্ম্মাণের জন্য ১০০০ টাকা দান করেন।

ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বর্দ্ধমানপতি তিলকচন্দ্রের মাতা বর্গীর ভয়ে মূলাজোড়ের পার্শ্বস্থ কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পাছে রাণীমাতার হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি পশ্বাদি ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের ইজারাভুক্ত মূলাজোড় গ্রামে যাইয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করে এবং তিনি ব্রহ্মস্বহরণপাপে পতিত হন, এই ভয়ে তিনি স্বীয় কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় পত্তনী লইয়াছিলেন। ইহার বিনিময় স্বরূপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড়ে ১৬ বিঘা ও আনরপুরের অন্তর্গত গুস্তে গ্রামে ১০৫ বিঘা ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তররূপে প্রদান করেন। মূলাজোড়বাসীর অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পত্তনিদার রামদেবের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে একখানি পত্রসহ অষ্টশ্লোকী 'নাগাষ্টক' লিখিয়া পাঠান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাগাষ্টকের রচনা-কৌশলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নাগের উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। মূলাজোড়ে থাকিয়া ভারত তাঁহার পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কএক বৎসর হাস্য পরিহাসে কাল হরণ করিয়া তিনি ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র হইতে রোগের সূত্রপাত হইয়া শেষে তাঁহার ভস্মকরোগ জন্মিয়াছিল।

ভারতমণ্ডল, জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতাখ্য দেশভেদ।

[ভারতবর্ষ দেখ।

ভারতবর্ষ, জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্মৃতং।" (পূর্ব্বভাগ ৪৮।১০)

প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়া মনু ভরত নামে আখ্যাত। আবার ভরত নামক মনুপ্রতিপালিত বলিয়া এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। কেহ আবার দুষ্মন্তপুত্র ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ নামের নিরুক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার কুমারিকাখণ্ড ও নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে, জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাভি হিমালয়ের আধিপত্য লাভ করেন। তৎপুত্র ঋষভ এবং তাঁহার পুত্র ভরত। এই ভরত বহুকাল ধর্ম্মানুসারে যে বর্ষ শাসন করিয়াছিলেন, তাহাই তন্নামানুসারে ভারতবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। * মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে, ভরতকে তৎপিতা এই রাজ্য দিয়াছিলেন বলিয়া এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। †

পৌরাণিক সীমা ও ভূবৃত্তান্ত।

ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে ভারতবর্ষের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা॥"

যে দেশ সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ। এখানকার প্রজাগণ ভারতী নামে প্রসিদ্ধ।

পৌরাণিক বিভাগ।

উক্ত পুরাণসমূহে লিখিত আছে,—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তেত্বগম্যাঃ পরস্পরম্॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরং॥
আয়তো হ্যাকুমারিকাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ।
তির্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণঃ সহস্রত্রয়মেব চ॥
দ্বীপো হ্যুপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা হ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৮।১২-২৭)

* "নাভেঃ পুত্রস্তু ঋষভাস্তরতো চাভবত্ততঃ।
তস্য নাম্না ত্বিদং বর্ষং ভারতং চেতি কীর্ত্ত্যতে॥" (কুমারিকা ৩৩ অঃ)
(নারসিংহপুরাণ ৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

† "হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা।
তস্মাচ্চ ভারতং বর্ষং"—(মার্কণ্ডেয় পু॰)

এই ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ কথিত হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক ভাগই সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত থাকায় পরস্পর অগম্য। এই নয়টী বিভাগের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব ও বারুণ। উক্ত অষ্টদ্বীপ, এতদ্ভিন্ন এই সাগরবেষ্টিত দ্বীপই নবম। এই নবম দ্বীপের উত্তরদক্ষিণে আয়ত সহস্র যোজন, কিন্তু কুমারিকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ইহার উত্তর দক্ষিণে বক্রভাবে বিস্তার তিন সহস্র যোজন। এই নবম দ্বীপের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা বহুতর ম্লেচ্ছ বাস করে। ইহার পূর্ব্বসীমায় কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবনগণ এবং ইহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ যজ্ঞ, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিতেছে। বামনপুরাণে এই নবমদ্বীপ কুমারদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে।*

বামনপুরাণ মতে—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ।
আন্ধ্রা দক্ষিণতো বীর তুরুষ্কাশ্চাপি চোত্তরে॥"

অর্থাৎ এই কুমার-দ্বীপের পূর্ব্বসীমায় কিরাত রাজ্য, পশ্চিমে যবন রাজ্য, দক্ষিণে আন্ধ্র রাজ্য এবং উত্তরে তুরুষ্ক রাজ্য অবস্থিত। এই কুমারদ্বীপই অধুনা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। এই নবম দ্বীপ ভিন্ন অপর আটটী দ্বীপ বর্ত্তমান ভারতবর্ষের বাহিরে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। উহাদিগের মধ্যে তাম্রবর্ণ ও নাগদ্বীপ বর্ত্তমান সিংহলদ্বীপের অংশ বিশেষ বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রদ্বীপাদির প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করা এক প্রকার দুঃসাধ্য।

পুরাণমতে ভারতীয় অনুদ্বীপ।

উক্ত নয়টী দ্বীপ ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আর কয়েকটী ভারতীয় অনুদ্বীপের উল্লেখ আছে। যথা—

"অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ॥
অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাসত্ত্বসমাকুলং।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরং॥
হেমবিদ্রুমপূর্ণানাং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সম্মিতং লবণাম্ভসা॥
তত্র চক্রগিরির্নাম নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
তত্র সা তু দরী চাস্য নানাসত্ত্বসমাশ্রয়া॥
স মধ্যে নাগদেশস্য নৈকদেশো মহাগিরিঃ।
কোটিভ্যাং নাগ-নিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিং॥
যবদ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরান্বিতম্।
তত্রাপি দ্যুতিমান্নাম পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ॥
সমুদ্রগানাং প্রভবঃ প্রভবং কাঞ্চনস্য তু।
তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্॥
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরং কনকস্য চ।
আকরং চন্দনানাঞ্চ সমুদ্রানাং তথাকরং॥
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদীপর্ব্বতমণ্ডিতং।
তত্র শ্রীমাংস্তু মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ॥
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ।
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদা ক্ষিতৌ॥
অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুরনমস্কৃতং।
তথা কাঞ্চনপাদস্য মলয়স্যাপরস্য হি॥
নিকুঞ্জেস্বৃণসোমাঙ্গেরাশ্রমং সিদ্ধসেবিতং।
নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে॥
তথা ত্রিকূটনিলয়ে নানাধাতুবিভূষিতে।
অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগৃহে॥
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণা।
নির্য্যূহবলভী চিত্রা হর্ম্ম্যপ্রাসাদমালিনী॥
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী॥
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাং।
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিত্তাদেব বিদ্বিষাং॥
মানুষাণামসম্বাধা দুর্গম্যা সা মহাপুরী।
তস্য দ্বীপস্য বৈ পূর্ব্বে তীরে নদনদীপতেঃ॥
গোকর্ণনামধেয়স্য শঙ্করাস্যালয়ো মহান্।
তথৈব রাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্খদ্বীপ-সমাস্থিতং॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাম্লেচ্ছগণালয়ং।
তত্র শঙ্খগিরির্নাম ধৌতশঙ্খদলপ্রভঃ॥
নানারত্নাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতঃ।
শঙ্খনাগা মহাপুণ্যা যস্মাৎ প্রভবতে নদী॥
যত্র শঙ্খমুখো নাম নাগরাজকৃতালয়ঃ।
তথৈব চ কুশদ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্॥
নানা গ্রামসমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবম্।
কামদা নাম বিখ্যাতা দুষ্টচিত্তনিবর্হণী॥
মহাভাগা ভগবতী প্রভাবিস্তাভিরিজ্যতে।
তথা বরাহদ্বীপে চ নানা ম্লেচ্ছগণাকুলে॥
নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে।

* "অয়স্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
কুমারাখ্যপরিখ্যাতো দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ।" (বামনপুরাণ)
ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে এই নবম দ্বীপ 'কুমারিকা' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

ধনধান্যবৃতে স্ফীতে ধর্ম্মিষ্ঠজনসঙ্কুলে।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্বহুপুষ্পফলোপগৈঃ॥
বরাহপর্ব্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ।
অনেককন্দরদরী-গুহা-নির্ঝর-শোভিতঃ॥
তস্মাৎ সুরসপানীয়া পুণ্যতীর্থতরঙ্গিণী।
বারাহী নাম বরদা প্রবৃত্তাস্ত মহানদী॥
বারাহরূপেণ তত্র বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
অনন্তদেবতাস্তস্মৈ নমস্কুর্ব্বন্তি বৈ প্রজাঃ॥
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ।
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ॥"(ব্র০পু০৫১।১৪-৪২)

অর্থাৎ অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ বহুবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ নানা রত্নের আকর ছয়টী দ্বীপ আছে। বিশাল অঙ্গদ্বীপে ম্লেচ্ছজাতি অবস্থান করে এবং ইহাতে সুবর্ণ, প্রবাল ও নানাবিধ রত্নের খনি আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ নদী, পর্ব্বত ও বন দ্বারা অলঙ্কৃত এবং লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে চক্র নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার গুহাসমূহ অতি বিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এই মহাগিরি নাগদেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপরে বহু প্রদেশ আছে। পর্ব্বতের প্রান্তভাগদ্বয় সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে।

যবদ্বীপ বহুবিধ রত্নের আকর, ইহাতে নানাধাতুমণ্ডিত দ্যুতিমান্ নামক একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে অনেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে নানাবিধ রত্ন পাওয়া যায়।

মলয়দ্বীপে বহুবিধ চন্দন, স্বর্ণ, মণি ও রত্ন পাওয়া যায়। এখানে অনেক ম্লেচ্ছ বাস করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ বন ও উপবন দ্বারা পরিশোভিত হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় মনোহারিণী। এখানে রজতাকর মলয় পর্ব্বত আছে। ইহা মহামলয় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে মন্দার নামে আর একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতে দেবাসুরপূজিত অগস্ত্য মুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত মলয় পর্ব্বতের স্বর্ণময় পাদে মনোহর তৃণাদিনির্ম্মিত অতি পবিত্র এক আশ্রম আছে। সেই স্থান সর্ব্বদা বহুবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা অলঙ্কৃত এবং তথায় প্রতি পর্ব্বেই স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তথায় ত্রিকূট-নিলয়ে নানাধাতুবিভূষিত অত্যুচ্চ নানাবিধ সানু ও গুহাশোভিত মনোহর শৃঙ্গে, স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণযুক্ত প্রাসাদমালায় শোভিত লঙ্কাপুরী পরিশোভিত আছে। ইহা শত যোজনবিস্তৃত ও ত্রিশত যোজন দীর্ঘ। এখানে সুরদ্বেষী কামরূপী মহাবলশালী রাক্ষসগণ অবস্থান করে। এই স্থান মনুষ্যগণের অগম্য বলিয়া কখনও মানব কর্তৃক পরিপীড়িত হয় নাই।

এই দ্বীপের পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রের নিকটে শঙ্খদ্বীপ। তথায় গোকর্ণ নামক মহাদেবের অতি বৃহৎ আলয় ও শত যোজন বিস্তৃত একটী রাজ্য আছে। ইহাতে বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি অবস্থান করে। এখানে বহুবিধ রত্নপরিপূর্ণ শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অতি মনোহর শঙ্খ নামক এক পর্ব্বত আছে। ইহাতে সৎকর্ম্মশালী প্রাণিগণ বাস করেন। এই পর্ব্বত হইতে শঙ্খনাগা নাম্নী পূতসলিলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতেই শঙ্খমুখনামক নাগরাজের আলয় আছে।

নানাবিধ কাননাদিপরিশোভিত, বহুগ্রামসমাকীর্ণ, নানারত্নাকর, ও বহুবিধ পুণ্যবান্ লোক-পরিপূর্ণ কুশদ্বীপ ভারতপ্রান্তে অবস্থিত আছে। এখানকার মনুষ্যগণ, দুষ্টচিত্তবিনাশিনী মহাভাগা ভগবতী কামদা দেবীর পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করে।

বরাহদ্বীপ অধিকসংখ্যক ম্লেচ্ছগণের আবাস স্থান। এখানে অপরাপর জাতিও আছে। ইহা বহুবিধ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। এই দ্বীপে বহুবিধ নদী, পুষ্পফলশোভিত বন এবং বরাহ নামক শিলাময় অতি রমণীয় এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে নির্ম্মলসলিলা তরঙ্গময়ী বারাহী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এখানকার মনুষ্যগণ একাগ্রচিত্তে সেই সর্ব্বলোকপ্রসবকারী অনন্ত বিষ্ণুকে নমস্কার ও পূজাদি করিয়া থাকে, অন্য দেবতার উপাসনা বা ভজনা করে না। এইরূপে দক্ষিণদিকে বহুবিধ ভারতদ্বীপ রহিয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

উপরে যে ছয়টী ভারতীয় অনুদ্বীপের কথা লিখিত হইল, ঐ দ্বীপগুলি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত, এতন্মধ্যে অঙ্গদ্বীপ এখন অনম্ বা কম্বোজ নামে [কম্বোজ দেখ।], যবদ্বীপ এখনও যবদ্বীপ নামে, মলয়দ্বীপ এখন সুমাত্রা নামে [উপনিবেশ শব্দ দেখ।], শঙ্খদ্বীপ এখন সম্বব নামে এবং বরাহ দ্বীপ এখন অষ্ট্রেলিয়া নামে খ্যাত আছে। বর্ত্তমান ভৌগোলিকেরাও ঐ গুলিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Indian-Archipelago) নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

পৌরাণিক গুপ্ত বা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ।

প্রায় প্রতি পুরাণেই ভারতবর্ষের বিষয় অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে, একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও পাপ বা পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। এখানেই স্বর্গ ও এইখানেই অপবর্গ।

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী ভারতবর্ষের কুলপর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতের সমীপে সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। ইহাদের সানু সকল বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, বিপুলায়ত এবং মনোজ্ঞভাবযুক্ত।

এই ভারতবর্ষে কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতস্বন, বৈদ্যুত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, পাণ্ডর, পুষ্প, উর্জ্জয়ন্ত, রৈবত, অর্ব্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, কূটশৈল, কৃতস্মর, শ্রীপর্ব্বত, ক্রোর এবং অন্যান্য শত শত যে পর্ব্বত আছে, তাহাদের দ্বারা জনপদ সকল ম্লেচ্ছ ও আর্য্য এই দুইভাগে বিমিশ্রিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ঐরাবতী, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃশদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, বংক্ষু, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, কৌশিকী এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে।

বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বেণ্বা, নন্দিনী, সদানীরা, মহী, পারা, চর্ম্মণ্বতী, তাপী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা, ও তরণী এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়াছে। শোণ, নর্ম্মদা, সুরথা, অদ্রিজা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, চিত্রোৎপলা, তমালা, করমোদা, পিশাচিকা, পিপ্পলী, শ্রোণি, বিপাশা, বঞ্জুলা, সুমেরুজা, শুক্তিমতী, শকুলী, ত্রিদিবা, ক্রমু, এবং বেগবাহিনী ইহারা ঋক্ষ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রসূতা হইয়াছে। শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী, বেণ্বা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্বতী, করতোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশিরা, ইহারা বিন্ধ্যপাদপ্রসূতা এবং সকলেই পুণ্যতোয়া ও পবিত্রস্বভাবা। গোদাবরী, ভীমরথা, কৃষ্ণবেণ্বা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্য, ও কাবেরী এই সকল নদী বিন্ধ্যপাদ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছে। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পজা ও উৎপলাবতী মলয়াদ্রিসম্ভূতা এই সকল নদীর জল অতি সুশীতল। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী ও বংশকরা, প্রভৃতি নদী সকল মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। ঋষিকুল্যা, কুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা, পলাশিনী, ইহারা শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে প্রসূত হইয়াছে। হিমবৎ পাদবিনিঃসৃতা সরস্বতী ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল পরম পবিত্রস্বরূপা। এই সকল মহানদী ভিন্ন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদীও আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষাকালে প্রবাহিত, অবশিষ্টগুলি সদাকালপ্রবাহিণী।

মৎস্য, অশ্মকূট, কুল্য, কুন্তল, কাশি, কোশল, অথর্ব্ব, কলিঙ্গ, মলক, বৃক, এই সকল জনপদ মধ্যদেশে অবস্থিত। যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত, সহ্যপর্ব্বতের সেই সকল উত্তর বিভাগে যে সকল দেশ আছে, সেই সমস্ত দেশ পরম রমণীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্দ্ধনপুর, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়, অপরান্ত, শূদ্র, পহ্লব, চর্ম্মচণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শতদ্রুজ, কলিঙ্গ, পারদ, হারহূণ মাঠর, বহুভদ্র, কৈকেয়, দেশমালিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ, বৈশ্য ও শূদ্রকুল, কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, হর্ষবর্দ্ধন, চীন, তুখার, বাহতা, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, পুষ্কল, কশেরুক, লম্পাক, শূলকার, চূলিক, জগুড়, ঔপক, আনিভদ্র, কিরাত, তামস, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গন, শূলিক, কুহক, ঔর্ণ, দর্ব্ব, এই সকল জনপদ উত্তর দিকে অবস্থিত।

প্রাচ্য জনপদ—অগ্রাবক, মুদকর, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, মালবর্ত্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, মল্লক, প্রাগ্জ্যোতিষ, মদক, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মল্ল, মগধ ও গোমন্ত ইহারা প্রাচ্য জনপদ। দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ—পুণ্ড্র, কেরল, গোলাঙ্গুল, শৈলূষ, মূষিক, কুসুম, বাসক, মহারাষ্ট্র, মহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশ্যিক, আঢ্যক, শবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌরিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোগবর্দ্ধন, নৈষিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ ও বনদারক এই সকল দেশ দাক্ষিণাত্য।

অপরান্তদেশস্থিত জনপদ—সূর্পারক, কালিবর্ণ, দুর্গ, তালিকট, পুলিন্দ, সুমীন, রূপপ, শ্বাপদ, কুরুমী, কটাক্ষর, নাসিক্য, উত্তর নর্ম্মদ, ভরুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, আবন্ত্য, ও আর্ব্বুদ এই সকল অপরান্ত দেশ।

সরজ, করূষ, কেরল, উৎকল, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্য, তোশল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুম্বুর, তুম্বুল, পটু, নৈষধ, অন্নজ, তুষ্টিকার, বীতিহোত্র ও অবন্তি এই সকল জনপদ বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিত। নীহার, হংসমার্গ, কুরু, গুর্গণ, খস, কুন্ত, প্রাবরণ, ঊর্ণ, দার্ব্ব, ত্রিগর্ত্ত, মালব, কিরাত ও তামস এই সকল পার্ব্বত্য দেশ। এই সকল স্থানেই সত্য ও ত্রেতাদি চতুর্যুগের বিধি প্রচলিত আছে। এই ভারবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্বে মহাসাগর। হিমালয় পর্ব্বত ইহার উত্তরে ধনুর্গুণাকারে অবস্থিত। কেবল এই ভারতবর্ষেই মানব শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে। ইহাই একমাত্র কর্ম্মভূমি, সংসারে ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কর্ম্মভূমি নাই। দেবগণও দেবত্ব

হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এখানে মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই অভিলাষ করেন। মনুষ্যেরা এখানে যাহা করে, সুর বা অসুরেরাও তাহা করিতে পারে না। (মার্কণ্ডেয় পু০ ৫৭ অ০)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। ভারতবর্ষ স্বর্গ ও মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। এইখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্ ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী কুল পর্ব্বত আছে। এই-স্থান হইতে স্বর্গাদি এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই। ইহার পূর্ব্বে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবন, এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র যজ্ঞ যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে। শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। নর্ম্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে, তাপী ও পয়োষ্ণী প্রভৃতি নদী ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে, গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি সহ্য পর্ব্বত হইতে, কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী-আদি মলয় পর্ব্বত হইতে, ত্রিসোমা ও ঋষি-কুল্যাদি মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে এবং কুমারী-আদি নদীসকল শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্না হইয়াছে। এই সকল নদীর সহস্র সহস্র শাখা-নদী ও উপনদী আছে। কুরু-পঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসি-জনগণ, পূর্ব্বদেশবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং ইহা ভিন্ন অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারুষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ, সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শাকলবাসিগণ এবং মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি বিভিন্ন দেশবাসিগণ ঐ সকল নদীতীরে বাস এবং ঐ নদীর জলপান করিয়া থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ)

পুরাণে ভারতবর্ষের যেরূপ সীমা ও জনপদাদির উল্লেখ আছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের আকার বর্ত্তমান ভারতের আকৃতি অপেক্ষা কিছু বৃহৎ ছিল বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ে পুরাণাদি সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎকালে পশ্চিমে যবননিবাস আয়োনিয়া বা পারস্য, পূর্ব্বে পূর্ব্বোপদ্বীপের সীমান্তস্থ কম্বোজ বা আনাম; উত্তরে তুর্কিস্থান এবং দক্ষিণে সিংহল-দ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমান্তর্ভুক্ত ছিল। নানা বৈদেশিক আক্রমণে ইহার আয়তন ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়াছিল।

প্রাকৃতিকদৃশ্য ও ভূ-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষের আকৃতি একটী ত্রিভুজের ন্যায়। গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় তাহার ভূমি এবং পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট বাহুদ্বয়। অক্ষা০ ৮° হইতে ৩৫° উঃ এবং দ্রাঘি০ ৬৬° ৩৮´ হইতে ৯৮° ৩২´ পূঃ।

উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর পার হইলে তিব্বতের মালভূমি। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের একটা শাখা আরবসাগর পশ্চিমে কিছুদূর পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় শাখা বঙ্গোপসাগর পূর্ব্বে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম কোণে হিমালয় হইতে নির্গত সালিমান ও হালা-পর্ব্বতের প্রাচীরপার হইলে আফগানিস্থান ও ইংরাজের রক্ষিত বলুচিস্থান। পূর্ব্বে হিমালয়নির্গত অনুন্নত গিরি-শ্রেণী বঙ্গোপসাগরতটে নিগ্রেস্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নাত্যুচ্চ গিরিপ্রাচীর পার হইয়া ইংরাজরাজ ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া ভারতের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের ক্রোড়ে প্রত্যন্ত পর্ব্বতের উপর পার্ব্বতীয় স্বাধীন রাজ্য নেপাল ও ভূটান এবং সিকিমদেশ।

বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য। আর্য্যবর্ত্ত আবার চারি ভাগে বিভক্ত। যথা হিমালয়প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রাচ্য প্রদেশ ও প্রতীচ্য প্রদেশ। দাক্ষিণাত্যও চারিভাগে বিভক্ত। যথা, নর্ম্মদাপ্রদেশ, গোদাবরীপ্রদেশ, কৃষ্ণাপ্রদেশ ও কাবেরী প্রদেশ।

আর্য্যাবর্ত্ত।—উত্তরে তিব্বতের তিন মাইল উচ্চ মালভূমি ও দক্ষিণে দক্ষিণাপথের অর্দ্ধ মাইল উচ্চ মালভূমির মধ্যে আর্য্যা-বর্ত্তের পূর্ব্বপশ্চিমবিস্তারী নিম্নক্ষেত্র। উত্তরের ও দক্ষিণের মালভূমির জলস্রোত নদীর আকারে এই নিম্ন ভূমিতে পতিত হইতেছে; ও উভয় মালভূমি হইতে কর্দ্দম আনিয়া কতকালে এই প্রান্তরকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। এই মৃত্তিকার কত নীচে গেলে তবে পাষাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণে মাল-ভূমির উপরে কোমল মৃত্তিকা জমে নাই, পাষাণ বাহির হইয়া আছে। কাজেই আর্য্যাবর্ত্ত যেমন উর্ব্বর শস্যশালী প্রদেশ, দক্ষিণাপথ তেমন নয়। আর্য্যাবর্ত্তে তিনটা বৃহৎ নদী। ১ পশ্চিমে সিন্ধু; হিমালয়ের উত্তর হইতে বাহির হইয়া হিমালয়ের প্রাচীর ভেদ করিয়া পঞ্জাবক্ষেত্রে নামিয়াছে। শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, ও বিতস্তা এই পাঁচ নদী ক্রমে সিন্ধুর সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই পঞ্চনদবিধৌত প্রদে-শের নাম পঞ্চনদ দেশ বা পঞ্জাব। পঞ্জাবের পর সিন্ধুনদী সিন্ধু-প্রদেশের মরুভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। বলুচিস্থানের মরুভূমি যেন হালা পর্ব্বত পার হইয়া এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। সেই মধ্য দিয়া চলিয়া সিন্ধুনদী আরবসাগরে মিলিতেছে। পশ্চিমে যেমন সিন্ধু পূর্ব্বে তেমনি ২ ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রও হিমালয়ের উত্তর ক্রোড়ে উৎপন্ন। পূর্ব্ব প্রান্তে রাস্তা কাটিয়া বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র কিছুদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখী। উত্তরে হিমালয় ক্রোড়ে ভূটান দেশ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত

বিস্তৃত উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ কাটিয়া ব্রহ্মপুত্র চলিয়াছে। এই খাতের নাম আসাম উপত্যকা। আসাম উপত্যকা যেন বাঙ্গালা প্রদেশের পূর্ব্বদ্বার। এই দরজা দিয়া ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালার সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণমুখে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। উভয়ের মিলিত স্রোত বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত।

মধ্যে ৩ গঙ্গা। গঙ্গা হিমালয়ের দক্ষিণ ক্রোড়ে উৎপন্ন। দ্রবীভূত তুষারের ধারা আশেপাশে স্রোত সঞ্চয় করিতে করিতে হরিদ্বারের নিকট সমতটে আসিয়া গঙ্গার বেগ ক্রমে মন্দীভূত। গঙ্গা কিছুদূর দক্ষিণামুখে চলিয়াছে। প্রয়াগে যমুনাসঙ্গমের নিকট দক্ষিণাপথের মালভূমির উচ্চ পাষাণদেহ সম্মুখে পড়ায় আর দক্ষিণ মুখে চলিতে না পাইয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। দক্ষিণ মালভূমির জল চর্ম্মণ্বতী নদীর আকারে যমুনার জলস্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত গঙ্গা মালভূমির ধারে ধারে পূর্ব্ববাহিনী। এই প্রদেশে উত্তরে হিমালয় হইতে যে সকল নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিতেছে, তাহাদের মধ্যে গোমতী, সরযূ, গণ্ডকী, ও কৌশিকী প্রধান। দক্ষিণের মালভূমি হইতে শোণ নদীর জলও এই অঞ্চলে গঙ্গার সহিত মিলিত। রাজমহলের পর গঙ্গা দুই ধারায় বিভক্ত। প্রথম ক্ষীণধারা ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী; দ্বিতীয় প্রবল ধারা পদ্মা পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী। পদ্মার সহিত ব্রহ্মপুত্রের মিলনের পর উভয়ের মিলিত স্রোত দক্ষিণমুখে প্রবাহিত।

রাজমহল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত দেশ ত্রিকোণাকৃতি 'ব'দ্বীপ। ইহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে ভাগীরথী; ভাগীরথী পার হইলেই ছোট নাগপুরে দক্ষিণাপথের মালভূমির আরম্ভ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত ধারা; এই ধারা পার হইয়া কিছুদূর গেলেই ত্রিপুরার উচ্চ মালভূমি। উভয় দিকের উচ্চ পাষাণময় মালভূমির মধ্যে এই প্রদেশটা এককালে সাগরগর্ভে ছিল। বঙ্গোপসাগর রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গাপ্রবাহবাহিত কর্দ্দম কালক্রমে সাগরগর্ভ পূর্ণ করিয়া বৎসরের পর বৎসর মৃত্তিকার আস্তরণ বিছাইয়া এই বৃহৎ প্রদেশ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মা হইতে নির্গত সহস্র জলধারা এই ভূমির উপর উর্ণনাভের জালের মত বিস্তৃত আছে। বর্ষার সময় সমগ্র দেশটা জলময় হয়। বর্ষার পর জল আবার নদীর খাত দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু দেশের উপর মাটির ও পলির আস্তরণ রহিয়া যায়।

গঙ্গার স্রোতে যত কাদা ও মাটি ভাসিয়া চলে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোন নদীর স্রোতে তত চলে না। কাজেই দেশনির্ম্মাণশক্তিতে গঙ্গা অতুলনীয়া।

গঙ্গা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশের জননী। গঙ্গা কর্ত্তৃক এই বঙ্গভূমি সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত ও গঠিত। বাঙ্গালার পশ্চিমস্থ দেশসমূহ গঙ্গা ও তাহার উপনদী-প্রবাহিত পলি দ্বারা উর্ব্বর ও শস্যশালী প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। জননীরূপে তিনি সাধারণের পালয়িত্রী, প্রতিবৎসর প্রবাহবক্ষে নূতন পলি বিছাইয়া ভূমির উর্ব্বরতা ও শস্যসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভারতের কোটি কোটি লোক অনায়াসলব্ধ এই শস্যসম্ভার পাইয়া প্রাণ ধারণ করে। অন্যান্য দেশে শস্য উৎপাদনের জন্য কত পরিশ্রম করিতে হয়। গঙ্গামাতৃক দেশে কৃষক কেবল বীজ বপন করে ও ফল আহরণ করে, এইমাত্র তাহার পরিশ্রম।

আবার এই অযত্নলব্ধ শস্যসম্পত্তি নৌকা বোঝাই করিয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দাও; এক প্রদেশের সম্পত্তি গঙ্গাপ্রবাহ বিনা ব্যয়ে অন্য প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবে; তুমি কেবল নৌকার উপর তুলিয়া ও নৌকা হইতে নামাইয়া খালাস। আর্য্যাবর্ত্তে অন্তর্বাণিজ্যের জন্য প্রকৃতি-নির্ম্মিত এই রাজপথ; পথের স্থানে স্থানে মনুষ্য দল বাঁধিয়া বাস করে ও গঙ্গার প্রবাহে স্বদেশের পণ্যদ্রব্য ভাসাইয়া দেয় ও বিদেশের দ্রব্য উঠাইয়া লয়। এইরূপে গঙ্গাতীরে বড় বড় সমৃদ্ধিশালী নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের যত বড় নগর সকলই গঙ্গার তীরে অথবা গঙ্গার কোন উপনদীর বা শাখা-নদীর তীরে অবস্থিত দেখিতে পাইবে।

আর্য্যাবর্ত্ত সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত বিস্তৃত সমতট ক্ষেত্র। ইহার প্রদেশ গুলির নাম করিতেছি। পশ্চিমে সিন্ধুতীরে পঞ্চনদধৌত ১ পঞ্জাব; তদ্দক্ষিণে মরুভূমি তুল্য ২ সিন্ধুপ্রদেশ। পূর্ব্বে যমুনাতীরে পৌছিয়া প্রদেশের নাম ৩ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ। তাহার আবার একাংশ গোমতীধৌত ৪ অযোধ্যা। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ পার হইয়া ৫ বিহার। বিহারের পূর্ব্বে আমাদের ৬ বাঙ্গালা। বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তরকোণে ব্রহ্মপুত্রখোদিত ৭ আসাম-উপত্যকা। এই সাত প্রদেশ ব্যতীত উত্তরে হিমালয় ক্রোড়ে পার্ব্বত্য প্রদেশ কয়েকটির নাম করিয়াছি। তন্মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রধান।

দক্ষিণাপথ।—আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণে উচ্চ পাষাণময় মালভূমি তাহার নাম দক্ষিণাপথ। এই মালভূমি ত্রিকোণাকৃতি। উচ্চতা অর্দ্ধ মাইল। এককালে মালভূমি আরও উচ্চ ছিল, ইহার উপরটা আরও সমতল ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর বৃষ্টির ধারায় ও নদীর স্রোতে মালভূমি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যে

সকল স্থান ক্ষয় পায় নাই, তাহা এখনও উচ্চ থাকিয়া পর্ব্বতের মত দেখাইতেছে; যে সকল স্থানে নদী বহুকাল ধরিয়া রাস্তা কাটিয়া খাল করিয়া দিয়াছে, সেই স্থানে উপত্যকা হইয়াছে। মোটের উপর মালভূমির উপরিভাগ এখন আর সমতল নাই; সমগ্র মালভূমি খণ্ড বিখণ্ড উচ্চ নীচ হইয়া পর্ব্বত ও উপত্যকায় বিভক্ত হইয়াছে। পর্ব্বতগুলি কোথাও বা একটানা চলিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর মত দেখায়; কোথাও বা খণ্ডিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের সমষ্টির মত দেখায়। এইরূপে উৎপন্ন পর্ব্বতশ্রেণী মালভূমির ত্রিভূজকে তিন দিকে ঘেরিয়া আছে।

পশ্চিমে আরবসাগরের ধারে ধারে একটা পর্ব্বতশ্রেণী নাম পশ্চিম ঘাট বা সহ্যাদ্রিশ্রেণী—গুজরাত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র হইতে এই উচ্চ শ্রেণী ঠিক সোপানবদ্ধ ঘাটের মত দেখায়। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের ধারেও আর একটা পর্ব্বতশ্রেণী উড়িষ্যা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার নাম পূর্ব্বঘাট। এই শ্রেণী পশ্চিমঘাটের মত উচ্চ নয়; তেমন একটানা অখণ্ডও নহে। অনেকগুলি নদী এই শ্রেণীকে কাটিয়া বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। তন্মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রধান। উচ্চতর পশ্চিমঘাটকে কোন নদী কাটিতে পারে নাই, সেই জন্য ইহা অখণ্ড ও একটানা। কেবল উত্তরপ্রান্তে দুই জায়গায় নর্ম্মদা ও তাপ্তী ইহাকে ভেদ করিয়া কাম্বে উপসাগরে প্রবাহিত।

মালভূমির পশ্চিম ঘাটশ্রেণী, পূর্ব্ব সীমায় পূর্ব্বঘাট শ্রেণী, কুমারিকা হইতে প্রায় উভয় সমুদ্রের ধারে ধারে উত্তর মুখে গিয়াছে। মালভূমির উত্তর সীমাতেও একটা পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার নাম বিন্ধ্যশ্রেণী। কিন্তু বিন্ধ্যাচলকে পর্ব্বতশ্রেণী বলিলে ভুল হয়। ইহা একটা পর্ব্বতপ্রাচীরের মত দেখায় না। ইহা সর্ব্বত্রই খণ্ডিত ও ছিন্ন হইয়া একটা সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে পরিণত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের দৈর্ঘ্য গুজরাত হইতে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত; ইহার বিস্তার এক দিকে নর্ম্মদা হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত; অন্য দিকে মহানদী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত। এই ভূভাগটা পর্ব্বতসঙ্কুল দুর্গম দেশ। এই প্রদেশের একটু বিশেষ বিবরণ আবশ্যক।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশের পশ্চিম সীমায় আরাবল্লী পর্ব্বত, গুজরাত হইতে যমুনাতীরে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গুজরাতের নিকট আরাবল্লীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু বা অর্ব্বুদ পর্ব্বত জৈনমন্দিরে অলঙ্কৃত। আরাবল্লীর পশ্চিমাংশে ও পূর্ব্বাংশে কিছুদূর লইয়া রাজপুতানা-প্রদেশ। রাজপুতানার পশ্চিমাংশে সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি প্রসারিত। পূর্ব্বাংশ পর্ব্বতময়। এই পর্ব্বতগাত্র দিয়া চর্ম্মন্বতী উত্তরমুখে যমুনা অভিমুখে প্রবাহিতা। রাজপুতনা ও নর্ম্মদার মধ্যে মালভূমি মালবপ্রদেশ; মালবের পশ্চিমে উপদ্বীপ গুজরাত। রাজপুতনার ও মালবের পূর্ব্বে পর্ব্বতময় স্বদেশীয়ের অধীন মধ্যভারত প্রদেশ ও ইংরাজাধিকৃত মধ্যপ্রদেশ। এই প্রদেশ হইতে উত্তরমুখী শোণ গঙ্গা অভিমুখে ও পূর্ব্বমুখী মহানদী বঙ্গোপসাগরমুখে ধাবিত। মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বে আরও দুইটা প্রদেশ; একটা পর্ব্বতসঙ্কুল ছোট নাগপুর ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ছোটনাগপুরে পার্শ্বনাথ গিরিশৃঙ্গ জৈনমন্দিরে শোভিত হইয়া অর্ব্বুদ পর্ব্বতের অনুকরণ করিতেছে। দ্বিতীয় পর্ব্বতসঙ্কুল উড়িষ্যা বঙ্গোপসাগরসৈকতে সমাপ্ত। ছোট নাগপুরের কতক জল অজয়, দামোদর, কাসাই, রূপনারায়ণ প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদীর সৃষ্টি করিয়া ভাগীরথীতে পড়িতেছে। কতক জল সুবর্ণরেখা, বৈতরণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীর আকারে উড়িষ্যা দিয়া বঙ্গসাগরে মিলিতেছে। মহানদীও উড়িষ্যা মধ্যে প্রবাহিত।

পার্ব্বত্য প্রদেশের দক্ষিণে মালভূমি আর তেমন পর্ব্বতসঙ্কুল নহে। তবে ভূমি সর্ব্বত্রই উচ্চ নীচ। উভয় ঘাটশ্রেণী দক্ষিণে একত্র হইয়া নীলগিরির উৎপত্তি করিয়াছে। মোটের উপর মালভূমির ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে। পশ্চিম উচ্চ, পূর্ব্ব নিম্ন; কাজেই নর্ম্মদা ও তাপ্তী ভিন্ন আর আর নদী পশ্চিম ঘাটে উৎপন্ন হইয়া মালভূমি পার হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। নদীগুলির একই ভাব। উচ্চ হইতে নীচে নামিবার সময় নদী বেগে চলে; পর্ব্বতে পথ কাটিয়া নামিবার সময় গর্জ্জন করে; সমতলে চলিবার সময় আবার ধীরে চলে।

নর্ম্মদা ও তাপ্তী মালভূমি কাটিয়া চলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পাষাণভূমি উন্নত থাকিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর মত দেখাইতেছে। এই শ্রেণীর নাম সাতপুরা পর্ব্বত।

মালভূমির মধ্যে তিনটা বৃহৎ প্রদেশ দেশীয় রাজার অধিকারে; হায়দরাবাদ, মহিসুর ও ত্রিবাঙ্কোড়। ইহাদের উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ইংরেজাধিকার। পূর্ব্বাঞ্চলকে মান্দ্রাজ প্রদেশ বলা হয়। হায়দরাবাদের উত্তরে বেরার।

বর্ত্তমান নাম।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যগণের নিকট হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দ জন্দ্ ভাষায় হিন্দু হইয়াছে। এই হিন্দু আবার প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট হিন্দোস বা ইন্দিকোস্ এবং প্রাচীন পারসিকরাজ দরায়ুসের শিলাফলকে ইন্ধুস্, চীনদিগের নিকট সিন্ত বা ইন্ত নামে এবং হিব্রু গ্রন্থে

হন্দ্, সিরীয়ক গ্রন্থে হান্দু, পারসিক গ্রন্থে 'হিন্দু' এবং আরবীয়দিগের নিকট হিন্দ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ সিন্ধুনদপ্রবাহিত পঞ্জাব প্রদেশে পূর্ব্বে বাস করিতেন। তাঁহারা 'সপ্ত সিন্ধবঃ' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। পারসিকদিগের উচ্চারণানুসারে তাহা হিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে পশ্চিম সীমান্তবাসিগণের নিকট সিন্ধু-বাসী আর্য্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত থাকায় যানপ্রভাবকালে সমস্ত উত্তর ভারত বা আর্য্যাবর্ত্ত হিন্দুস্থান নামে খ্যাত হইয়াছিল, তাহা হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান নামে অভিহিত হইয়াছে।

রাজকীয় বিভাগ।

অধুনা ভারতবর্ষকে চারিটী রাজকীয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা—১ ইংরাজাধিকৃত রাজ্য, ২ করদ ও মিত্ররাজ্য, ৩ স্বাধীনরাজ্য এবং ৪ অপর য়ুরোপীয় জাতির অধিকৃত রাজ্য।

ইংরাজাধিকৃত রাজ্য।

ইংরাজশাসিত রাজ্য ১৪টী প্রধান প্রাদেশিক ভাগে বিভক্ত। যথা—১ বাঙ্গালা, ২ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা (যুক্তপ্রদেশ), ৩ পঞ্জাব, ও ৪ ব্রহ্মপ্রদেশ এক এক জন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বা ছোটলাটের অধীন; ৫ বোম্বাই ও ৬ মান্দ্রাজ প্রদেশ এক একজন গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তার অধীন; ৭ আসাম, ৮ মধ্যপ্রদেশ, ৯ কোড়গ (Koorg), ১০ আজমীর, ও মেহেরবাড়া, ১১ বেরার, ১২ আন্দামান ও নিকোবর, ১৩ বৃটীশ বলুচীস্থান, ও নবগঠিত ১৪ সীমান্ত প্রদেশ। এই ভাগগুলি সুপ্রিম গবর্মেণ্টের অধীন, গবর্ণর জেনারল (বড়লাট) তাহার সর্ব্বোপরি কর্ত্তা। ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে স্বতন্ত্রই ছিল, বড়লাট ডাফরিণ ভারতবর্ষের সামীল করিয়া লইয়াছেন।

বাঙ্গালাপ্রদেশ।—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত। প্রধান রাজধানী কলিকাতা। বাঙ্গালা প্রদেশীয় গবর্মেণ্টের অধীনে ৯টী বিভাগ ও ৪৬টী জেলা আছে। নিম্নে বিভাগ, তদন্তর্গত জেলা ও তাহার সদর উক্ত হইল।

১। প্রসিডেন্সি বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ চব্বিশপরগণা—সদর আলিপুর। ২ নদীয়া, কৃষ্ণনগর। ৩ যশোহর, যশোহর। ৪ খুলনা, খুলনা। ৫ মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

২। রাজসাহী বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা—
১ দিনাজপুর, দিনাজপুর। ২ রাজসাহী, রামপুর-বোয়ালিয়া। ৩ রঙ্গপুর, রঙ্গপুর। ৪ বগুড়া, বগুড়া। ৫ পাবনা, পাবনা। ৬ দার্জিলিং, দার্জিলিং। ৭ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

৩। ঢাকা বিভাগে ৪ টী জেলা আছে, যথা—১ ঢাকা, ঢাকা। ফরিদপুর, ফরিদপুর। ৩ বাকরগঞ্জ, বরিশাল। ৪ ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ।

৪। চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টী জেলা আছে,—যথা ১ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম। ২ নোয়াখালি, নোয়াখালি। ৩ ত্রিপুরা, কুমিল্লা।

৫। বর্দ্ধমান বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা ১ হাবড়া, হাবড়া। ২ হুগলী, হুগলী। ৩ বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান। ৪ বাঁকুড়া, বাঁকুড়া। ৫ বীরভূম, সিউড়ি। ৬ মেদিনীপুর, মেদিনীপুর।

৬। ভাগলপুর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা ১ ভাগলপুর, ভাগলপুর। ২ মুঙ্গের, মুঙ্গের। ৩ মালদহ, ইংরেজবাজার। ৪ পুর্ণিয়া, পুর্ণিয়া। ৫ সাঁওতাল পরগণা, নয়াছম্‌কা।

৭। পাটনা বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা ১ পাটনা, বাঁকিপুর। ২ গয়া, গয়া। ৩ শাহাবাদ, আরা। ৪ দারভাঙ্গা, দারভাঙ্গা। ৫ মুজঃফরপুর, মুজঃফরপুর। ৬ শারণ, ছাপরা। ৭ চম্পারণ, মতিহারী।

৮। উড়িষ্যা বিভাগে ৪টী জেলা আছে, যথা—১ বালেশ্বর, বালেশ্বর। ২ কটক, কটক। ৩ পুরী, পুরী। ৪ অঙ্গুল, অঙ্গুল।

৯। ছোটনাগরবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ হাজারিবাগ, হাজারিবাগ। ২ লোহার্দ্দগা, রাঁচী। ৩ পালামৌ, দালতনগঞ্জ। ৪ সিংহভূম, চাঁইবাসা। ৫ মানভূমি, পুরুলিয়া।

উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রদেশ।—উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশীয় গবর্মেণ্টের অধীনে ৯টী বিভাগ ও ৪৮টী জেলা আছে।

১। আলাহাবাদ বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা—১ আলাহাবাদ, আলাহাবাদ। ২ ফতেপুর, ফতেপুর। ৩ কাণপুর, কাণপুর। ৪ বাঁন্দা, বাঁন্দা। ৫ হামিরপুর, হামিরপুর, ৬ ঝাঁন্সি, ঝাঁসি। ৭ ঝালন, ঝালন।

২। বনারস বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ বনারস, বারাণসী বা কাশী। ২ বালিয়া, বালিয়া। ৩ গাজিপুর, গাজিপুর। ৪ জৌনপুর, জৌনপুর। ৫ মীর্জাপুর, মীর্জাপুর।

৩। গোরক্ষপুর বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা—
১ গোরক্ষপুর, গোরক্ষপুর। ২ বস্তি, বস্তি। ৩ আজমগড়, আজমগড়।

৪। আগ্রা বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা ১ আগ্রা, আগ্রা ২ এতাবা, এতাবা। ৩ মৈনপুরী, মৈনপুরী। ৪ ফরুখাবাদ, ফরুখাবাদ। ৫ ইটা, ইটা ও খাসগঞ্জ। ৬ মথুরা, মথুরা।

৫। মিরাট বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা,—১ দেরাহুন দেরা। ২ মিরাট, মিরাট। ৩ আলিগড়, আলিগড় ও কোয়েল।

৪ বুলন্দসহর, বুলন্দসহর। ৫ মুজঃফরনগর, মুজঃফরনগর। ৬ শাহারণপুর, শাহারণপুর।

৬। কুমায়ুন বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা ১ আলমোরা, আলমোরা। ২ নৈনিতাল, নৈনিতাল। ৩ গড়বাল, শ্রীনগর।

৭। রোহিলখণ্ড বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ শাহজহানপুর, শাহজহানপুর। ২ পিলিভীত, পিলিভীত। ৩ বরেলী, বরেলী। ৪ বুদাওন, বুদাওন। মুরাদাবাদ, মুরাদাবাদ। ৬ বিজনৌর, বিজনৌর।

৮। লক্ষ্ণৌ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ লখ্নৌ, লখ্নৌ। ২ সীতাপুর, সীতাপুর। ৩ হর্দোই, হর্দোই। ৪ উনাও, উনাও। ৫ রায়বরেলী, রায়বরেলী। ৬ খেরী—লক্ষ্মীপুর।

৯। ফৈজাবাদ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ ফৈজাবাদ, ফৈজাবাদ। ২ বরাইচ, বরাইচ। ৩ গোঁড়া, গোঁড়া। ৪ বড়বাঁকী, নবাবগঞ্জ। ৫ সুলতানপুর, সুলতানপুর। ৬ প্রতাপগড়, প্রতাপগড়।

পঞ্জাব প্রদেশ।—পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনে ৬টী বিভাগ ও ৩১টী জেলা আছে।

১। দিল্লী বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা—১ দিল্লী, দিল্লী। ২ গুড়গাঁও, রিবাড়ি। ৩ রোহতক, রোহতক। ৪ হিসার, হিসার। ৫ কর্ণাল, কর্ণাল। ৬ অম্বালা, অম্বালা। ৭ সিমলা, সিমলা।

২। জালন্ধর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ জালন্ধর, জালন্ধর। ২ হুসিয়ারপুর, হুসিয়ারপুর। ৩ কাঙ্গড়া, কাঙ্গড়া। ৪ লুধিয়ানা, লুধিয়ানা। ৫ ফিরোজপুর, ফিরোজপুর।

৩। লাহোর বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ লাহোর, লাহোর। ২ অমৃতসর, অমৃতসর। ৩ গুরুদাসপুর, গুরুদাসপুর। ৪ মুলতান, মুলতান। ৫ ঝঙ্গ, ঝঙ্গ। ৬ মণ্টগোমরী, মণ্টগোমরী।

৪। রাবলপিণ্ডী বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ রাবলপিণ্ডী, রাবলপিণ্ডী। ২ ঝিলম, ঝিলম। ৩ গুজরাত, গুজরাত। ৪ শাহপুর, শাহপুর। ৫ গুজরাণবালা, গুজরাণবালা। ৬ শিয়ালকোট, শিয়ালকোট।

৫। ডেরাজাত বিভাগে ৪টী জেলা আছে, যথা—১ ডেরাইস্মাইলখাঁ, ডেরাইস্মাইলখাঁ। ২ ডেরাগাজিখাঁ, ডেরাগাজিখাঁ। ৩ বন্নু, বন্নু। ৪ মুজঃফরগড়, মুজঃফরগড়।

৬। পেশবার বিভাগে ৩টী জেলা আছে যথা,—১ পেশবার, পেশবার। ২ হাজারা, হাজারা। ৩ কোহাট, কোহাট।

এই বিভাগ এক্ষণে নবগঠিত সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত।

বোম্বাইপ্রেসিডেন্সি।—বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীন ৪টী বিভাগ ও ২৩টী জেলা আছে। (বোম্বাই নগর এই প্রেসিডেন্সির রাজধানী)।

১। উত্তর বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ আহ্মদাবাদ, আহ্মদাবাদ। ২ বরোচ, ভরোচ। ৩ খেড়া, খেড়া। ৪ পঞ্চমহল, গোদড়া। ৫ টানা, টানা। ৬ সুরাট, সুরাট।

২। মধ্য বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ খান্দেশ, ধুলিয়া। ২ নাসিক, নাসিক। ৩ আহ্মদনগর, আহ্মদনগর। ৪ পুণা, পুণা। ৫ সাতারা, সাতারা। ৬ শোলাপুর, শোলাপুর।

৩। দক্ষিণ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ কোলাবা, আলীবাগ। ২ ধারবাড়, ধারবাড়। ৩ কানাড়া, কানাড়া। ৪ রত্নগিরি, রত্নগিরি। ৫ বেলগাম, বেলগাম। ৬ বিজাপুর, বিজাপুর।

৪। সিন্ধুবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ করাচী, করাচী। ২ হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ। ৩ শিকারপুর, শিকারপুর। ৪ থর ও পার্কর, অমরকোট। ৫ উত্তর-সিন্ধুসীমা, জেকোবাবাদ।

মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সি।—মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের অধীনে ৪টী বিভাগ ও ২১টী জেলা আছে। রাজধানী মান্দ্রাজ।

১। উত্তর বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা—১ গঞ্জাম, বহরমপুর। ২ বিশাখপটন, বিশাখপট্টন। ৩ গোদাবরী, কোকনদ (কাকনাড়া)।

২। মধ্য বিভাগে ৮টী জেলা আছে, যথা—১ কৃষ্ণা, মছলীপট্টন। ২ নেল্লূর, নেল্লূর। ৩ চেঙ্গলপট্ট, সৈদাপেট। ৪ উত্তর আর্কাড়ু, চিত্তূর। ৫ কডপা, কডপা। ৬ কর্ণূল, কর্ণূল। ৭ বল্লারী, বল্লারী। ৮ অনন্তপুর, অনন্তপুর।

৩। দক্ষিণ বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ দক্ষিণ আর্কাড়ু, কডালুর। ২ তাঞ্জোর, তাঞ্জোর। ৩ মদুরা, মদুরা। ৪ তিনেবেল্লী, পালমকোট। ৫ ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিচিনাপল্লী।

৪। পশ্চিম বিভাগে ৫টী জেলা আছে যথা—১ মলবার, কালিকট। ২ দক্ষিণ কানাড়া, মঙ্গলুর। ৩ কোয়ম্বাতোর, কোয়ম্বাতোর। ৪ সেলম্, সেলম্ (চের)। ৫ নীলগিরি, উতকামন্দ।

ব্রহ্মদেশ।—এই প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তরব্রহ্ম ও নিম্নব্রহ্ম। ১। উত্তর ব্রহ্ম (শাণরাজ্য সহ)—মান্দালে।

২। নিম্নব্রহ্ম ৪ বিভাগে বিভক্ত। ১ আরাকান, আকায়েব। ২ পেগু, পেগু। ৩ তেনাসেরিম, মৌলমীন। ৪ ইরাবতী, রেঙ্গুন।

আসাম প্রদেশ।—এই প্রদেশ ১২টী জেলায় বিভক্ত, যথা,—১ গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী। ২ কামরূপ, গৌহাটী। ৩ দরঙ্গ, তেজপুর। ৪ লক্ষীপুর, ডিব্রুগড়। ৫ শিবসাগর, শিবসাগর। ৬ নওগাঁ, নওগাঁ। ৭ নাগাপাহাড়, কোহিমা। ৮ খসিয়া ও জয়ন্তিয়া, শিলং। ৯ গারোপাহাড়, তুরা। ১০ কাছাড়, সিলচর। ১১ শ্রীহট্ট, শ্রীহট্ট বা শিলহট্ট। ১২ উত্তর ও দক্ষিণ লুসাই পাহাড়—লুংলে।

মধ্যপ্রদেশ,—৪টী বিভাগ ও ১৮টী জেলায় বিভক্ত যথা,—১ নাগপুর বিভাগে ৫টী জেলা আছে,—১ নাগপুর, নাগপুর। ২ ভাণ্ডারা ভাণ্ডারা। ৩ চাঁদা, চাঁদা। ৪ বর্দ্ধা, হিঙ্গনঘাট। ৫ বালাঘাট, বড়া।

২। জব্বলপুর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ জব্বলপুর, জব্বলপুর। ২ সাগর, সাগর। ৩ দমো—দমোহ। ৪ সিওনি, সিওনি। ৫ মণ্ডলা, মণ্ডলা।

৩। ছত্রিশগড় বিভাগে ৩টী জেলা যথা,—১ বিলাসপুর, বিলাসপুর। ২ রায়পুর, রায়পুর। ৩ সম্বলপুর, সম্বলপুর।

৪। নর্ম্মদাবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ বৈতুল, বৈতুল। ২ ছিন্দবাড়া, ছিন্দবাড়া। ৩ হোসঙ্গাবাদ, হোসঙ্গাবাদ। ৪ নিমার, খাণ্ডব। ১৮ নরসিংহপুর, নরসিংহপুর।

অজমীর ও মেরবাড়া, অজমীর।

কোড়গ, (কুর্গ) মেরকরা বা মহাদেবপট্টনম্।

বেরার, অমরাবতী।

বৃটীশ বলুচিস্থান,—কোয়েটা।

আন্দামান ও নিকোবর,—পোর্ট ব্লেয়ার।

করদ ও মিত্ররাজ্য।

ভারতবর্ষে করদ ও মিত্র রাজ্যের সংখ্যা ছয় শতেরও অধিক হইবে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির নাম প্রদত্ত হইল—

নিজামরাজ্য, সিন্দিয়ারাজ্য, গাইকবাড়, মহিসুর, তিরুবাঙ্কোড় ও কাশ্মীর রাজ্য প্রধান। এ ছাড়া রাজপুতানা এজেন্সীর অধীনে ১৮টী এবং মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অধীনে ৭১টী রাজ্য আছে। রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর, যোধপুর বা মাড়বার, উদয়পুর বা মেবার, ভরতপুর, জশলমীর, বিকানীর, কোটা, আলবার ও টোঙ্কপুর; মধ্যভারতের মধ্যে রেবা, পন্না, ভুপাল ও বুন্দেলখণ্ড এই কয়টী রাজ্য প্রধান।

বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের অধীন কোচবিহার, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় গবর্মেণ্টের অধীনে রামপুর ও গড়বাল, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কর্পূরতলা, বহাবলপুর ও চম্বা; বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীনে কচ্ছ, কাঠিয়াবাড়, কাম্বে, সাবন্তবাড়ী, কোল্হাপুর প্রভৃতি প্রধান।

স্বাধীন রাজ্য।

নেপাল ও ভুটান এই দুইটী মাত্র স্বাধীন রাজ্য।

য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতির অধিকার।

চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মহী, করিকাল ও য়ুনান এই কয়টী স্থান ফরাসী অধিকারে এবং গোয়া, দমন ও দীউ এই কএকটী স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে আছে।

[পূর্ব্বোক্ত প্রতি শব্দের বিস্তৃত বিবরণ তৎ তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]

জলবায়ু ও কৃষি।

এই বিশাল ভারতভূমি নানা নদ, নদী, বন, উপবন, হ্রদ ও গিরিমালায় সমাচ্ছন্ন। বন, গিরিনদী ও শস্যক্ষেত্রাদির প্রাকৃতিক সমাবেশহেতু স্থানবিশেষে জলবায়ুরও উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হয়। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শিখরসমূহ গগনতল স্পর্শ করিতেছে। বিশাল বাহুবেষ্টনে গিরিরাজ যেন ভারতের উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব কোণদ্বয় অঙ্কগত করিয়া রাখিয়াছে। মেঘমালাসমন্বিত এই সকল পর্ব্বতবক্ষে প্রতিহত হইয়া বায়ু সকল বিভিন্ন গতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। তাই সমতলক্ষেত্র ও হিমালয়প্রদেশের বায়ুগতি স্বতন্ত্র।

ইহার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমায় যথাক্রমে আরব্যোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের প্রশান্ত জলধি স্বীয় বিস্তীর্ণ বক্ষে উর্ম্মিমালা ধারণ করিয়া নানা রঙ্গে বায়ুতরঙ্গে খেলা করিতেছে। সেই বিশাল বারিধি-হৃদয়ে কর্কট ও মকরক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যে সূর্য্যের প্রখর কিরণজালে আলোড়িত বায়ুরাশি একটী প্রবল প্রবাহ প্রাপ্ত হয়। উহা সাধারণে মস্থমবায়ু নামে খ্যাত। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভারতপ্রবেশোন্মুখ বায়ুরাশি গিরিকন্দর ও সমতলক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া ভারতবক্ষে যে বায়ুর ক্রিয়া উপনীত করে, তাহাতেই ঝড় বৃষ্টি ও ভূমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ সমানীত হইয়া দেশের একটী মহামঙ্গল সাধিত হয়।

কিরূপে এই আবহক্রিয়া ভারতবাসীর উপকারিতা সাধিত করিয়াছে, তাহা ভারতভূমের প্রাকৃতিক অবস্থান-নির্ণয় ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। তাই এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটী সংক্ষেপ চিত্র প্রদত্ত হইল।—

উত্তরে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ হিমালয়-পর্ব্বতমালা বিশাল বাহু ধারণ করিয়া ভারতের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ববিভাগ আচ্ছন্ন করিয়াছে। উহার অসংখ্য উপত্যকা, অধিত্যকা,

কন্দর, গিরিসঙ্কট, নদী ও সঞ্চিত হ্রদাকার জলরাশিসমূহ এই সঞ্চরমান বায়ুর ক্রীড়াভূমি। এসিয়া মহাদেশ হইতে ভারতখণ্ডকে বিযোজনকারী এই হিমালয়প্রদেশ ভারতের উত্তর বিভাগ বলিয়া কল্পিত। ইহার পাদসমুদ্ভূত শতদ্রু, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা ও শাখাপ্রশাখাপ্রসৃত ব্রহ্মপুত্র নদপ্রবাহিত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি ইহার মধ্যবিভাগ এবং তৎপরবর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দাক্ষিণাত্য ভূভাগ ভারত মহাদেশের তৃতীয় বিভাগ বলিয়া গণ্য। এই দক্ষিণ-ভারতে নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রভৃতি নদীসমূহ স্ব স্ব অববাহিকাপথে প্রধাবিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চভূমি হইতে সমতলক্ষেত্রসমূহকে পৃথক্ করিয়াছে।

বনরাজিসমাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশের বিশাল শালবন, সেগুন, শিশু, সিরীষ, পিপ্পল, বাব্‌লা, মহুয়া, ঝাউ প্রভৃতি উচ্চশির বৃক্ষসমূহের বিস্তীর্ণ প্রান্তরভাগ এবং নদীমালাসমাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের আম্রকাননসমূহ বসন্তের মলয় হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহে ফলভারাবনত ও পক্কতা প্রাপ্ত হইতেছে। বিস্তৃতায়তন শাখাপ্রশাখাবাহী বট, অশ্বত্থ (পিপল), কার্পাস, তিন্তিড়ী, বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া নদীতীরবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহে বিরাজ করিতেছে। প্রশস্ত প্রান্তর দেশে ঐ সকল পবনান্দোলিত তরুরাজির শোভা অতীব রমণীয়।

নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে অবতরণ করিয়া যতই ধীরে ধীরে নিম্নবর্ত্তী 'ব' দ্বীপাংশে উপনীত হওয়া যায়, ততই নূতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হইতে থাকে। নদীজলপ্লাবিত সৈকতদেশের বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বাঁশ ঝাড়, নারিকেল, খর্জ্জুর, সুপারি ও স্থূলশিরা তালবৃক্ষসমূহ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বভাবের সমতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। সেই বিশাল প্রান্তর দেশের নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে গ্রাম বা পল্লীসমূহ তদ্দেশবাসীর অত্যাবশ্যকীয় কদল্যাদি উপবনে পরিশোভিত ও সমাচ্ছাদিত হইয়া দৃষ্টিপথারূঢ় হইতেছে। গ্রামসংলগ্ন বাঁশ-ঝাড় ও নারিকেল বৃক্ষ সাধারণতঃ বিশেষ উপকারী। ইহাতে দড়ি, তৈল, খাদ্য দ্রব্য ও চৌরী ঘরের উপকরণাদি পাওয়া যায়। যে গ্রামে বাঁশ ও নারিকেল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকে, তথায় ঝড়ের প্রকোপ অধিক হয় না। নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ বৃক্ষাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন না থাকায় সদাই ঝড়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত।

নদী যতই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিম্নাভিমুখে অবতীর্ণ হইতে থাকে, ততই প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। শুষ্ক ও উচ্চভূমি ও উত্তর ভারতের গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার ও বজ্‌রা শস্য এবং 'ব' দ্বীপাংশবর্ত্তী ধান্যাদি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কৃষকগণ স্ব স্ব বাসভূমির সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ধান্য বপন করিতে শিখিয়াছে। রঙ্গপুরের কঠিন মৃত্তিকা এবং প্রায় ১২ ফিট নিম্ন জলাভূমেও ধান্যের চাস আছে। বাঙ্গালার শস্যভাণ্ডার বাখরগঞ্জ জেলায়ও এইরূপ গভীর জলাভূমিতে ধান্যের চাস হইয়া থাকে। ধান্যের শিস্‌সমূহ, সেই জলগর্ভ হইতে উদ্ভাসিত হইয়া মৃদুল বাত্যাবীজনে কম্পিতদেহে আত্মরক্ষায় তৎপর হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

ইক্ষু, তিল, তিসি, সরিষা, তামাকু, তুলা, নীল, জাফরান, কুসুমফুল, হরিদ্রা, আর্দ্রক, ধন্যাক, লঙ্কা, জীরা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মসলা ও রঙ্গের দ্রব্য জলবায়ুর গুণে উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভারত এবং নিম্ন বঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মুসব্বর, এরণ্ড প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রজাত দ্রব্য ব্যতীত গুল্মাচ্ছাদিত বনভাগে নানাপ্রকার গাছ গাছড়া জন্মিয়া থাকে। রজন, গঁদ, শিরীষ ও ভোগবিলাসের উপযোগী নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য, নিবিড় বনভূমি ও পার্ব্বতীয় আরণ্য প্রদেশ হইতে সমানীত হইয়া বাণিজ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। আসামের উপত্যকাজাত চা, উত্তরপশ্চিমের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অহিফেন বা পোস্তগাছ, নিম্নবঙ্গের রেশম, পাট, শণ এবং জঙ্গলের লাক্ষা ও তসর সুখাভিলাষী মানবজীবনের আবশ্যকীয় সামগ্রী। বনজাত মহুয়া পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতীয়ের প্রধান আহার্য্য এবং উহা হ'তে প্রস্তুত মদিরাবিশেষও তদ্দেশবাসীর আদরের জিনিষ। বঙ্গগৃহস্থের ছাদোপরিস্থ চাল কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া এবং প্রাঙ্গণস্থিত তরমুজ, আলু, বেগুন প্রভৃতি জলবায়ুর গুণে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। শাল, শিশু ও তৃণ নামক বৃক্ষসমূহ নানাবর্ণের পুষ্পশালিনী লতিকাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যেন বনভূমিকে মালাকারে গ্রথিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে বৃহদাকার পুষ্করিণী বা হ্রদ সকল কমল, কহ্লার ও কুমুদমালায় বিমণ্ডিত হইয়া স্বভাবের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যে সকল উদ্ভিদ্ হইতে ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন, অঙ্গাচ্ছাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহা তত্তদ্দেশবাসীর উপযোগিতা অনুসারে সেই সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়।

সিন্ধুনদের উৎপত্তিসন্নিহিত হিমালয়কন্দর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত উচ্চ হিমালয়-ভূমে কএকটী গিরিসঙ্কট ব্যতীত আর কোথাও নদীর অববাহিকা-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। কৈলাস-

শৃঙ্গ-নিঃসৃত একমাত্র শতদ্রু নদীই পার্ব্বতীয় উপত্যকা ভূমি বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই পর্ব্বত-প্রাচীরের ১৬।১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে দিবা ভাগে তিব্বত অধিত্যকা-অভিমুখী একটী শুষ্ক উত্তর বায়ুর সঞ্চার অনুভব করা যায়। ঐ সময়ে দক্ষিণবাহী কোন বায়ুপ্রবাহ পর্ব্বত-ভূমি আলোড়িত করে না; কিন্তু নিশাযোগে দক্ষিণ ঢালু প্রদেশ হইতে একটী দক্ষিণাভিমুখী শীতল বায়ু নদীর সমতলপ্রপাত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রভাতস্নিগ্ধ শীত-সমীরণ অধিকতর প্রখর বলিয়া অনুমিত হয়। সমতল-ক্ষেত্র হইতে পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত এই শীতল প্রবাহ পার্ব্বতীয় বায়ুর শীতকটিবন্ধ বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পাদভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পলিময় সিন্ধুবিভাগ, কচ্ছের লবণাক্ত সৈকতভূমি, জশলমীর ও বিকানীরের পর্ব্বতসমাকীর্ণ মরুভূপ্রদেশ এবং লুসাই নদীর প্লাবিত উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রসমূহে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরাবল্লীশিখর-সন্নিহিত স্থানসমূহে ও উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মসুমবায়ু ও তদ্বিপরীত কালের শীত ঋতুতে প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পঞ্জাবের দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী মূলতান ও শীর্ষা বিভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭ ইঞ্চি।

বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপ ভাগে দুইটী বিস্তৃত ক্ষেত্র বিরাজিত দেখা যায়। উহার প্রথমটী আসাম উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি-ময় অববাহিকা প্রদেশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তর সীমায় হিমালয়পাদপ্রসূত গণ্ডশৈলমালা এবং দক্ষিণে গারো খসিয়া ও নাগাপর্ব্বত। অপর বিভাগটী উক্ত পর্ব্বতত্রয়ের নিম্নভাগে অবস্থিত ঝিল ও জলা-সমাকীর্ণ স্থান ত্রিপুরা ও লুসাই রাজ্য ইহতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এই প্রদেশের জলবায়ু সাধারণতঃ জলসিক্ত। পর্ব্বতমালার দক্ষিণদিকে প্রবল বারিধারা বর্ষণ হেতু স্থানীয় স্বাস্থ্যের অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে। শিবসাগর ও শিলচর নামক স্থানের বৈকালিক বায়বীয় চাপের পরিণতি আবহবিদ্যাবিদ্‌গণের আলোচনার জিনিষ।

আর্য্যাবর্ত্তের অনুগাঙ্গ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বতমালার বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টি-গোচর হয়। ইহার উত্তরে কর্কটক্রান্তি, পূর্ব্বের সীমান্ত প্রদেশ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমে কাম্বে উপসাগর। ভারতবক্ষে স্থাপিত এই বিস্তীর্ণ অধিতাকাভূমি ভূতত্ত্বের ভৌগোলিক আলোচনার বিশেষ উপযোগী। ইহার প্রধান প্রধান অববাহিকাবিধৌত স্রোতস্বিনীসকল উত্তরে গঙ্গা ও নর্ম্মদায় এবং দক্ষিণে তাপ্তী, গোদাবরী, মহানদী ও অন্যান্য শাখাস্রোতে সম্মিলিত হইয়াছে। সুদূর পশ্চিমে নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদী-প্রবাহিত সীমান্তরাল উপত্যকাদ্বয়ে পূর্ব্বপশ্চিমাভি-মুখী বায়ু প্রবাহিত। দক্ষিণপশ্চিম মসুমের সময় এখানে প্রভূত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

বিন্ধ্যগিরিমালা বিস্তীর্ণ অধিত্যকা দেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে মালব ও বুন্দেলখণ্ডের অধিত্যকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা নর্ম্মদা উপত্যকা হইতে পূর্ব্বে শোণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার অব্যবহিত পশ্চিমদেশে আরাবল্লী পর্ব্বত আহ্মদাবাদ হইতে দিল্লীর সমীপদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। এখানে এই পর্ব্বতমালা বিরাজিত থাকায় স্থানীয় ও পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী আজমীর প্রদেশের জলপাত ও বায়ু ভিন্নগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্ব্বুদ শিখরের পার্শ্ববর্ত্তী দেশে বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিমগতিতে প্রবাহিত। এখানে দক্ষিণপশ্চিম মসুমবায়ু প্রবাহের সময় অজস্র ধারায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। আশ্চ-র্য্যের বিষয় ইহার পশ্চিম পাদদেশে বিকানীরের মরুভূ প্রান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান প্রাবৃট্ সিঞ্চনে আদৌ সিক্ত হয় না।

সাতপুরা শৈলমালার দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী ত্রিকোণাকার দাক্ষি-ণাত্য-অধিত্যকা ভূমি পশ্চিমে সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট), দক্ষিণে নীলগিরি ও পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতপরিবেষ্টিত তটভূমি দ্বারা সংগঠিত। এখানে অহরহ দক্ষিণপশ্চিম মসুম-বায়ু প্রবাহিত থাকায় বৃষ্টিপাতেরও অভাব হয় না, কিন্তু যখন সেই বায়ু পশ্চি-মাভিমুখে ঘাট প্রাচীরের উপর আরোহণ করে, তখন তন্নিকট-বর্ত্তী পুণা প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। ঐ সময়ে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী স্থানসমূহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পর্ব্বতমালায় প্রতি-হত হইয়া তাহা পুনরায় ঘুরিয়া আসিবার কালে বঙ্গোপসাগর প্রবাহিত একটী পূর্ব্ব বায়ুগতির সহিত সম্মিলিত হয়। উহা উত্তরাভিমুখে অনুগাঙ্গ প্রদেশে প্রবাহিত না হইয়া পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্ব ভারতকূলে প্রবাহিত হয়। ইহাই পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মসুমবায়ু নামে প্রথিত ছিল। (এখনও অনেকে ইহাকে দক্ষিণপূর্ব্ব মসুমবায়ু বলিয়া অবধারণ করেন।) উহা সেই দক্ষিণপশ্চিম মসুম বায়ুর এক ভিন্নগতি মাত্র। ইহাতে প্রভূত জলধারা বর্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের কোণাকার সংযোগ স্থলে নীল-গিরির অধিত্যকাপ্রদেশ। ইহার দক্ষিণে অনমলয়, পালনি ও ত্রিবাঙ্কোড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ। এতদুভয়ের ব্যবধানে ৩৫ মাইল বিস্তীর্ণ পালঘাট নামক গিরিসঙ্কট। এখানে দক্ষিণপশ্চিম মসুম বায়ুর ক্রীড়া অতীব রমণীয়। ঐ সময়ে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু উত্তরপূর্ব্ব মসুমের সময়

বেল্লুরের নিকটবর্ত্তী মলবার উপকূলে ঝটিকার প্রবল বেগ অনুভূত হইয়া থাকে। এখানে সামুদ্রিক বায়ুর স্বচ্ছন্দ বিহার হেতু উতকামন্দ উপত্যকা সাধারণের বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছে। কাপ্তেন নিউবোল্ড বলেন যে, এই স্থানের প্রবহমাণ বায়ু পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া কখন কখনও বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝটিকা সঞ্চার করিয়া থাকে।

ঘাটদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী ভারতোপকূল ও পর্ব্বততট সাধারণতঃ বনাচ্ছন্ন; কিন্তু বাণিজ্যবন্দরগুলি পরিচ্ছন্ন ও শস্যাদি-পরিপূর্ণ। এখানে বর্ষাগমে প্রবল বারিধারা নিপতিত হয়। এই জন্য এখানকার বায়ু উষ্ণ হইলেও জলসিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশে আবানগরীর উত্তরবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ পর্ব্বতময়। ভূমিকম্পে সময়ে সময়ে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আবানগরী শ্রীহীন হইয়াছিল। পর্ব্বত ও উপত্যকাদির অবস্থানভেদে এখানকার স্থান বিশেষের বায়ুগতিরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বায়ুপরিস্থ মেঘমালার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাঃ এণ্ডার্সন স্থির করিয়াছেন যে, এখানেও হিমালয়প্রদেশের ন্যায় একটী দক্ষিণপশ্চিম বায়ুগতি বিদ্যমান আছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকা-নিম্নে অর্থাৎ পেগু বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও সাধারণের মনোরম; কিন্তু পেগুর উত্তরবর্ত্তী উপত্যকাবিভাগ শুষ্ক ও বৃক্ষাদিবিহীন মরুভূমি-সদৃশ। এখানে বায়ু নাই বলিলেই চলে।

আবহবিদ্যাবিদ্‌গণ অনুসন্ধিৎসা-পরবশ হইয়া বায়ুমান যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের উচ্চ ও নিম্নস্থান হইতে বায়ুর উত্তাপ চাপ গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বায়বীয় অবস্থাভেদে বৃষ্টিপাত-নিরাকরণে সমর্থ। নিম্নে উদাহরণ-স্বরূপ কএকটী স্থানের নাম,তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত প্রদত্ত হইল।

স্থানের নাম	বায়বীয় তাপ	চাপ	বৃষ্টিপাত	
কলিকাতা	৭৯.২°	২৯.৮৪১	৬৬.১৯	ইঞ্চ
বোম্বাই	৭৮.৮°	২৯.৮২২	৬৭	"
মান্দ্রাজ	৮২.৪°	২৯.৮৫৬	৪৪	"
দার্জিলিং	৫৩.৯°	২৪.০৫৮	১১৯.২৫	"
সিমলা	৫৪.৩°		৭০.৪২	"
দিল্লী	৯৪.৩° (জুন)		২৭.৫	"
মুলতান	৯৫° ঐ		৭.১৭	"
পোর্টব্লেয়ার	৮০.৫°		১১৮.২৫	"
সাগর দ্বীপ	৭৯.৫°		৭৩.৮৫	"
ফল্‌স্ পয়েণ্ট	৮০.২০°	২৯.৮২১		

উপরের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-তালিকা বার্ষিক হিসাবের সামঞ্জস্যানুসারে উদ্ধৃত হইল। কখন কখন স্থানবিশেষে জলপাত ও তাপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়া যায়। বায়বীয় তাপ ও চাপের এরূপ উন্নমন ও অবনমন দৃষ্টে আবহবিদ্‌গণ মেঘ, জল ও ঝড়ের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন। তাই মেঘমণ্ডিত আকাশে ঘোর ঘনঘটা ও বারিসিঞ্চন সহ সাইক্লোন, টর্ণাডো প্রভৃতি ভীষণ ঝটিকাপ্রবাহ কখন কখন ভারতভূমি আলোড়িত করিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা এক একটা দৈব বিপৎপাত বলিয়া সূচিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় আবহবিদ্যাবিদ্‌গণ বাহ্য প্রকৃতির সহিত বায়ুর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

বায়ুর চাপ অধিক হইলে শীতকালে বৃষ্টি ও হিমাচলের পশ্চিমদেশে প্রভূত পরিমাণে তুষারপাত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ-পশ্চিম মন্সুন বায়ু বহিতে থাকে। ঐ বায়ুর বেগ ক্ষীণ হওয়ায় এক এক স্থানে উপর্য্যুপরি বৃষ্টিপাত এবং কোথাও কোথাও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া দেখা দেয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বায়ুপ্রবাহের এই নিয়মিত কারণেই বাঙ্গালা ও মলবার অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিয়া থাকে। চাপাধিক্য হেতু বায়ু-বিপর্য্যয়েই পূর্ব্ব হইতেই এই শস্যপূর্ণা ভারতে বহুবার দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালীন বায়বীয় পরিবর্ত্তন-সময়ে সূর্য্য মধ্যে একটা বিন্দুপাত দেখা যায়। যে এক সময় হইতে অপর সময়ের মধ্যে সূর্য্যবক্ষে ঐরূপ বিন্দুপাত হয়, তাহা সৌরবিন্দু সম্বৎসর (Sun-spot Cycles) নামে খ্যাত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ঘোর ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ সৌরবিন্দু ও ভানুকম্প লক্ষিত হইয়াছিল। উহা ভাবী দুর্ঘটনাসূচক দৈবচিহ্ন মাত্র।

জলবায়ুর প্রভাবেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও অবনতি। প্রকৃতির সমতা রক্ষা করিয়া বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ আপনাপন কার্য্যে তৎপর হইলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বিশেষ অমঙ্গলকর। স্থানবিশেষে ১২ ফিট নিম্ন জলগর্ভ হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু একাদি ক্রমে জলপাত হইয়া উহা যদি ধানের শীষ ছাপাইয়া উঠে, তাহা হইলে ধান্যনাশের অধিক সম্ভাবনা। ঐরূপ ধান্যবপনের পর উচ্চ শুষ্ক ভূমিতেও অধিক জলপাত হইলে গোড়া পচিয়া ধান্যের বিশেষ ক্ষতি করে। সেই হেতু কৃষকগণ স্বভাবের আবশ্যক

অনুরূপ বৃষ্টি প্রার্থনা করে। বৃষ্টির অভাব হইলে নদ্যাদি হইতে খাত কাটিয়া শস্যক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহ করা হয়, কিন্তু উপর্য্যুপরি ৪।৫ বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে নদীজলের অভাব হেতু স্থানীয় দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। প্রশস্ত রাস্তাঘাট ও বাণিজ্যের সুবিধা থাকায় এক্ষণে ভারতবর্ষকে স্থানীয় দুর্ভিক্ষে বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। দাক্ষিণাত্য ভূমের পার্ব্বত্যবিভাগে গমনাগমনের সুযোগ না থাকায় তদ্দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিঞ্চিৎ অধিক হয়। অনাবৃষ্টি হেতু সুদূরব্যাপী দুর্ভিক্ষে এবং বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইলে, ভারতবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া থাকে।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ছয় কোটিলোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। এই শ্রমজীবী কৃষকসম্প্রদায় স্ব স্ব বন্দোবস্ত-ভূমির অবস্থানুসারে সার দিয়া ও পাট করিয়া উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। উহাতে সাধারণ জমির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে। জমিতে বীজ বপনের পূর্ব্বে ভূমি কর্ষণ করিয়া মই দিতে হয়। তদুপরে বীজ ছড়াইয়া পুতিয়া দিলে অঙ্কুর উঠে। ধান্যচাসের প্রথা স্বতন্ত্র। উহাতে প্রথমে কোন কর্ষিত জলময় ভূমে বীজধান্য ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ গাছগুলি বাহির হইলে, অন্য এক পরিষ্কৃতক্ষেত্রে তুলিয়া রোপণ করা হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ধান্য, গম, যব, জোয়ার বজ্‌রা, কলাই প্রভৃতি শস্য; রাই, তিসি, রেড়ী ও তিল প্রভৃতি তৈলকর বীজ; বেগুণ, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, পেঁয়াজ, রশুন, গাজর, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি শাকসবুজী; আম্র, কদলী, দাড়িম্ব, আনারস, পিয়ারা, তেঁতুল কাঁটাল, পেঁপে, তরমুজ, নেবু প্রভৃতি যাবতীয় সুমিষ্ট ও অম্লমধুর ফল; সুপারি, নারিকেল, খর্জ্জূর এবং ইক্ষু, তুলা, পাট, নাল, অহিফেন, শণ, তামাকু, কফি, চা, সিনকোণা, রেশম (গুটী) ও লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কৃষিজীবিগণ স্ব স্ব ভূ-ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ভূমির রাজস্ব ও জীবনোপায় সংগ্রহ করিয়া থাকে। দক্ষিণে নীলগিরি হইতে উত্তর হিমালয়ের ঢালুদেশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে খসিয়া পর্ব্বত চট্টগ্রাম ও ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চা, আলু, কফি ও সিনাকানা নামক উদ্ভিদের চাস হয়। উক্ত পদার্থসমূহের চাসবাস তত্তৎ শব্দে আলোচিত হইতেছে। ইংরাজ-শাসিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ জমিতে যে যে দ্রব্যের অধিক চাস হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নিম্নে জমির পরিমাণ আন্দাজমত একারে লিখিত গেল। কিন্তু কোন কোন বিভাগে এখন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

জাতদ্রব্য	মান্দ্রাজ	বোম্বাই	সিন্ধু	পঞ্জাব	মধ্যপ্রদেশ	নিম্ন-ব্রহ্ম	মহিসুর	বেরার
ধান্য	৪৬০০০০০	১১৯৫০০০	৫১২০০০	৪০০০০০	৪৫৫০০০০	২৫৫৫০০০	৫৪০০০০	৩১০০০
গম	১৬০০০	৫৬১০০০	৩৫৪০০০	৭০০০০০০	৩৬০০০০০	...	১১০০০	৫২৫০০০
ক্ষুদ্রশস্য	১০৬০০০০০	৫৮০০০০০	৯৩৪০০০	৬০০০০০০ }	৫১৪০০০০	...	৩৪০০০০০	২৭৬০০০০
কলাই	১৬০০০০০	৮৩০০০০	১১৫০০০	৩২০০০০০ }				১৮০০০০
তৈলকরবীজ	৮০০০০০	৬২৮০০০	১৮০০০০	৮০০০০০	১৩৬০০০০	১৫০০০	১৩০০০০	৪৬০০০০
তুলা	১০০০০০০	১৩৫০০০০	৭০০০০	৬৬০০০০	৮৪০০০০	১০০০০	১৫০০০	২০৮০০০০
তামাকু	৬০০০০	৩৫০০০	৬০০০	৮০০০০	৪৮০০০	১৭০০০	১৯০০০	১৭০০০
নীল	১২০০০০	১৪০০০	১০০০০	১১০০০০	...	৭০০	...	...
ইক্ষু	২১০০০	৫০০০০	৪০০০	৩৮০০০০	১০০০০০	৪০০০	১৩০০০	৫০০০

বাঙ্গালায় ধান্য ও পাট প্রধান কৃষিদ্রব্য। সমগ্র বাঙ্গালা সুবায় যে পরিমাণ ভূমির উপর ধান্যের চাস বাস হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। [পাট, নীল, ইক্ষু, তামাকু ও তৈলকর বীজ প্রভৃতি চাসের বিবরণ তত্তৎ শব্দে ও বঙ্গ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

লাঙ্গল, মই প্রভৃতি দ্রব্য এবং গো, মহিষ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি জীব কৃষিকার্য্যের প্রধান উপকরণ। উক্ত জন্তুর সাহায্য ব্যতীত ভূমিকর্ষণ একান্ত অসম্ভব। উদ্ভিদোৎপাদনের নিমিত্ত কৃষকদিগের যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখা যায়, বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়বিশেষে তদ্রূপ পশুপালনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছে। তাহারা কৃষাণদিগের ন্যায় স্ব স্ব খোঁয়াড়ে রক্ষিত পশুপক্ষ্যাদি পালন ও তাহাদের শাবকোৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে। পঞ্জাব ও তৎপশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ের জন্য অশ্ব ও অশ্বতর, ঘৃতের জন্য মহিষ, যান ও কৃষির জন্য উষ্ট্র, বিক্রয়ের জন্য হস্তী, পশমের জন্য ছাগল এবং ভেড়া, চর্ব্বি ও খাদ্যের জন্য শূকর প্রভৃতি জীব লালিত পালিত হইয়া থাকে।

লোভ ও লাভের বশবর্ত্তী হইয়া গবর্মেণ্ট বাহাদুর যেরূপ ময়মনসিংহ-রাজবংশের হস্তিবিক্রয় ব্যবসা কাড়িয়া লন, তদ্রূপ দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম-ভারতের বন্যপ্রদেশ হইতে অর্থসঙ্গতি করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা দেশীয় সামন্তরাজগণের

অধিকৃত বন্য-বিভাগগুলি হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। যাহাতে মূল্যবান্ শাল, সেগুন, শিরীষ, তূণ, আসন প্রভৃতি বন্যপাদপ-সমূহ প্রকৃতির অধীন থাকিয়া পুষ্টকলেবরে বিরাজ করিতে পারে এবং দাবদগ্ধ না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গবর্মেণ্ট বাহাদুর বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। ১৮৪৪ ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট বন্য বিভাগ অধিকারে অধিকতর প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে লভ্যাংশ অধিক জানিয়া গবর্মেণ্ট ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্রাণ্ডিসকে বন্য-বিভাগের প্রধান পরিদর্শক (Inspector General of Forest) নিযুক্ত করেন। তৎপর বৎসরেই বনরক্ষণ-সংক্রান্ত একটী আইন বিধি-বদ্ধ হয়।

গবর্মেণ্টের অধিকৃত অরণ্যভূমিসমূহ সাধারণতঃ রক্ষিত (Reserved) ও মুক্ত (Open) ভেদে দ্বিবিধ। রক্ষিত-বনগুলি বন্য বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের 'খাস' অধীনে স্থাপিত। বন্যদিগের দ্বারা অগ্নিসংযোগের ভয়ে, ইহার চারি দিকে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিরা চাসবাস করিতে পারে না। 'মুক্ত' বনগুলি রক্ষার নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত নাই। বন্যজাতীয়েরা ইচ্ছামত উহার মধ্যে চাসবাস করিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যস্থ যে যে খণ্ডে শালবৃক্ষ আছে, তাহা রক্ষিত। যে সকল প্রদেশে আবাদের জন্য বন্য-বিভাগ (Forest Department) বাৎসরিক প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশ, আসাম, চট্টগ্রাম, আরাকান, ব্রহ্ম, মধ্যভারত ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পর্ব্বতমালায় নানা অসভ্য জাতির বাস। উহারা স্বতন্ত্র প্রথায় কৃষিকার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ব্রহ্মে 'তৌঙ্গ্যা', উঃ পঃ সীমান্তে 'জুম্', হিমালয়ে 'কিল্' মধ্যপ্রদেশে 'দহ্যা' এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় 'কুমারী' প্রথায় চাসবাস সম্পন্ন হয়। ঐ সকল দেশে কখন লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষিত হয় না। কোথাও বন্যভূমি পুড়াইয়া, কোথাও কাস্তে দিয়া মৃত্তিকা আঁচ্‌ড়াইয়া, কোথাও বা কুদ্দাল কুঠার দ্বারা মৃত্তিকা উৎখাত করিয়া বীজ রোপিত হইয়া থাকে। ইহারা এক ভূমির উপর দুই বৎসর চাস করে না। বৎসরান্তে ভ্রমণশীল জাতির ন্যায় এক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য-ক্ষেত্রে গমন করে। ইহারা ভূমিতে কোনরূপ সার দেয় না বা শিক্ষিত কৃষকদিগের ন্যায় জমিরও কোনরূপ পাট করে না। তথাপি তাহাদের পালিত শস্যক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্য প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

বাণিজ্য।

পণ্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ই বাণিজ্য। ভারতীয় প্রজার পরি-শ্রমে ও কৃষিকৌশলে উৎপন্ন দ্রব্যেরই নাম পণ্য। সারা বৎসর রৌদ্র ও বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করিয়া কষ্টসহিষ্ণু কৃষকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে সকল ফসল উৎপন্ন করে, তাহারই কিয়দংশ ভরণ-পোষণ ও বীজের জন্য রাখিয়া, রাজস্বাদি আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহনের জন্য উহার উদ্বৃত্তাংশ মহাজনদিগকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কোথাও কোথাও দাদনদারগণ ঐ উদ্বৃত্তাংশের অধিক পরিমাণ শস্যও গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে অত্যাচার-নিবন্ধন প্রজাবর্গ কষ্টে পতিত হয়। ক্রমে দুর্ভিক্ষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতি বিপৎপাতসমূহ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার নীলকর-দিগের অত্যাচার, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের সন্ন্যাসিবিদ্রোহ এবং ১৮৩১-২ খৃষ্টাব্দের কোলবিদ্রোহ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলতা এই প্রজানিগ্রহের প্রধানতম কারণ। রাজা প্রজার কষ্ট দেখিতেন না বলিয়াই প্রজাবর্গ এরূপ উদ্ধতভাব ধারণ করিয়াছিল।

প্রজাবর্গ স্ব স্ব শ্রমোপার্জ্জিত ধান্যাদি মহাজনদিগের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। নিরীহস্বভাব দীন দুঃখী কৃষকদল একমাত্র জমির উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ রহি-য়াছে; কিন্তু মহাজনগণ লাভের প্রত্যাশায় একস্থানজাত-দ্রব্যসমূহ অন্যস্থানে লইয়া বিক্রয় করিতেছে। ফলে, কৃষি-প্রধান স্থানে শস্যের অভাবহেতু লোককষ্ট ঘটিতেছে এবং কোন সমৃদ্ধিশালী নগরে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া, উহা আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে। মহাজনগণ দ্বিগুণ মূল্য-লাভে স্ফীত হইয়া আপন বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিলাভে মনঃসংযোগী হইয়া রহিয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্য সাধারণতঃ চারিপ্রকারে পরিচালিত হইয়া থাকে। ১ অর্ণবযান সহযোগে বৈদেশিক রাজ্যের সহিত, ২ উপকূলবর্ত্তী নগরসমূহে, ৩ হিমালয়ের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যসমূহের সহিত এবং ৪ ভারতসাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান থাকিলেও ভারতের উপ-কূলদেশে বাণিজ্যের উপযোগী বন্দর নাই। গঙ্গা ও ব্রহ্ম-পুত্র নদের সমগ্র অববাহিকাপ্রদেশ-জাত দ্রব্যের বাণিজ্য একমাত্র কলিকাতা রাজধানীপথেই সমানীত হয়। বঙ্গবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অপর সমুদায় জাতদ্রব্য দেশীয় ও বৈদেশিক বণিক্‌সম্প্রদায় দ্বারা উত্তমরূপে চালান-বন্ধ (থলে ভরাই বা বস্তাবন্দী) হইয়া শকট, নৌকা বা রেলপথে কলিকাতা বন্দরাভিমুখে আনীত হয়। নিম্ন বঙ্গ-জাত যে পরিমাণ দ্রব্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে স্বদেশীয়ের

ব্যবহারার্থ নীত হয়, তাহাই অন্তর্বাণিজ্য এবং যাহা বৈদেশিকের অর্ণবপোতসমূহে পূর্ণ হইয়া সুদূর পথে দেশ-দেশান্তরে নীত হয়, তাহাই সামুদ্রিক-বৈদেশিক-বাণিজ্য নামে খ্যাত। ঐরূপ গুজরাত, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশের যাবতীয় শস্যসম্ভার বোম্বাইনগরী দিয়া, সিন্ধুপ্রদেশের ধন-ধান্যাদি করাচী নগর দিয়া এবং ইরাবতীপ্রবাহিত নিম্ন-ব্রহ্ম প্রদেশজাত দ্রব্যসমূহ রেঙ্গুন বন্দর দিয়া সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। নদী ও রাস্তা ব্যতীত এই চারি বন্দরে মালপত্র আনয়নের সুবিধার জন্য রেলপথ বিস্তৃত আছে। এতদ্ভিন্ন মলবার উপকূলে গোয়া, কোচিন, মঙ্গলুর, কোয়ানোর ও বেপুর এবং করমণ্ডল-উপকূলস্থ মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ, পণ্ডিচেরী ও নাগপত্তন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দরে ভারতের ঔপকূলিক বাণিজ্য সমাহিত হইয়া থাকে। মলবার উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্যবন্দরসমূহে অথবা তথাকার নদীমুখে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু, করমণ্ডল-উপকূলবর্ত্তী মান্দ্রাজ প্রভৃতি নগর-প্রবেশের নিরাপদ পথ নাই। বৈদেশিক পোতসমূহ অদূরে সমুদ্রগর্ভে ভাসমান থাকে। তথায় ষ্টীমার বা নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজ ভরাই করা হইয়া থাকে। ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের চত্বারিংশ ভাগ কলিকাতা ও তদনুরূপ সংখ্যা বোম্বাই পথে; ষষ্ঠাংশ মান্দ্রাজ, চতুর্থাংশ রেঙ্গুন, দ্ব্যংশ করাচী এবং অপর অষ্টাংশ উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র বন্দরসমূহে পরিচালিত হইতেছে।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ভারতীয় বণিক্‌গণ বিভিন্ন দেশে স্বদেশীয় পণ্য দ্রব্যসমূহ লইয়া বাণিজ্যব্যপদেশে গমন করিত। চীন, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপ, আরব, ইজিপ্ত, ও রোম পর্য্যন্ত সুদূরদেশে ভারতীয় ধনরত্ন ও ধান্যাদি শস্য বিক্রীত হইত। ভারতোৎপন্ন মুক্তা, প্রবাল, মরকত, হীরক, চুণী প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরের সুখ্যাতি সমৃদ্ধ রোম-সাম্রাজ্য মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নেল্লুর, বালি প্রভৃতি স্থানে সেই প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত পাঠেও সেই প্রাচীন বাণিজ্যস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে।

ভারতবাসীর সে বাণিজ্য-গৌরব অপসৃত হইলেও এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় (হিন্দু) বণিক্‌গণের বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ মনোনিবেশ না থাকিলেও, ভারতীয় বাণিজ্যের কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। এখন বৈদেশিক বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতের সমগ্র বাণিজ্যশক্তি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ভারতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইলে, ক্রমে বিধর্ম্মী মুসলমানগণের শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির ভারতাক্রমণের পর উত্তর ভারতে মুসমানদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে মুসলমানগণ ভারতজাত নানাপ্রকার দ্রব্য আফগানস্থান, তুর্কিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশে লইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে তদ্দেশজাত ছাগ, রোম, শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্রব্য ভারতে আনিয়া বিক্রয় করিত। এখনও মুসলমান ও স্বল্পসংখ্যক পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানবাসী বণিক্‌দল আফগান-সীমান্তে ও তুর্কিস্থানে থাকিয়া পার্ব্বত্য বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে। আলাউদ্দীন খিলিজির দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকুট, যাদব, চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। ঐ হিন্দুরাজাধিপত্যকালে হিন্দু-বণিক্‌গণ বাণিজ্যলক্ষ্মীর পদসেবায় অভিনিবিষ্ট ছিল। তৎকালে আরব প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশী বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতে আসিয়া ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দাক্ষিণাত্য ভূমে মোগল ও মুসলমান প্রভাব দৃঢ়ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি প্রায় দাক্ষিণাত্যের সমগ্র বাণিজ্য মুসলমান রাজপুরুষগণের করতলগত হয়। অত্যাচারী মুসলমান রাজপুরুষগণের উপর জাতক্রোধ হইয়া সম্ভবতঃ হিন্দুবণিক্‌গণ মুসলমানের বাসভূমি আরব প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক পণ্য দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন, অথবা ইস্‌লাম ধর্ম্মদীক্ষাপ্রয়াসী মুসলমানগণের কঠোর শাসনে প্রপীড়িত হইয়া বিদ্বেষবশতঃ হউক আর জাতিচ্যুতির ভয়েই হউক, তাঁহারা মুসলমানদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসী হিন্দুর বৈদেশিক বাণিজ্যের অবসান হইয়াছে।

যেরূপ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য এক সময়ে ভারত হইতে দূর দেশে রপ্তানী হইত, সেইরূপ তথাকার কোন না কোন জিনিষ তৎকালে ভারতবাসীর অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অন্তর্বাণিজ্যের ফলে দাক্ষিণাত্য হইতে যেরূপ প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি সমুদ্রজ মূল্যবান্ দ্রব্য উত্তরভারতে সমানীত হইত, তদ্রূপ সুদূর অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে এখনও মুক্তা, প্রবালাদি ভারতে আনীত হইতেছে। ভারতে যবনরাজগণের অধিকার কালে নানাপ্রকার অলঙ্কার ও অঙ্গরাখা প্রভৃতি প্রচলন হইয়াছিল। ভাস্করশিল্পময় গ্রীক্ ও শক চিত্রসমূহে তাহার পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যস্রোত ক্ষীণ হইলে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, জর্ম্মণ ও ইংরাজবণিক্‌গণ বাণিজ্যব্যপদেশে

একে একে ভারতে পদার্পণ করেন। পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে ভারতে আসিয়া ভারতমহাসাগর-তীরে কিরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, পর্ত্তুগীজ শব্দে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। জর্ম্মণবণিক্‌সম্প্রদায় অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধনই হউক অথবা পরামর্শদাতাদিগের পরস্পর বিরোধেই হউক, অকালে সমুদ্রগর্ভে জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইয়া যায়। ওলন্দাজগণ কিছুদিনের জন্য ভাগীরথীতীরবর্ত্তী শ্রীরামপুর গ্রামে থাকিয়া বাণিজ্যের উন্নতি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহারা শ্রীরামপুরের কুঠী ইংরাজবণিক্‌-সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিয়া নিম্নবঙ্গের বাণিজ্যাশা বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ভারতে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন জন্য ফরাসি ও ইংরাজবণিকে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে ফরাসি ও ইংরাজ-বিরোধ ইতিহাসে অলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদিগকে ও শেষে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়া ইংরাজবণিক্‌দল লর্ড ক্লাইবের অধিনায়কতায় বঙ্গরাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবিজয়ের পর সমস্ত দাক্ষিণাত্যভূমে ইংরাজবণিকদিগের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহি-বিদ্রোহের পর হইতে ইংরাজবণিক্‌সম্প্রদায় অপ্রতিহতপ্রভাবে ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজ, ফরাসী, গ্রীক, জর্ম্মাণ, হিন্দু, পর্ত্তুগীজ, য়িহুদী, পারসীক, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতের বাণিজ্যরজ্জু ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সকলকেই ইংরাজ সরকারে শুল্ক দিতে হয়।

বৈদেশিক বণিক্‌সমিতি কর্ত্তৃক ভারতে আমদানী দ্রব্য—ছাতি, কম্বলা, কোরা, ধোয়া ও ছিট প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্পাস বস্ত্র, লোহনির্ম্মিত দ্রব্যমাত্র, ছুরি, কাঁচী ক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র, কলকব্জা, বিভিন্ন প্রকার মদ্য, তাম্র, লোহ, সীসক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য, রেলগাড়ীর আসবাব, লবণ, রেশম ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গরম-মসলা, চিনি, পশমী বস্ত্রাদি, নারিকেল-তৈল ও ঔষধি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপকরণ।

রপ্তানী দ্রব্য—কফি, তুলা, কার্পাসবস্ত্র, সূতা, নীল ও অন্যান্য রঙ, ধান্য, তণ্ডুল, গম, কলাই প্রভৃতি শস্য, পশুচর্ম্ম, (পরিস্কৃত ও কাঁচা) পাট ও চটের থোলে, গালা (লাক্ষা) তৈলাদি, অহিফেন, সোরা, মসিনা, তিল, রাই, রেড়ী প্রভৃতি তৈলকর বীজ, রেশম ও তজ্জাত গরদাদি বস্ত্র, গরম-মসলা, চিনি, চা, শাল ও সেগুনকাষ্ঠ, তামাকু, পশম ও পশমিবস্ত্র প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বস্তুও বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

[তত্তৎ শব্দের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ত্তমান যুগে একমাত্র ইংরাজবণিক্‌গণই জাগতিক বাণিজ্যের পূর্ণাধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রাচ্য দেশোৎপন্ন যাবতীয় পণ্য দ্রব্য ইংলণ্ড-রাজধানী লণ্ডন-ভাণ্ডারে আনীত হইয়া থাকে। য়ুরোপের বিভিন্নদেশবাসী বণিক্‌গণ লণ্ডননগরে আসিয়া আপনাপন প্রয়োজনানুসারে পাট, পশম প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যান। পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া পণ্যবাহী জাহাজ সকল য়ুরোপে উপনীত হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ সংযোজনে খাল কর্ত্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি ও সুবিস্তৃত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন বণিক্‌দলকে আর বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। ভারতীয় পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া অর্ণবপোত সকল একমাস মধ্যেই সুদূর ইংলণ্ডে উপনীত হইতেছে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ভারতীয় সভ্য জাতিমাত্র দ্বারাই পরিচালিত। সুপ্রাচীন আর্য্যযুগে যে সকল লোক বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা মনু কর্ত্তৃক বৈশ্যনামে উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ঐ বৈশ্য বর্ণের অনেক লোক বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত আছেন। বোম্বাই প্রদেশের পার্শী, গুজরাতী, বাণিয়া ও রাজপুতনার জৈন মারবাড়িগণ বাণিজ্য ব্যাপারে সমধিক উন্নত। দাক্ষিণাত্যে, মান্দ্রাজ মহিসুর বিভাগে লিঙ্গায়তগণ, করমণ্ডল উপকূলে শেঠী ও কোমাতীগণ এবং বাঙ্গালায় উন্নতশীল শূদ্র, মারবাড়ী, শেঠী ও নাখোদারগণ দেশীয় বাণিজ্য-বিস্তারে কৃতসংকল্প হইতেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশের বাণিজ্য হস্তগত করিবার জন্য অনেক জৈন মারবাড়ি মুর্শিদাবাদ নগরে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা উত্তরে চীন-সীমান্ত ও পূর্ব্বে খসিয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া তদ্দেশবাসিগণের সহিত স্বচ্ছন্দে দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বাণিয়াদিগের করতল-গত। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষত্রিনামক হিন্দুস্থানী বৈশ্যসম্প্রদায় বাণিজ্যবিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেশীয় বণিক্‌গণ ভারতসীমান্তবর্ত্তী আফগান ও তৎসংলগ্ন পার্ব্বত্য রাজ্য, কাশ্মীর, লাডক, তিব্বত, নেপাল, চীন, আসাম সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ, উত্তর ও নিম্নব্রহ্ম এবং শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দূরদেশে গমন করিয়া আপনাপন বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে।

প্রত্যেক নগরস্থিত বাজারে বা গণ্ডগ্রামসমূহের হাট প্রভৃতিতে স্থানীয় এক একটী ক্ষুদ্র বাণিজ্য চলিয়া থাকে। কোন কোন হাটে কৃষকগণের আনীত ধান্যাদি শস্যেরও প্রভুত কারবার হইয়া থাকে। আড়ৎদার মহাজনগণ ঐ সকল স্থানে থাকিয়া ক্রয়বিক্রয় করে। দেবোদ্দেশে মেলা বা উৎসবাদি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে ঐরূপে ধান্যাদি শস্য ও গবাদি প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় হইতে দেখা যায়।

ভারতে রেলপথ-বিস্তারের পূর্ব্বে রাস্তা ও নদী দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য স্থানে স্থানে সরবরাহ হইত। কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার জন্য খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে আফগান সম্রাট্ শের শাহ কর্ত্তৃক ‘গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড’ নামক সুবিস্তৃত পথ প্রবর্ত্তিত হয়। বড়লাট বেন্টিক বাহাদুর উহার সংস্কার করিয়া বাণিজ্যের পন্থা সুবিস্তার করেন। ঐ প্রশস্ত পথ হইতে কতকগুলি রাস্তা উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান নগরে সংযোজিত আছে। ঐ পথসমূহ ধরিয়া এক সময়ে বণিক্-সম্প্রদায় পেশবার সীমান্ত পর্য্যন্ত গমন করিত। এমন কি হিমালয়, নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পর্ব্বতমালার উপরিতন গিরিসঙ্কট দিয়া গো-শকটে মাল পূর্ণ করিয়াও বাণিজ্য চলাইত। এক্ষণে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগের সর্ব্বত্রই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। উহার কতকগুলি বণিক্-সম্প্রদায়ের অধীন। তদ্ভিন্ন ইংরাজরাজ ও সামন্তরাজগণের যত্নে ও ব্যয়ে পরিচালিত কএকটী রেলপথ আছে। তন্মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া, ইষ্টকোষ্ট, গ্রেট পেনিন্সুলার, রাজপুতনা-মালব, বেঙ্গল-নাগপুর ও ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলপথ প্রভৃতি প্রধান।

[রেলপথ দেখ।]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অনাবৃষ্টি, অজন্মা ও রপ্তানী-বাহুল্যহেতু দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রেলপথ বিস্তারে গমনাগমন ও বাণিজ্য-পরিচালন পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশবাসীর অসুখ ও অশান্তি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যেখানে রেল বা গমনযোগ্য পথ নাই, কোন বণিক্ই তথাকার মালপত্র লইয়া বাণিজ্যের অভিলাষী নহেন, কিন্তু রেল-বিস্তারে সুবিধা হওয়ায় এক্ষণে তদ্দেশীয় দ্রব্যসমুদায় লাভার্থীর ইচ্ছানুসারে ভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বে তাহারা ইচ্ছামত ঐ সকল দ্রব্য উপভোগে সমর্থ হইত। কিন্তু এক্ষণে তদ্দেশবাসী স্বদেশ জাতদ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত কষ্ট অনুভব করিতেছে। ইহার উপর আবার বায়ু ও জলের গোলযোগে উপর্য্যুপরি দুই বর্ষকাল বৃষ্টিপাত না ঘটিলে এবং পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার শস্য সঞ্চয় না থাকিলে তদ্দেশে অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ-প্রবেশের সম্ভাবনা।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে নিম্ন গাঙ্গপ্রদেশে (বাঙ্গালায়) একটী মহামারী উপস্থিত হয়। ১৭৮০-১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণরাজ্য হাইদার কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার পর তথায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছিল। মহামতি বার্ক ওজস্বিনী ভাষায় তাহার চিত্র প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে বহুকালব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু উঃ পঃ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যার্থ কএকটী ধান্যগোলা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাটনানগরের গোলা এখনও বিদ্যমান আছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আর একবার মাত্র ইংরাজরাজ ঐ গোলা খুলিয়া দরিদ্রের উদর পূর্ত্তি করিয়াছিলেন। ১৭৯০-৯২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশে দুই বর্ষ কালব্যাপী মহামারী ঘটে। তৎপরে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ভিক্ষ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আসিয়া দেখা দেয়। তৎকালে দুর্ভিক্ষের কঠোর প্রপীড়নে প্রজাবর্গ যে কষ্ট পাইয়াছিল এবং চারিদিক্ হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছিল, তৎকালের রাজ্যশাসনের শিথিলতা হইতে তাহার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায় *। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উড়িষ্যাপ্রদেশে মহাদুর্ভিক্ষ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। ঐ সময়ে লক্ষ লক্ষ উড়িষ্যাবাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বাঙ্গালা ১২৭১ সালের (ইং ১৮৬৪ খৃঃ) আশ্বিন মাসের ভীষণ ঝড় ও বন্যায় নিম্নবঙ্গ প্লাবিত হইয়া শস্যভাণ্ডারের বিশেষ ক্ষতি করে। ঐ সময় হইতে ধান্যাদি মহার্ঘ হইতে আরম্ভ হয়। উহার ২৩ বর্ষ পরে ১২৭৪ সালের ২১এ কার্ত্তিক শুক্রবার ‘কার্ত্তিকের ঝড়ে’ বাঙ্গালা প্রদেশ এরূপ বিপর্য্যস্ত হয় যে, তদবধি ধান্যাদি শস্যের মূল্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, আশ্বিনের ঝড়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ৮০ আনা মূল্যে ১৴ মণ চাউল বিক্রয় হইত। কার্ত্তিকের ঝড়ের পর ৮১০ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের দাম বাড়িয়াছিল। ঐ সময়ে অনেক দরিদ্র বঙ্গবাসীর অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৮-৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি হেতু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়।

* No useful lesson of administrative experience is to be learned from the long list of famines and scarcities which afflicted the several provinces of India at recurring periods during the first half of the present century. [W. W. Hunter 'India']

ইহার পর ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে বেহার অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় গবর্মেণ্ট স্থানীয় প্রপীড়িত ব্যক্তিবর্গের কষ্ট দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হন। অনতিবিলম্বে ১৮৭৬-৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সমগ্র ভারতে একটী দীর্ঘব্যাপী দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হইয়াছিল। এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ভারতের অদৃষ্টে আর কখনও ঘটে নাই। ঐ সময়ে অনাহারে ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে দক্ষিণ-ভারত প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দক্ষিণভারতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। তখন ভারতের বড়লাট মহামতি লর্ড কর্জ্জন ও তৎসহধর্ম্মিণী কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনালব্ধ অর্থভাণ্ডারে দানদুঃখীর উদরপূর্ত্তি হইয়াছিল। গবর্মেণ্টের রাজকোষ হইতেও প্রজাবর্গের দুঃখমোচনার্থ অর্থব্যয় করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান ১৯০২ খৃষ্টাব্দেও স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট সমভাবে রহিয়াছে।

শাসন-প্রণালী।

ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ সুশৃঙ্খলরূপে শাসন করিবার জন্য বিলাতের পার্লিমেণ্ট কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য এক একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি ও তদীয় মন্ত্রিসভা ভারতের আবশ্যকীয় আইন প্রস্তুত ও শাসনকার্য্য-নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বড়লাট বাহাদুর মন্ত্রিসভায় পরামর্শ না লইয়া স্বমতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত মন্ত্রিসভায় বড়লাটবাহাদুর ব্যতীত আর ছয় সাতজন সুদক্ষ ও বিজ্ঞ ইংরাজকর্ম্মচারী আছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতীয় আইন ও শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিচার এবং বৈদেশিক রাজনীতি আলোচনা ও মীমাংসা উহার উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতিনিধি, এবং কতিপয় মনোনীত দেশীয় ও বৈদেশিক সুযোগ্য সভ্য লইয়া একটী সভা সংগঠিত হয়। যে প্রদেশে ঐ ব্যবস্থাপকসভার অধিবেশন হয়, তথাকার শাসনকর্ত্তাও সেই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। এই সভার কার্য্যবিবরণী জনসাধারণের জ্ঞাত হইবার কোন বাধা নাই।

বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাইকোর্ট নামক এক একটী সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় আছে। তাহাতে প্রদেশীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানীসংক্রান্ত যাবতীয় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পঞ্জাবে তিন জন জজ লইয়া একটি চিফ্‌কোর্ট আছে। মধ্য প্রদেশ, অযোধ্যা ও বেরার প্রদেশে শাসনকার্য্য পরিচালন জন্য এক একজন কমিশনর আছেন। আসামের চিফ্-কমিশনরই তথাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক জেলায় ছোটলাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের অধীনস্থ জজ ও সব্‌জজ এবং প্রত্যেক মহকুমায় ২।৩ জন মুন্সেফ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সমষ্টিক গবর্ণর-জেনারেল ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বয়ং সমস্ত কার্য্য করেন না। শাসন কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ইংরাজাধিকৃত ভারত কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর, গবর্ণর, চিফ্-কমিশনার বা কমিশনার-উপাধিধারী এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। উঁহারা বড়লাটের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া স্ব স্ব প্রদেশ শাসন করেন। লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণর এবং চিফ্ কমিশনরগণ সিবিলসার্ভিস হইতে এবং গবর্ণরগণ পার্লিমেণ্ট সভা হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে শাসনকর্ত্তা ভিন্ন অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের স্বতন্ত্র আইন সংগঠনের ক্ষমতা নাই। আজমীর, কুর্গ ও বেরার সামান্য জেলার ন্যায় হইলেও তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তাগণের ন্যায় বড়লাটের অধীন। প্রত্যেক প্রদেশ কমিশনার-অধীনস্থ কয়েকটী বিভাগে এবং প্রত্যেক বিভাগ আবার কয়েটী জেলায় গঠিত। জেলায় মাজিষ্ট্রেট-কলেক্টরগণ বিভাগীয় কমিশনারের অধীন থাকিয়া জেলার শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমা এবং প্রত্যেক মহকুমায় তদধীন পল্লীসমূহে শান্তিরক্ষার জন্য কতিপয় থানা আছে। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ জেলার মাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ ও আদেশানুসারে মহকুমার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কয়েকটী জেলা ভিন্ন ভারতের কোন স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। অন্যান্য স্থানে প্রজাগণ কয়েক বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে গবর্মেণ্টকে রাজস্ব প্রদান করে। পরে মেয়াদ-অন্তে পুনরায় জরিপ হইলে, নূতন বন্দোবস্তানুসারে খাজনা দিয়া থাকে। লবণের শুল্ক হইতে গবর্মেণ্টের বিস্তর আয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লবণের শুল্ক সর্ব্বত্র সমান ছিল। পরে ১৮৭৮ সালে সর্ জেমস্ ষ্ট্রাচি মহোদয় লবণের শুল্ক সর্ব্বত্র সমান করিয়া দেন। বর্ত্তমান সময়ে লবণের শুল্ক প্রতি মণে ।৴৫ পয়সার কিছু অধিক।

শিল্পজাত দ্রব্য।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে শিল্পের চর্চ্চা ছিল।

দুই তিন শতাব্দ পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ শিল্পবিদ্যায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। কিন্তু অধুনা কয়লার ব্যবহার-প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কৃত হওয়াতে, ইউরোপ ও আমেরিকা শিল্পবিদ্যায় পর-মোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে কোনক্রমেই তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। পূর্ব্বের গৌরব হারাইয়া ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইতেছে। বাষ্প-পরিচালিত কলের শক্তির সহিত দৈহিক বলের প্রতিযোগিতা একান্ত অসম্ভব মনে করিয়া, ভারতের শিল্পজীবিগণ হতাশ মনে স্ব স্ব জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষিবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

বহুপ্রাচীন সময় হইতেই ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। পূর্ব্ব-পাশ্চাত্য-বণিক্‌গণ ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশীয় কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন এবং স্বদেশে তাহা বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেন। সূক্ষ্মতা, চাকচিক্য ও নির্ম্মাণকৌশলে ভারতীয় বস্ত্র অদ্যাপি জগতে অতুলনীয়। কিন্তু ম্যানচেষ্টরের বস্ত্র অতিশয় সুলভ মূল্যে বিক্রয় হওয়ায় ঐ ব্যবসা দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে।

রেশমবস্ত্র প্রায় ভারতের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত। আসামে ও ব্রহ্মদেশে প্রায় সকলেই রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত করে। ব্রহ্মদেশে চীনদেশ হইতে রেশম আনীত হয়। আসামে গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বস্থানে রেশমের আবাদ আছে। পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সহরসমূহে এবং আগরা, হাইদ্রাবাদ এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে সূতা-মিশ্রিত রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বারাণসী মুরশিদা-বাদ, আহ্মদাবাদ এবং ত্রিচীনপল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধুনা বোম্বাই সহরে রেশম-বস্ত্র তৈয়ারির জন্য একটী কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাকার কলে নানাবিধ রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হইতেছে।

ঢাকা, পাটনা ও দিল্লীতে মস্‌লিন বস্ত্রে রেশম-সূতা দ্বারা ফুল তোলা হয়। এখানে সলমার কাজও হইয়া থাকে। গুজরাটে চামরের জিনিসের উপর সলমার কাজ করা হয়। জাকজমক ও সমারোহ ব্যাপারে যে সমস্ত সল্‌মার কার যুক্ত উৎকৃষ্ট মখমলের চাঁদোয়া, হস্তী ও ঘোটকের হাওদা এবং ছাতা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা গোলবর্গা ও আরঙ্গাবাদে প্রস্তুত হয়।

বাঙ্গালায় এবং ভারতের উত্তরাংশের অনেক স্থানে সুতরঞ্চি ও ডোরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাশ্মীর, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে এবং আগরা, মির্জাপুর, জব্বলপুর, বরাঙ্গল, মালবার ও মুছলিপত্তন প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট পশমী গালিচা প্রস্তুত হয়। কাশী এবং মুর্শিদাবাদে মখমলের কার্পেট প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঞ্জোর এবং সালেমে রেশমের কার্পেট প্রস্তুত হয়।

ভারতের অনেকস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার এবং বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা কটকের রৌপ্য-নির্ম্মিত জিনিসের কারুকার্য্য বিশেষ বিখ্যাত। ত্রিচীনপল্লী, দিল্লী এবং কাশীধামের সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত জরি ও সাটী প্রভৃতি কারুকার্য্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানীসমূহে উৎকৃষ্ট লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে অনেক উৎকৃষ্ট তরবারির খাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পঞ্জাবের অনেক স্থানে বন্দুক নির্ম্মিত হয় ও অনেক স্থানে স্থানীয় ব্যবহারোপযোগী তাম্র ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাশীর তামা পিত্তলের বাসন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মুর্শিদাবাদের খাগরার বাসন অতিশয় বিখ্যাত। ভার-তের ঘণ্টা অতিশয় সুন্দর ও সুমধুর শব্দযুক্ত। সিন্ধু প্রদেশে বহুবিধ সুন্দর মাটির বাসন প্রস্তুত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে যে সমস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি ও গুহা-মন্দির খোদিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ভারতের শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অনেক স্থলে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহাদিতে শিল্পকার্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। মুর্শিদাবাদ, অমৃতসর, কাশী ও ত্রিবাঙ্কুরে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য তৈয়ারি হয়। কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুতুল সাতিশয় উৎকৃষ্ট।

খনিজ পদার্থ।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। এখান-কার খনিজ অপরিষ্কৃত লৌহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত লৌহ অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ। দেশীয় প্রথানুসারে খনিজ ধাতু হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রথা অতিশয় ব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ভারতীয় লৌহ, ইংলণ্ড হইতে আমদানী লৌহের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম। বাঙ্গলার রাণীগঞ্জে এবং মধ্যপ্রদেশের বরোরা ও মোহপাণিতে কয়লার খনি আছে। ইহাদিগের মধ্যে রাণীগঞ্জের খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাণীগঞ্জের কয়লার খনির আয়তন ৫০০ বর্গ মাইল। এখানে ৬ দল য়ুরোপীয় কোম্পানি এবং বহুদেশীয় অন্যান্য কোম্পানিও ব্যবসা করেন। সাঁওতাল ও বাউরিগণ এখানকার খনিতে কাজ করে। য়ুরোপীয় কয়লাতে শতকরা ৩ হইতে ৭ ভাগ ছাই দেখা যায়, কিন্তু ভারতীয়

কয়লায় ১৪ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত ছাই থাকে। কেবল দেশীয় কয়লার মধ্যে বরোরার কয়লার ছাইএর ভাগ কম আছে। উহা প্রায় পাশ্চাত্য কয়লার ন্যায় বিশুদ্ধ।

করমণ্ডল উপকূল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহে সমুদ্রের জল জ্বালাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। রাজপুতানার শাম্ভর হ্রদের জলেও লবণ হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের পর্ব্বতসমূহে অনেক লবণের খনি আছে। দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় বিলাতী ও সৈন্ধব লবণের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে বিলাতী লবণের সমধিক প্রচলন।

বেহারান্তর্গত ত্রিহুত, সারণ, চম্পারণ প্রভৃতি জেলা হইতে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কাণপুর, গাজীপুর, আলাহাবাদ ও বারাণসী জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১৬০০০০ সোরা কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। তথা হইতে ঐ সোরা বিক্রয়ার্থ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

ভারতের অনেক স্থানে স্বর্ণ পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য নদী হইতেও অনেক স্থানে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। উক্ত উপায়ে যে পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহাতে পরিশ্রমের মূল্য হওয়া কঠিন। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে পশ্চিমে কুমায়ুনের মধ্যবর্ত্তী হিমালয় প্রদেশে অনেক তাম্রের খনি আছে। ঐ সমস্ত খনি হইতে নেপালী খনিকরগণ অগ্নিপ্রস্তর কাটিয়া লয় এবং তাহা হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তুত করে। ছোটনাগপুরের সিংহভূম জেলায় অনেক অপরিষ্কৃত তাম্র পাওয়া যায়। পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে সীসা উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের পার্শ্বতীয় সামন্ত-রাজ্যসমূহে এবং মহিসুর ও ব্রহ্মদেশে রসাঞ্জন বা শূর্ম্মা পাওয়া যায়। পঞ্জাবে, আসামে ও ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। খাসিয়া পাহাড়ের সিলেট চূণ এবং বাঁকুড়া কাটনী চূণ কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজপুতানার মারবল প্রস্তর দ্বারা বিখ্যাত আগরার তাজমহল প্রস্তুত হইয়াছিল। বরণ-কোম্পানির রাণীগঞ্জের টালি ও অন্যান্য পাথরের জিনিস সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কাল হইতে ভারত রত্নপ্রসূ বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। এক সময়ে গোলকুণ্ডার হীরক অতিশয় আদরের ও মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল। কিন্তু অধুনা তথায় হীরক দুষ্প্রাপ্য। কেহ কেহ বলেন যে, গোলকুণ্ডার হীরক মান্দ্রাজের গঞ্জাম্ ও গোদাবরী জেলা হইতে নিজাম রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পাওয়া যাইত। ১৮১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মহানদীতীরবর্ত্তী সম্বলপুরে হীরক পাওয়া যাইত। আজকাল কেবল পন্না রাজ্যে হীরক পাওয়া যায়।

প্রাণিতত্ত্ব।

পশুরাজ সিংহ ভারতের পশুদিগের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে গুজরাতের মরুভূমিতে এই অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সিংহের কেশর না থাকায় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে প্রকৃত সিংহ বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। হিংস্র পশুদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র প্রধান ও অনিষ্টকর। প্রতি বৎসর ভারতের অসংখ্য মনুষ্য ও পশু ইহাদিগের হস্তে অকালে প্রাণ হারায়। হিমালয় হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত এ দেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে এই জন্তু দেখা যায়। ইহারা প্রায় ৮ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তরক্ষু, চিতাবাঘ, ধবলবাঘ, মেঘবর্ণ ও মারবল-বর্ণ বন্য বিড়াল প্রভৃতি ব্যাঘ্রজাতীয় জন্তুগণ ভারতের জঙ্গলে বাস করে। তরক্ষু ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রাণি-হত্যা করিয়া থাকে। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ হাত লম্বা। চিতাবাঘ দাক্ষিণাত্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ হরিণ শিকারার্থ ইহাদিগকে কুকুরের ন্যায় শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহারা পৃথিবীস্থ সমস্ত পশু অপেক্ষা দ্রুতগামী। নেকড়েবাঘ, শৃগাল ও বন্যকুকুর প্রভৃতি কুকুরজাতীয় প্রাণী উল্লেখযোগ্য। নেকড়ে বাঘ, মেষ ছাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু শিকার করে। কিন্তু সুযোগ পাইলে, শিশুসন্তান ও বালক-বালিকাগণেরও প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। বন্য কুকুরগণই গৃহ-পালিত হইয়া পরে শিকারী কুকুর হইয়া পড়ে। এদেশের বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গলে ও পাহাড়ে কাল ভল্লুক বাস করে। তাহারা পিপীলিকা, মধু ও ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে। উত্তেজিত হইলে উহারা কখন কখন মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারতের উত্তরাংশে ভোট-ভল্লুক দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে কুর্গ, মহিসুর ও আসামের পর্ব্বতোপত্যকায় হস্তিগণ বাস করে। আজকাল হস্তীর ব্যবসা গবর্মেণ্টের একচেটিয়া। গবর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কেহ হস্তী ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবে না, এই মর্ম্মে ১৮৭৯ সালের ৬ আইন নামক একখানি স্বতন্ত্র আইন প্রস্তুত হইয়াছে। যদি কেহ গবর্মেণ্টের অনুমতি না লইয়া হস্তি-শিকার অথবা ধৃত করে, তবে প্রথমবার তাহার ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, দ্বিতীয় অপরাধে ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ও ছয় মাস কারাবাসের বিধি আছে। ভারতীয় হস্তী ন্যূনাধিক ৮ হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ খেদা করিয়া হাতী ধরা হয়। উপযুক্ত জায়গা দেখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ২।৪ হাত অন্তর বড় বড় শালগাছ পোতা হয়। ঐ সমস্ত গাছের অবলম্বনে

চারিদিকে দৃঢ়তর উচ্চ বেড়া দেওয়া হয় এবং ঘেরা স্থানের মধ্যে অনেক কলাগাছ রোপিত হইয়া থাকে। এইরূপ খেদা প্রস্তুত হইলে, পোষা কোটনা হাতী দ্বারা বন্য হস্তীদিগকে খেদার ভিতর আনয়ন করিয়া দ্বার সকল উত্তমরূপে বদ্ধ করা হয়। খাদ্যের অভাবে হস্তিগণ যেমন দুর্ব্বল হইতে থাকে, অমনি পোষা হাতীর সাহায্যে এক এক করিয়া সমস্ত বন্যহস্তীর পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহারা ক্রমে পোষ মানিয়া থাকে। ভারতে হস্তীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষে চারি জাতীয় গণ্ডার দেখা যায়। এক জাতীয় গণ্ডার ব্রহ্মপুত্র-নদতটে এবং সুন্দরবনে বাস করে। ইহাদিগের কপালে একখানি করিয়া খড়্গ আছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে যবদ্বীপীয় গণ্ডারও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। সুমাত্রা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশেও গণ্ডার আছে। এই সকল গণ্ডারের কপালে দুই দুই খানি খড়্গ দৃষ্ট হয়।

বন্য-শূকর ভারতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা শস্যের প্রধান অন্তরায়। বরাহজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু নেপালের তরাই ও সিকিমে দেখা যায়। সম্প্রতি এই জাতীয় একটী শূকর আসামে হত হইয়াছিল। সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশের মরুভূমিতে সচরাচর বন্য গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের জঙ্গলে অনেক জাতীয় বন্য মেষ ও ছাগল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই ১২০০০ ফিটের নিম্নে বাস করে না। গুজরাত এবং উড়িষ্যার উপকূলে দলে দলে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে। উহাদিগের প্রত্যেক দলে একটীর অধিক পুরুষ-মৃগ দেখা যায় না। ইহাদিগের মাংস হিন্দুদিগের খাদ্য। হিন্দুস্থানে এবং গুজরাতে অনেক নীলগাই পাওয়া যায়। ইহারা মৃগজাতীয় হইলেও গাভীর সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায় হিন্দুদিগের অবধ্য এবং ইহাদিগের মাংস অস্পৃশ্য। এতদ্ভিন্ন শাম্বর, বারশৃঙ্গ, চিতাল প্রভৃতি অনেক জাতীয় মৃগ ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। শাম্বর মৃগ ধূসরবর্ণ। ইহাদিগের সিংহকেশরের ন্যায় এক প্রকার কেশর আছে। বারশৃঙ্গ হরিণ বঙ্গদেশ ও আসামের জঙ্গলে বাস করে। চিতাল হরিণ দেখিতে অতিশয় সুন্দর। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতে, মধ্যভারতে, আসামে এবং ব্রহ্মদেশে গৌর ও গয়াল প্রভৃতি অনেক বন্য গোরু পাওয়া যায়। আসামের ও ব্রহ্মদেশের বন্য মহিষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যান্য স্থানে মহিষ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক ইন্দুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা মৃত্তিকার নিম্নে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। এক জাতীয় ইন্দুরকে নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষ বহুবিধ সুন্দর ও বলিষ্ঠ পক্ষীর বাসস্থান। ময়ূর, ময়না, কাকাতুয়া, চন্দনা, শুক, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিগণ গৃহপালিত হইয়া থাকে। শ্যেন, শকুনি, গৃধ্র প্রভৃতি বিহঙ্গম প্রাণীর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করে। বক, মাছরাঙ্গা প্রভৃতি পক্ষিগণ মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। হংস ও অন্যান্য জলচর পাখীর সংখ্যা বিরল নহে।

সরীসৃপ জন্তু ভারতে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। সর্প, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটী প্রভৃতি জন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বর্ষাকালে এদেশের সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে সর্পের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর বাঙ্গালার বহুসংখ্যক ব্যক্তি সর্প-দংশনে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বিষধর সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কেউটা, পাতরাজ ও শঙ্খচূড় প্রভৃতি প্রধান। সর্প-দংশনে 'আমোনিয়া' সেবন করাইলে অনেক উপকার হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় সমস্ত জলাশয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ নানাবিধ মৎস্য দ্বারা পরিপূর্ণ। চুনো, পুটী, ট্যাঙ্গরা, কাঁকড়া, কই, মাগুর, শৃঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য সুলভ, বলকর ও নিত্য-খাদ্য। রোহিত, কাৎলা, মৃগেল, বোয়াল প্রভৃতি মৎস্য আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য নদীসমূহে মহশির বা মহাশোল নামক এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। উহা কখন কখন ৩০ সের বা একমণ ভারি হইয়া থাকে। শুশুকও মৎস্য জাতীয় জন্তু। এদেশে অনেক জাতীয় পোকা মাকড় দেখা যায়। মধুমক্ষিকা, তুতপোকা প্রভৃতি কীটের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম নিয়ত মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছে। মশক, পিপীলিকা প্রভৃতির দংশন অতিশয় কষ্টকর। কয়েক জাতীয় কীট ও পতঙ্গ নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিশ্বপাতা বিধাতার মহিমা ও অনন্ত কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উদ্ভিদ্।

ভারতবর্ষে বহুবিধ উদ্ভিদ্ জন্মে। উদ্ভিদ্-বিদ্যার প্রথানুসারে যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদিগের নাম দিলে গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া যায়। সুতরাং এদেশীয় উদ্ভিদের স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কার্য্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হইল। যথা হিমালয়প্রদেশ, উত্তরপশ্চিমবিভাগ, পশ্চিম ভারত ও আসাম প্রদেশ। হিমালয় প্রদেশে চীনদেশীয় বৃক্ষ ও লতা গুল্মাদি জন্মে। এখানে য়ুরোপের দেবদারুজাতীয় বৃক্ষ সকলও দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমবিভাগে বৃক্ষাদির সংখ্যা ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম। এখানে পারস্য, আরব ও মিসর দেশীয় বৃক্ষাদি

জন্মে। সিন্ধুপ্রদেশের অধিকাংশ বৃক্ষই আফ্রিকা হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম ভারতের খেজুরগাছ সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে নারিকেল ও তালেরও চাষ হইয়া থাকে এবং তুণ, শাল, বিড়া প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আসামবিভাগে মলয়োপদ্বীপজাত বৃক্ষলতাদিজন্মিয়া থাকে।

শিক্ষা-প্রণালী।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিবিধ বিদ্যার আলোচনা ছিল। শাস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে ভারতবাসী হিন্দুগণ উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে সময়ে পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতিগণের পূর্ব্ব-পুরুষ স্বভাবের অনাবৃত বক্ষে জঙ্গলে ও পর্ব্বতগুহায় জীবজন্তুর ন্যায় বাস করিতেন, সেই সময় ভারতবর্ষে আর্য্য সন্তানগণ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ, দর্শন, স্মৃতি, ন্যায়, অলঙ্কার, নাটক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। অঙ্ক, জ্যোতিষ, সংগীত, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শিল্প ও কলা-বিদ্যা এবং নালিকাদি যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়েও তাঁহাদের বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যাইত।

ইংরাজাধিকৃত বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষাবিভাগ ইংরাজ-গবর্মেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থসমূহ মুনি-ঋষিগণের আয়ত্ত ছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছামত শিষ্য-পরম্পরায় উহার প্রকৃতার্থ আবৃত্তি করিতেন। মন্ত্রাদি সঙ্গীতের সুরে হৃদয়মধ্যে গ্রথিত থাকিত। কালে বেদজ্ঞ ঋষির অভাবে তদ্বংশীয় ব্রাহ্মণেরাই উহার আলোচনার ভার গ্রহণ করেন। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষা ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া ছিল। তাঁহারা মুখে মুখে অথবা হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে বিভিন্ন দেশাগত ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে বংশানুক্রমে ছাত্রশিক্ষক হইতে সেই সকল সুপ্রাচীন মহামূল্য শাস্ত্রাদি সাধারণে পরিরক্ষিত ও প্রচলিত হইয়াছে। যদিও ভারত বহুদিন পর্য্যন্ত নানা বৈদেশিক আক্রমণে প্রপীড়িত ছিল, তথাপি টোল, পাঠশালা, মঠ ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতিতে বহুবিধ উপায়ে বিদ্যা চর্চ্চা হইত। বড় বড় গ্রাম ও নগরে এবং ভদ্র ও উচ্চবংশীয় বণিকদিগকে দেশীয় ভাষায় আবশ্যকীয় বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসলমান নরপতিগণের অধিকারকালে রাজ্যের ও রাজসভার পণ্ডিতদিগকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহিত করা হইত। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। পৌরাণিক উপাখ্যানে এবং রামায়ণ মহাভারত মধ্যে যে সকল রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আনুষঙ্গিক অনেকগুলি ঘটনা রূপকবর্ণিত হওয়ায় রাজোপাখ্যানগুলি মূলতঃ অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মুসলমান-প্রাধান্যে ইতিহাস লিখন-পদ্ধতি সমধিক উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি প্রথমে ভারতের বিদ্যাবিস্তার-বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব কালে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ সংস্থাপন করিয়া স্বীয় উদার-নীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন-কালে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্কের সময় কলিকাতায় মেডিকাল-কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজানুগ্রহে বারা-ণসীর সংস্কৃত কলেজ এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-কলেজ প্রতি-ষ্ঠিত হইলে উঃ পঃ প্রদেশে পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার্থ দেশীয় ভাষা শিক্ষা ও তৎতৎ ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ শ্রীরামপুর গ্রামে 'ব্যাপ্টিষ্ট মিশন'-সম্প্রদায় বিদ্যা-শিক্ষার উন্নতিকল্পে পুস্তকাদি মুদ্রণবিষয়ে মনোযোগী হন। ক্যারি, মার্সম্যান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে কৃত্তি-বাসী রামায়ণ ও সমাচার-চন্দ্রিকা নামক সাপ্তাহিক পত্র মুদ্রিত করিয়া বিদ্যাশিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যোন্নতি-বিষয়ে মিসনরীগণের এরূপ বলবতী আগ্রহ দেখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন। অনেক বাদানুবাদের পর ভারত-গবর্মেণ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সেই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটী স্কুল স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য পাঠশালা ও বাঙ্গালাবিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য প্রদান করা হয়। শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন ডিরেক্টর এবং কয়েক জন করিয়া পরিদর্শক নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের যোগ্যতানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কতকগুলি বৃত্তি দিবার প্রথা প্রচলিত হই-য়াছে। ঐ বৃত্তিবলে দরিদ্র ছাত্রবৃন্দ অনায়াসে বহুব্যয়সাধ্য ইংরাজী শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে।

ইতিহাস।

ভারতের আদি ইতিহাস অতীত কালের গভীর গহ্বরে নিহিত। ভারতের আদি গ্রন্থ বেদ, এবং রামায়ণ, মহা-ভারত ও নানাপুরাণ হইতে যে আদি বৃত্তান্ত পাওয়া যায়,

তাহা এতই রূপক ও কল্পনামিশ্রিত যে,—তাহা হইতে খাঁটী সত্য বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যাহা হউক, কি দেশীয়, কি পাশ্চাত্য বর্ত্তমান পুরাবিদ্‌গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমাদের ঋক্‌সংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ। এই আদি গ্রন্থ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পঞ্চনদ-তীরবাসী বৈদিক আর্য্যগণ যখন অন্তর্ভারতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের সহিত নানাস্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দস্যু জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল।

আর্য্যগণের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবাসী।

সেই কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দস্যুগণই ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতায় সেই দস্যু বা দাসগণ 'অনাস' অর্থাৎ নাসিকারহিত, অক্রতু বা যজ্ঞহীন, গ্রথী অর্থাৎ জল্পক;'মৃধ্রবাচ্' বা হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধাহীন, ও বুদ্ধিশূন্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। (ঋক্ ৫।২৯।১০, ৭।৬।৩) তাহারা যাগ যজ্ঞাদি করিত না, কিছুই মানিত না, আর্য্য হইতে তাহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র। আর্য্যগণ তাহাদিগকে মনুষ্য-মধ্যেই গণ্য করিতেন না। (ঋক্ ১০।২২।৭-৮) তথাপি তাহারা বহুগ্রামনগরাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের যত্নে বহু দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃত্র, নমুচি, শম্বর, বল প্রভৃতি দাস বা অসুরগণ সেই আদিম জাতির অধিনায়ক। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে যে, আর্য্যদিগের মুখ্যদেবতা ইন্দ্র সেই দস্যু বা দাস জাতির প্রভাব নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। (ঋক্ ৬।১৮।৩) আর্য্যগণের প্রভাবে সেই দস্যুগণ পরাজিত হইয়া কেহ বন-জঙ্গলে দুরদেশে পলায়ন করিয়াছিল, কেহ বা আর্য্যগণের অধীনতা স্বীকার-পূর্ব্বক শূদ্ররূপে আর্য্যসমাজ-ভুক্ত হইয়াছিল। তাহারা অব্রত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার আর্য্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। (ঋক্ ৮।৫৯।১০) তাই ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—'আজও যে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা যজ্ঞহীন, তাহাকে আসুর বা অসুরধর্ম্মা বলা হইয়া থাকে। অসুরদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম—তাহারা শবদেহ অর্থ, বসন ও অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া থাকে; তাহারা মনে করে যে,এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই বুঝি ইহলোকে পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল।' * ছান্দোগ্যোপনিষদে অসুর বা দাস জাতির বিশেষ লক্ষণ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমান পার্ব্বত্য বা বন্য কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি অনার্য্যজাতির আচার ব্যবহারে তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজও আদিম জাতিগণের মৃতোদ্দেশে নির্ম্মিত প্রস্তর-স্তম্ভগুলি খনন করিয়া দেখিলে, তাহার তলদেশ হইতে পিত্তল, তাম্র বা স্বর্ণের একরূপ অলঙ্কার পাওয়া গিয়া থাকে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের আদিম জাতিগণ দুর্ভেদ্য গিরি গহ্বর আশ্রয় করিলেও এই প্রাচীন প্রথা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। দুর্ভেদ্য গিরি বা অরণ্য-মধ্যে বাস ও নগরবাসী সুসভ্য জাতির সহিত সংস্রব না থাকায় ইহাদের আদিভাব এখনও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বরাহমিহির পর্ণশবর নামে যে প্রাচীন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সে দিন পর্য্যন্ত তাহাদের পাতুয়া নামক শাখা কেবল পত্রাচ্ছাদনই লজ্জা রক্ষা করিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের চেষ্টায় তাহারা প্রথম বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এই পার্ব্বত্য বা বন্য জাতির শাখা হিমালয় হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সমুদায় পার্ব্বত্য প্রদেশে অল্প বিস্তর বাস করিতেছে, নির্জ্জন গিরি-গহ্বর দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে রক্ষা করায় ও বৈদেশিক সংস্রব না ঘটায় বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহারা একভাবেই এক নিয়মেই কাটাইতেছে। এখন পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কালে ইহারাও আবার সুসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার সূচনা হইতেছে।

ঋক্‌সংহিতায় সেই আদিম জাতির সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সভ্যতা কোথায় গেল? অধিক সম্ভব আর্য্যজাতির প্রভাবে সকলেই দাসরূপে গণ্য হওয়ায়, দাসত্ব ব্যতীত অপর কার্য্যে অধিকার না থাকায় এবং অন্যান্য সকলে বন জঙ্গল আশ্রয় করায় তাহারা আর উন্নত হইতে পারে নাই। আর্য্যসমাজের প্রধান অঙ্গ চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু সকলেই দৃঢ় একতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাহাদের মত একপ্রাণতা অনেক উচ্চ জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। [অঙ্গামী নাগা, জুয়াঙ্গা, কোল প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

আর্য্য-প্রভাব।

বৈদিক জ্যোতিষাঙ্গ আলোচনা দ্বারা এক্ষণে মোটামুটি স্থির হইয়াছে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই বৈদিক আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে। সুতরাং ৮ হাজার বর্ষ হইতে চলিল, পঞ্চনদের আর্য্যসভ্যতা ক্রমশঃ ব্রহ্মাবর্ত্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্চনদের আর্য্যগণ প্রথমে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতির উপাসনা করিতেন। [আর্য্য ও বেদ দেখ।]

* "তস্মাদপি অদ্যেহ অদদানং অশ্রদ্দধানং অযজমানং আহুরাসুরো বতেতি। অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৮।৫)

সরস্বতী ও দৃশদ্বতীপ্রবাহিত ব্রহ্মর্ষিদেশই ভারতে ভাবী আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তারের আদি স্থান বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। বেদ-সংহিতা-প্রচার-কালে আর্য্য-সভ্যতা এই ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষিদেশ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই আর্য্যঋষিগণ বেদের সমুদয় সংহিতা গান করিয়াছিলেন ও যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ড এখানেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এখানেই রুদ্রের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ ও আদি আরণ্যক-সমূহ প্রচারকালে আর্য্য জাতি মগধ অতিক্রম করিয়া সদানীরা-কূলে উপনীত হইয়াছিলেন, এই সময়ে শবর, পুণ্ড্র, অন্ধ্র, মূতিব প্রভৃতি অনার্য্য জাতির সহিত আর্য্য-সংস্রব ঘটে। এমন কি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐ সকল জাতি বিশ্বামিত্র-সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক-সূত্র গ্রন্থরচনা-কালে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন।

ভারতীয় আর্য্যসমাজের প্রধান বিশেষত্ব চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, আদি বৈদিক যুগে যে সময়ে আর্য্যগণ পঞ্চনদে বাস করিতেছিলেন, সে সময় তাঁহাদের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ গঠিত হয় নাই। কিন্তু এ মত এখন আর সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে, কোন সমাজের সর্ব্বাদিম অবস্থায় জাতিবিভাগ সম্ভবপর নহে। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের সহিত সকল জাতির মধ্যেই অবস্থা অনুসারে উচ্চ-নীচ ভেদপ্রথা অবশ্যম্ভাবী; নহিলে কোন উচ্চ সমাজ রক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ উচ্চ নীচ বিভাগ কেবল ভারতীয় আর্য্য বলিয়া নহে, যে সকল সুসভ্য জাতি এখন আর্য্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত রহিয়াছে। যখন বৈদিক আর্য্যগণ পঞ্চনদে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারা সভ্যতায় অনেক উন্নত হইয়াছিলেন, তাহা ঋক্‌সংহিতা হইতে স্পষ্ট জানা যায় এবং এই ঋক্‌সংহিতাতেই যখন চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তখন যে আর্য্যসমাজে বহু পূর্ব্ব কাল হইতেই বর্ণবিভাগ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

[আর্য্য ও ঋক্‌সংহিতা দেখ।]

পুরাবিদ্‌গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মিশরের সভ্যতাই জগতে সর্ব্বাদিম। কিন্তু তথায় পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার এক হস্তে ন্যস্ত থাকায় শক্তির অপলাপ ঘটে, তাই মিশরীয় সভ্যতা স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু আর্য্যগণ পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার ভিন্ন হস্তে রাখিয়া সভ্যতার সহিত স্থায়ী শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই আর্য্যগণের বিশেষত্ব।

যাঁহারা বেদের মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি বৈদিক-দেবগণের স্তুতি করিতেন, বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অপত্যগণই বেদে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর যাঁহারা নিজ বাহুবলে রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন ও বৈদিক-স্তোতাগণের রক্ষায় তৎপর ছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহার অনুগামী বীরগণ ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের অনুগত প্রজা-সাধারণই 'বৈশ্য' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন; এই ত্রিবর্ণই বৈদিক-আর্য্যসমাজের শক্তি।* কেবল ভারতীয় আর্য্য বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরমদ্র, উত্তর পারস্য ও শাকদ্বীপীয় আর্য্যদিগের মধ্যেও ঐ ত্রিবর্ণই সমাজের শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; পারসিকদিগের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র 'জন্দ্-অবস্থা' হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।† বিজিত অনার্য্যগণ ও সমাজভ্রষ্ট অনধিকারী নীচ আর্য্য ক-একজনকে লইয়াই শূদ্র-সমাজের সৃষ্টি। এই শূদ্র-সমাজ হইতে পার্থক্য রাখিবার জন্যই প্রথম ত্রিবর্ণ 'দ্বিজ' বলিয়া পরিগণিত হন এবং দ্বিজাতি-শুশ্রূষাই শূদ্রের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হয়। ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার, বিভিন্ন জাতির সংস্রবে নানা মিশ্র ও সঙ্কর জাতির উৎপত্তি এবং নানা বিপ্লবে ক্রমে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ দৃঢ়তর ভিত্তিতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ সংগঠিত করিয়াছিলেন। গৃহ্যসূত্র ও নানা স্মৃতিগ্রন্থে তাহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ গত হইয়াছে, নানা বিধর্ম্মীর প্রবল আক্রমণেও সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উৎপাটন করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। গৃহ্যসূত্রে ও স্মৃতিমধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যেরূপ বিধিনিষেধাদি বিবৃত হইয়াছে, আজও তদনুসারে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে।

গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ যে সময় প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা কেবল বেদস্তোতা বা সামান্য পুরোহিতরূপে গণ্য ছিলেন না, তৎকালে তাঁহারা কি রাজা, কি প্রজা, অপর সকল জাতির উপরই প্রাধান্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়েই কম্বোজ, শক প্রভৃতি ভারতবহির্বাসী ক্ষত্রিয়জাতি 'বৃষল' বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকালেই কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করেন, এমন কি কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র ও দেবাপির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের চরমকালে পরশুরামের অবতার কীর্ত্তিত হইয়াছিল। কতকাল পরে ক্ষত্রিয়াভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইল,

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১মাংশ ২৭-২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, ৪র্থাংশ দ্রষ্টব্য।

সেই সময়েই রামচন্দ্রের হস্তে পরশুরামের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রধান সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময় স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণের জ্ঞানচর্চ্চা ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা তাঁহারা রাজাধিরাজ অপেক্ষা সম্মানিত। কুরু-পাণ্ডবদিগের সময় ক্ষত্রিয়-প্রভাবের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ হইতে জানা যায় যে, রাজার মৃত্যুর পরই কুল-পুরোহিত রাজ্য অধিকার করিতেন, তিনিই পরে উপযুক্ত অধিকারীকে রাজ্যশাসন করিতে দিতেন। কিন্তু মহাভারতে রাজার মৃত্যু হইলে, কুল-পুরোহিতের সে অধিকার ছিল না। মহাভারতকার "বীর্য্যশ্রেষ্ঠাশ্চ রাজানঃ" (আদিপর্ব্ব ১৩০।১৯) বলিয়া ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর মহাসমর হইতেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপর দুর্দ্ধর্ষ জাতিগণও ভারত-প্রবেশের সুবিধা পায়। সেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব-হ্রাসের সঙ্গে, বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবগণও যেন পূর্ব্বসম্মান-লাভে বঞ্চিত হইলেন। এ সময়ে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তখনও ঐ সকল প্রদেশে অনার্য্য-প্রভাব এককালে তিরোহিত হয় নাই। পঞ্চনদ ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের প্রশান্ত প্রকৃতি পূর্ব্ব-ভারতে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, গঙ্গার ভীমপ্রবাহে জনপদের নিত্য অবস্থা-পরিবর্ত্তন, নিত্য ঝটিকার উৎপীড়নাদি প্রকৃতি-বিপর্য্যয়, এবং দেশভেদে মানবের অবস্থা ও আচার-পার্থক্য পর্য্যালোচনা করিয়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা ও সেই সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী নানা দেব-দেবী-মূর্ত্তিরও উপযুক্ত পূজা প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎকালে একদিকে যেমন সরল নিম্নশ্রেণীর উপাসকদিগের নিমিত্ত নানা মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইতেছিল, অপর পক্ষে পরমজ্ঞানী আর্য্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানচেষ্টার সহিত নানা দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছিল। যে সময়ে য়ুরোপীয় জগৎ এক প্রকার বন্য সুষুপ্তিতে নিস্তব্ধ ছিল, সেই সময় ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের হৃদয়ে উচ্চতর দার্শনিকতত্ত্ব-বিকাশ কম গৌরবের কথা নহে। এমন কি তাহার বহু শত বর্ষ পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে যবনদূত মেগস্থেনিস্ ব্রাহ্মণদিগকে নির্জ্জন উপবনে জন্মমৃত্যুর আলোচনায় লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক আত্মসংযম ও আত্মোৎকর্ষ-লাভে অনুরাগ ব্রাহ্মণ সমাজে যেরূপ প্রবল ছিল, জগতের ইতিহাসে কোথাও সেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না।

[দর্শন, বেদান্ত, সাঙ্খ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান-প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ যে বিজ্ঞান, যে ভাষাতত্ত্ব ও যে চিকিৎসাশাস্ত্রাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সভ্যজগৎ বিস্ময়োৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। [বিজ্ঞান, ভাষা, পাণিনি, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।] এই ভারতীয় আর্য্য ব্রাহ্মণগণই অঙ্কশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদাদি নানা শাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা, তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পাশ্চাত্যগণ ঐ সকল শাস্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বিবিধ দর্শনের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা মত ও নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায় স্ব স্ব মতের প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। পরস্পর দার্শনিক-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রাহ্মণ-সমাজের একতাগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল। এই মতভেদরূপ অন্তর্বিপ্লবে ব্রাহ্মণশক্তি খর্ব্ব হইতেছিল। পণ্ডিত-সমাজের এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দর্শন করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজ প্রাধান্য-লাভে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে ক-এক শতাব্দ পরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন হইল।

জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব।

৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি যে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা লইয়া দার্শনিক ব্রাহ্মণ-সমাজে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। যদিও ছান্দোগ্যোপনিষদের সময় হইতে ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধিকারী ছিলেন, এমন কি বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই বিদ্যালাভের জন্য ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপনিষদাদি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতীয় যুগে ক্ষত্রিয়ের পূর্ব্ববৎ জ্ঞানচর্চ্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র, রথসূত্র, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। (মহাভারত ২।৫।১১০,১২০) কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজে দার্শনিক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলনের সময় ক্ষত্রিয়েরাও জ্ঞান-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রাধান্য অবহেলা করিয়া মস্তকোত্তলন করিতে কোন ক্ষত্রিয়ই সাহসী হন নাই। পার্শ্বনাথই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অস্বীকার করেন এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানবলই মানবকে শ্রেষ্ঠ করিতে সমর্থ এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু বহুসংখ্যক লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইলেও ব্রাহ্মণ-সমাজের তখনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

দুই শতাব্দ পরে মহাবীর ও সিদ্ধার্থ নামে দুইজন ক্ষত্রিয়-কুমার অপরিসীম বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রভাবে যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন।

[জৈন, মহাবীর, বুদ্ধ, বৌদ্ধ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর ও শাক্যসিংহ উভয়েই সমসাময়িক। ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মহাবীর ও ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে শাক্যবুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করেন। উভয় মহাপুরুষই আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে সমভাবে দেখিয়াছিলেন। উভয়ের স্বার্থত্যাগ, জীবের প্রতি অনুরাগ, সর্ব্বসাধারণের হইয়া মুক্তিকামনা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ গুণে উচ্চ নীচ সকল জাতিই দলে দলে আসিয়া মহাপুরুষদ্বয়ের পদানত ও তত্তন্মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। এই দুই ধর্ম্মবীরের প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বহু দ্বিজাতি বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবহিংসা প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয় হইতে ক্রমে অপসারিত হইতেছিল এবং পরোক্ষে সকলেই ক্ষত্রিয়প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শূদ্রের কোন শাস্ত্রে অধিকার ছিল না, শূদ্রগণও জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মচিন্তা করিবার অবসর পায় নাই, এ সময় তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ অধিকার পাইয়া সকলেই নবধর্ম্মের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহাতে এই নবধর্ম্ম নির্ব্বিরোধে ভারতভূমে প্রচারিত হয়, তৎপক্ষে সকলেই বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল *।

প্রথমে মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধের ধর্ম্মমতে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য ছিল না, সর্ব্বজীবে দয়া ও সকলের মুক্তি কামনা উভয়েরই মুখ্য লক্ষ্য ছিল। প্রভেদ এই,– মহাবীর আত্মার বহুত্ব ও ক্ষত্রিয়প্রাধান্য স্বীকার করেন, তিনি শূদ্রদিগকে উপাসক ও উপাসিকা মধ্যে নিযুক্ত করিলেও তাহাদিগকে 'অভূম' অর্থাৎ জিনপূজায় সম্পূর্ণ অনধিকারী বলিয়া স্থির করেন †। এ দিকে বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়প্রাধান্য স্বীকার করিলেও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ধর্ম্মকায় অক্ষর ও অবিনশ্বর, জীবমাত্রেই কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। নির্ব্বাণলাভই পুরুষার্থসিদ্ধির মুখ্য উপায়। পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েই সমান সম্মানের পাত্র বটে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যাবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়-জাতিই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল জাতিই জ্ঞান-চর্চ্চায় ও নির্ব্বাণলাভে সমান অধিকারী। বলিতে কি, উভয় মহাপুরুষই বৈদিক ও পৌরাণিক দেবপূজা অনাবশ্যক মনে করিয়া সিদ্ধ-নরপূজাই প্রবর্ত্তন করেন, এই জন্য জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে জিন ও বুদ্ধের পূজা প্রচলিত। মহাবীর শূদ্রকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে পারেন নাই, সে জন্য তাঁহার মত সার্ব্বজনীন হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধের সাম্য ধর্ম্মে সকলেই বিমোহিত ও স্বেচ্ছায় অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। সেইজন্যই মহাবীর-প্রবর্ত্তিত জৈনধর্ম্ম অপেক্ষা শাক্যবুদ্ধের প্রণোদিত বৌদ্ধধর্ম্ম অল্পদিন মধ্যেই বহুপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল।

সাধারণের বুঝিতে ও ভাবিতে সুবিধা হইবে বলিয়াই উভয় মহাপুরুষই দেশপ্রচলিত ভাষায় স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার

---

* মহাবীরের মতানুবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এজন্য ক্ষত্রিয়ের অশৌচ পাঁচ দিন, ব্রাহ্মণের ১০ দিন, বৈশ্যের ১২ দিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন। যথা জিনসংহিতায় —

" ক্ষত্রিয়েষু কুমারেষু যেহণুব্রতপরায়ণাঃ।
সৃষ্টাস্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চাত্তরতেনাত্মবেধসা ॥ ৪। ১৮।
ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চ বাসরান্ ॥ ৪। ৩৯।
দশাহং ব্রাহ্মণানাং স্যাদ্দ্বাদশাহং বিশাং ভবেৎ।
শূদ্রাণামর্দ্ধমাসং স্যান্নৈতন্ন্ৃপতপস্বিনোঃ ॥ ৪। ৪০।"
(চন্দ্রপ্রভসূরিবিরচিত জিনসংহিতা)

এমন কি ব্রাহ্মণদিগের পুরাণে, ব্রাহ্মণ পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইবার কথা থাকায় তদুত্তরে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যকালে সহস্রার্জ্জুনপুত্র সুভৌম কর্ত্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিবার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতেও জৈনশাস্ত্রকারগণ বিস্মৃত হন নাই। [পুরাণ শব্দ ৭০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

† মজ্‌ঝিম-নিকায়ের কণ্ণকথালসুত্তে লিখিত আছে —

"চত্তারো' মে মহারাজ বণ্ণা—খত্তিয়া ব্রাহ্মণা বেস্‌সা সুদ্দা। ইমে সংখো মহারাজ চতুন্নং বণ্ণানং দ্বে বণ্ণা অগ্‌গম্ অকৃখায়ন্তি, খত্তিয়া চ বম্ভণা চ যদিদং অভিবাদনপচ্চ্‌পট্‌ঠান অঞ্জলিকম্ম সামীচিকম্মন্ তি।"

অর্থাৎ এই চারি বর্ণ—ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণ। এই চারি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-গণই অভিবাদন ও সেবার যোগ্য এবং অঞ্জলিকর্ম্ম ও যাজনক্রিয়ার অধিকারী। উক্ত সূত্রে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উল্লেখ থাকায় ক্ষত্রিয়েরই শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করি-তেছে, যাহা হউক দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বষ্ঠসূত্রে আমাদের এই সন্দেহ নিবারিত হইয়াছে।

অম্বষ্ঠসূত্রে লিখিত আছে, এক সময়ে একজন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করেন যে,—শাক্য যুবকগণ নিতান্তই অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণের সম্মান করে না। তাহা শুনিয়া বুদ্ধদেব অম্বষ্ঠকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বল দেখি, ব্রাহ্মণযুবকের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, অথবা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, এই মিশ্রোৎপন্ন সন্তান কোন্ জাতি হইবে? তদুত্তরে ব্রাহ্মণযুবক উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, উভয়ের উৎপন্ন উভয় প্রকার সন্তানই ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হয়। ইহার পর বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ঐরূপ সন্তানকে ক্ষত্রিয়েরা নিজ সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করে কি না?' 'কখনই গ্রহণ করে না—ব্রাহ্মণ-সন্তান এই উত্তর দিয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি কোন ক্ষত্রিয় সমাজচ্যুত হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণেরা স্ব-সমাজে গ্রহণ করেন কি না? অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণও উত্তর করিয়াছিলেন যে সেই সমাজচ্যুত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া শেষে পরিচিত হইয়া থাকে।' তখন বুদ্ধদেব সানন্দে বলিয়াছিলেন যে, তবেই বিবেচনা করিয়া দেখ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ক্ষত্রিয়ই হইতেছে। সেই জন্যই সনৎকুমার বলিয়াছেন—

' খত্তিয়ো সেট্‌ঠো জনে তস্‌মিন্ যে গোত্তপটিসারিনো।
বিজ্জাচরণসম্পন্নো সো সেট্‌ঠো দেবমানুসে ॥ "

মজ্‌ঝিমনিকায়ে ও সংযুত্তনিকায়ে উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

করেন এবং ভবিষ্যতে তদনুবর্ত্তী হইবার জন্য শিষ্য-প্রশিষ্য-মণ্ডলীকেও আদেশ করিয়া যান। সেই জন্যই গাথা ও পালিভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ এবং মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ভাষায় প্রাচীনতম জৈন-গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। পুরাবিদ্‌গণ বহু আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে,—প্রাচীনতম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় হইতে ৪র্থ শতাব্দ মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। [জৈন, প্রিয়দর্শী ও বৌদ্ধ দেখ]

উক্ত উভয় মহাপুরুষের উচ্চ উপদেশ,সেই সময়ের রাজন্য-মণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উভয় মত প্রচারিত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

৫১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পারস্যাধিপ দরায়ুস (Dareios Hystaspes) বিস্তাস্প সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত গান্ধার, সিন্ধু, আক্ষোদ ও হরবতী অধিকার করিয়াছিলেন। কাহার মতে, কাইরসের (Cyrus) সময় হইতে জরক্সেসের (Xerxes) সময় পর্য্যন্ত ঐ অংশ পারস্যাধীন ছিল। তৎকালে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময়ে শাক্যদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ৪৭৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কোশলাধিপ প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক শাক্যবংশ ধ্বংস করেন। তাঁহারই কিছুকাল পরে অজাতশত্রুর শেষ বংশধর মহানন্দী আবির্ভূত হন। তৎপরে মহাপদ্ম নন্দের অভ্যুদয়। পুরাণে ইনিই ক্ষত্রিয়ান্তকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চাণক্যের কৌশলে নন্দবংশের মূলোচ্ছেদ এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক সাধিত হয়।

শ্রাবণ-বেলগোলের শিলাফলকে দেখিতে পাই যে, সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুকে সম্মান করিতেছেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব-স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহেন। ৩৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই ভদ্রবাহুর মৃত্যু ঘটে। পাশ্চাত্য-ঐতিহাসিকগণ নন্দবংশ-ধ্বংসকারী উক্ত চন্দ্রগুপ্তকেই আলেক্‌সান্দারের সমসাময়িক ও Sandrokottos ধরিয়া ভারতীয় ইতিহাসের ভিত্তিস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,এই Sandrokottosকে না পাইলে তাঁহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জটিল গ্রন্থি কিছুতেই মোচন করিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যে চন্দ্রগুপ্তকে ধ্রুব তারা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় ইতিহাস-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আলেক্‌সান্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী। ৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেকসান্দর সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। কিন্তু ৩৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক এবং ৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যসমাপ্তি ঘটে। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোক-প্রিয়দর্শীই আলেক্‌সান্দারের শিবিরে উদ্ধত যুবক Sandrokottos নামে পরিচিত। এই উদ্ধত যুবকই কালে সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত, তৎপরে জিনধর্ম্মানুরাগী ও বৌদ্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল এসিয়া নহে, সুদূর য়ুরোপেও প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সভায় থাকিয়া গ্রীকদূত মেগস্থিনেস্ ভারত-চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে অশেষ যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিলেও তাঁহার পৌত্র দশরথ আজীবক নামক জৈনদিগের প্রতিই যথেষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। বরাবরের নিকটস্থ নাগার্জ্জুনীশৈলে খোদিত দশরথের অনুশাসনলিপিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সমস্ত ভারতবর্ষ এক সময়ে মৌর্য্যবংশের একচ্ছত্রাধীন হইয়াছিল। মৌর্য্যবংশ-বিলোপের সহিত পশ্চিম-সিন্ধুপ্রদেশে যবনগণ, উত্তরে লিচ্ছিবিগণ ও দক্ষিণে পাণ্ড্য ও চোলরাজগণ প্রবল হইয়াছিল, এমন কি এই সময় ভারতভূমি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নামে মাত্র শুঙ্গগণ রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন। বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তিনিই আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে মৌর্য্যরাজ্য প্রদান করেন, তাহা হইতেই মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠা। [যবন, পুষ্যমিত্র, মৌর্য্য প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

শুঙ্গবংশীয়েরা বিদিশায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক হইতে তাহার সন্ধান পাই। তৎকালে সমস্ত কলিঙ্গ খারবেল ওরফে ভিখুরাজ নামক একজন জৈননৃপতির অধীন ছিল, তিনি লালকের পৌত্র হথিসাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং কুসুম্বক্ষত্রিয়দিগের সাহায্যে মুষিক, শাতকর্ণি ও রাজগৃহরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে রাজগৃহাধিপ মথুরায় পলাইয়া গিয়াছিলেন। এ সময় দক্ষিণাপথে সাতবাহনবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হইতেছিল। [সাতবাহন-রাজবংশ দেখ।]

প্রায় ১৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মিলিন্দ (Menander) নামক পঞ্জাবের যবন-নৃপতি অতি প্রবল হইয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজধানী সাকেতনগরী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে সংগ্রামের আভাস দিয়া গিয়াছেন। ১১৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার রাজ্যকাল শেষ হয় ও শকগণ প্রাধান্য লাভ করে।

ভারতে শকাধিকার।

হরিবংশ ও নানা পুরাণ হইতে জানা যায় যে, সগরের

পিতা বাহুরাজ শক, কাম্বোজ, তালজঙ্ঘ প্রভৃতির হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই শকগণ হৈহয়-রাজগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে সগর হৈহয়দিগকে বিনাশ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, সে সময়ে শক, কাম্বোজ প্রভৃতি জাতি আসিয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বশিষ্ঠের কথায় সগর আর শকদিগের প্রাণ সংহার করিলেন না, কেবল মাথার অর্দ্ধেকটা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মনুসংহিতায় (১০।৪৩-৪৪) আছে,—

"শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।"

ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন-হেতু এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা পৌণ্ড্রক, উড্র, শক, যবন, কাম্বোজ দ্রবিড়, প্রভৃতি।

মনুসংহিতা হইতে জানা যাইতেছে, শক যবন প্রভৃতি বহু জাতি পূর্ব্বকালে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য ছিল। স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করায় ও ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক সম্ভব, সগর বা অপর কোন প্রবল হিন্দু-রাজের প্রভাবে ভারতবাসী শক, কাম্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও ব্রাহ্মণহীন হইয়াছিল। যেমন অধিক দিনের কথা নয়, গৌড়াধিপ বল্লালসেন বৈশ্যজাতীয় বঙ্গের বণিকদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের পরামর্শে তাহা-দিগের জল অস্পৃশ্য বলিয়া প্রচার করেন এবং গুরু ও পুরোহিত বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া গণ্য করেন* ; ভিন্ন দেশ হইতে আগত শক কাম্বোজাদির ভাগ্যেও বোধ হয়, সেইরূপ দশাই ঘটিয়াছিল।

মধ্য এসিয়াবাসী কাম্বোজদিগের মধ্যেও এক সময় বৈদিক আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কের নিরুক্ত হইতে জানা গিয়াছে। শাক, কাম্বোজ প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াবাসী বিভিন্ন জাতি যে বহু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পুরাণ হইতেই পাওয়া যায়।

যে জাতির যেখানে অবস্থিতি, তন্নামে সেই জনপদ পূর্ব্ব-কালে প্রসিদ্ধ হইত। গরুড়পুরাণ হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে দক্ষিণাপথে কর্ণাট ও কম্বোজঘণ্ট এবং ভারতের দক্ষিণপশ্চিমে অম্বষ্ঠ, দ্রবিড়, লাট, কাম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক ও আনর্ত্ত জনপদ অবস্থিত ছিল*। ভারতের দক্ষিণপশ্চিমে যে কাম্বোজ ও শকদিগের বাস ছিল; তাহা পুরাণ ব্যতীত প্রাচীন গ্রন্থ ও নানা সুপ্রাচীন শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে।

হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্যসম্রাট্ দরায়ুসের অধীনে ভারতে যে ছত্রপ রাজ্য (Satraphy ছিল, তাহা তাঁহার পারস্যের সকল প্রদেশ হইতে সমৃদ্ধিশালী এবং তাহা হইতে তিনি প্রায় ৬০০ তৌল (talents) স্বর্ণ পাইতেন। দরায়ুসের সময় পঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশ পারস্যাধীন হইয়াছিল। পারস্যা-ধিপের অধীনে এখানে যে শকরাজ আধিপত্য করিতেন, তিনি 'ছত্রপ' (Satrap) † (প্রাচীন শিলালিপিবর্ণিত ক্ষত্রপ) নামে খ্যাত ছিলেন। মাকিদনবীর আলেক্সান্দারের সহিত পারস্যপতির মহাসংগ্রামে ভারতীয় শক প্রজাগণই (Indo-Scythians) তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। এই সকল বীরগণের মধ্যে 'শকসেন' (Sacasenae) নাম দৃষ্ট হয়। যবন-সমরে পারস্যসম্রাটের জন্য তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন।

রাজপুত-ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ টডসাহেব লিখিয়াছেন, জিট (Indo-scythic Getes= জাট), তক্ষক ও অসি প্রভৃতি শকগণ খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়েই শকেরা এসিয়া-মাইনর ও পরে স্কন্দনাভ (Scandinavia) পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। ইহারই অনতিকালপরে শকজাতীয় অসি (অশ্ব) ও তোচারি তুষারগণ বক্ত্রিয়া রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। বাল্টিক-সাগরতীর হইতে সমাগত শকজাতীয় অসি, কাঠি (Cathi) ও কম্বরী- ‡ (Cimbri) গণের শক্তি রোমকগণও সম্যক্ বিদিত হইয়াছিল §।"

যাহাই হউক, পূর্ব্ববর্ণিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

* আনন্দভট্টকৃত বল্লাল-চরিত (পুথি)

* "কর্ণাটাঃ কাম্বোজঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কাম্বোজা স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ দক্ষিণপশ্চিমে।" ৫৫।১৫।

† ছত্রপ বা ক্ষত্রপ হইতেই পরবর্ত্তিকালে 'ছত্রপতি' উপাধি প্রচলিত হইয়া-ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীও 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

‡ রাজস্থানে যে 'শাকম্বরী' দেবী আছে, টড সাহেবের বিশ্বাস যে তিনি প্রথমতঃ শাকদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। Tod's Rajasthan, Vol. I p. 63.

§ Tod's Rajasthan. Vol. I

বিবরণ হইতে জানিতেছি, বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত শাক বা শকজাতির সংস্রব ঘটিয়াছে *।

এখন দেখা যাউক, ভারতের শকেরা কোন্ স্থানে ও কিরূপভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল?

পারস্যের অথমনি-বংশীয় (Achaemenidae) রাজগণের সময়ে শকেরা পঞ্চনদ-প্রদেশে আধিপত্যলাভ না করিলেও এই সময় হইতেই শকসংস্রব ঘটিতেছিল। এই সময়ে (খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে) পঞ্চনদ প্রদেশে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষর-যুক্ত মুদ্রা প্রচলন এবং পারস্যস্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়। কনিংহাম্, ডাক্তার বুহ্লর প্রভৃতি কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ মগপুরোহিত অগ্নিপূজা-প্রবর্ত্তক 'জরথুস্ত্র' নামই উচ্চারণভেদে 'খরোষ্ট্র' হইয়াছে। সেই মগপুরোহিত-প্রবর্ত্তিত অক্ষরই খরোষ্ঠী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে †। অধিক সম্ভব, পঞ্জাবে তাঁহাদের বংশধর হইতেই এই লিপি প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

পঞ্চনদে যে 'শাকল' নগর ছিল, সম্ভবতঃ শক বা শাকগণের বাস হেতু এই স্থানের 'শাকল' নাম হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দরের সহিত দরায়ুসের যুদ্ধকালে দরায়ুসের ক্ষত্রপ ভারতীয় শকবীরগণ তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই শক-ক্ষত্রপগণ ভারতের কোন্ অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

সম্ভবতঃ তৎকালে পশ্চিম-পাঞ্জাবে ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে শক-ক্ষত্রপগণ সামান্যভাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। কিন্তু মাকিদনবীরের অনুচর যবনগণের প্রভাব-বিস্তার ও মৌর্য্য-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ক্ষত্রপগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছিল। মৌর্য্যরাজ অশোকের সময় তুষাস্প নামক একজন যবন-সৌরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বেই সৌরাষ্ট্রে যবন-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। শক সম্বন্ধে এ সময় আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তৎপরে যবন-প্রভাব লুপ্ত হইলে, শক-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৎস্য-পুরাণেও দেখা যায় যে, ৭ জন গর্দ্দভিল, ১৮ জন শক, ৮ জন যবন, ১৪ জন তুষার ও ১৩জন মুরুণ্ড, ১৯ জন হূণ রাজা ভারতে রাজত্ব করেন*। ইঁহাদের মধ্যে তুষার, মুরুণ্ড ও হূণ এই কয়জাতি শকজাতিরই শাখা বলিয়া বিবেচিত হয়।

শকগণের পুনরভ্যুদয় ঠিক কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতীয় ও গ্রীকগ্রন্থ হইতে স্পষ্ট জানা যায় না। চীনদিগের প্রাচীন গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। †

যে সময়ে বাহ্লিক (Bactria) দেশে যবন-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎকালে চীনের দক্ষিণাংশ হইতে 'সেক' (শক) জাতি আসিয়া সোগ্দিয়ানা ও ত্রান্স-ক্সিয়ানা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে এই স্থান সেস্তান বা শকস্থান নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই শকেরাই এক সময়ে পারস্যের অথমনিবংশ ও মাকিদনবীর-গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল।

১৬৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই শকেরা য়ুচি (Yueh-chi) নামক অপর এক শকশাখার নিকট পরাজিত হইয়া ও সোগ্দিয়ানা হারাইয়া বাহ্লিক-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তথায় যবন-দিগের সহিত শকগণের কিছুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই সময় পার্থিব (পারদ)-গণ আসিয়া শকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এই উভয় জাতির মধ্যে যেমন মিত্রতা, আবার তেমনি শত্রুতা দেখা যাইত। যাহা হউক, এই জাতি শেষে পরস্পরে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ও পরে এক জাতি বলিয়া পরিচিত হয়।

শকজাতীয় য়ুচিরা শকস্থান হইতে আসিয়া ১২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বাহ্লিকদেশ অধিকার করিল; যবনেরা ক্রমেই তাড়িত হইল। অনতিকাল মধ্যেই কুষন নামক এক শক-জাতি পরোপনিষদ্ (পৌরাণিক নিষধগিরি) উত্তীর্ণ হইয়া কাবুল উপত্যকায় আসিয়া যবনশাসনচিহ্ন বিলুপ্ত করিল ও ক্রমে উত্তর-ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কেহ মনে করেন, শক-প্রভাবে অযোধ্যা-প্রদেশের অধিকাংশ এই সময়ে 'সাকেত' ‡ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

শকাধিকারে ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল শিলা-

* টড সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, অধিকাংশ রাজকুলেই শক-রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেই সূর্য্য-চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। [রাজস্থান দ্রষ্টব্য।]

† Cunningham's Coins of Ancient India, p. 36-37.

* "সপ্ত গর্দ্দভিলাশ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু।
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি তুষারাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ত্রয়োদশ মুরুণ্ডাশ্চ হূণা হ্যেকোনবিংশতিঃ॥" (মৎস্যপুরাণ ২৭৩ অধ্যায়)

† Drouin's Reveue Numis. 1888. p. 13.

‡ শকদিগের জন্মভূমি গ্রীকভৌগোলিকেরা 'সাকিতই' (Sakitai) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামের সহিত 'সাকেত' শব্দের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, 'শাকদ্বীপ' নামই যবনদিগের নিকট Sakita বা Scythia নাম লাভ করিয়াছে।

লিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মোঅস বা মোগ নামক শকরাজের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় *. কোন কোন পুরাবিদ্ মনে করেন, এই মোগ নামক শক-রাজের অধিকার-কালে আরাকোসিয়া (Arachosia) বর্ত্তমান গজনী ও দ্রাঙ্গিয়ানা (Drangiana) প্রদেশ 'শকস্থান' † নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং সিন্ধু ও পঞ্চনদের কতকাংশ শক-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল ‡।

মোগের পর অজেস্ ও অজিলেস উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। (প্রায় ১০০ খৃঃ পূঃ) ইঁহাদের সহিত পার্থিব বা পারদ Parthian রাজগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই সময়ে পার্থিব-রাজ বোনোনেস্ ও শকপতি স্পলগদম § শকস্থানে এবং মোগের বংশধর অজেস্ সিন্ধুনদ-প্রবাহিত জনপদে আধিপত্য করিতেছিলেন। তৎকালে শকস্থানের পার্থিবরাজ সিন্ধুপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। মোগবংশীয়গণের তক্ষশিলা (পশ্চিম পঞ্জাব), শাকল (পূর্ব্ব পঞ্জাব) এবং কাবুলে রাজধানী ছিল। অল্পকালমধ্যেই এই মোগবংশের অধিকার পূর্ব্বে মথুরা ও দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শক-রাজের অধীনে মথুরায় একজন, সৌরাষ্ট্রে একজন ও মালবে একজন ক্ষত্রপ (Satrap) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ক্ষত্রপের ক্ষমতা এক এক জন পরাক্রান্ত নরপতি অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। ইহাদের উদ্যমে ও বলবীর্য্য-প্রভাবে শকাধিকার বহুবিস্তৃত হইতেছিল।

মথুরায় শকক্ষত্রপ বংশ।

মথুরায় শক-ক্ষত্রপগণের মধ্যে রঞ্জুবুল বা রাজুবুলের নাম প্রথম। প্রথমে ইনি কেবল ক্ষত্রপ ছিলেন, অবশেষে ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধির সহিত 'মহাক্ষত্রপ' পদ লাভ করেন। মথুরার সিংহস্তম্ভে ইঁহার 'রাজুল' নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত সিংহস্তম্ভে লিঅক-কুসুলক নামে আর এক জন ছত্রপের নাম পাওয়া যায়। রাজুবুলের পর তৎপুত্র সৌদাস ও হগমাস এবং তাঁহার সহযোগী হগানের নাম প্রাচীন মুদ্রায় পাওয়া যায়। মথুরাস্তম্ভে সৌদাসের কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তক্ষশিলা হইতে শকরাজ মোগের ৭৮ অব্দে উৎকীর্ণ লিঅক কুসুলকের পুত্র ছত্রপ কুসুলক-পতিকের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কুসুলকের পূর্ব্বে মনিগুল, তৎপুত্র জিহোনিস (৮০ খৃঃ পূ) স্ব স্ব মুদ্রায় 'ছত্রপ' পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মোগবংশধর অজেসের সহযোগী ইন্দ্রবর্ম্ম, তৎপুত্র অস্পবর্ম্ম এবং বিজয়মিত্রপুত নামে কএক জন ক্ষত্রপের নাম উত্তর-ভারত হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ হইতে বাহির হইয়াছে। এই শকক্ষত্রপগণ শক-কুষন-রাজগণের পূর্ব্বে প্রবল হইয়াছিলেন।

শকজাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে কুষন একটী প্রধান। শকরাজ মিঅউস্ বা হেরউসের মুদ্রায় তিনি 'শক-কুষন' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শকাধিপ কনিষ্কও 'গুষনবংশসংবর্দ্ধক' বলিয়া স্বীয় মুদ্রায় পরিচিত হইয়াছেন *।

চীন-ইতিহাস-মতে বিন্-মো-যু নামে এক ব্যক্তি ৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে কিপিন (কাবুল) অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ব্যক্তি ও মিঅউসকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

শক-কুষন-বংশ।

শকজাতির য়ুএতি শ্রেণী আবার পঞ্চ শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে কুষন একটী। প্রায় ২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কুষন-শাখা অপর চারি শাখার উপর প্রাধান্য লাভ এবং এক কুষন-দল-পতির অধীনে পঞ্চ শাখা সম্মিলিত হইয়া কাবুল প্রদেশ অধি-কার করে। এই দলপতির নাম কুজুলকস Kujula Kadphises ইঁহার মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে,—'কুজুল-কসস কুষনযবুগস ধ্রমঠিদস'। অশীতিবর্ষ বয়সে প্রায় ১০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কুজুলকর Kujulakar Kad-phises নামক 'দেবপুত্র' উপাধিধারী এক শক-কুষনরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন, ইনি কুজুলকসের পুত্র এবং ইঁহারই সময়ে ভারতের অন্তর্ভাগে কুষন-আধিপত্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎপরে হিম-কপ্তিসস্ (Hima Kadp-hises) উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি পরম শৈব ছিলেন এবং ইঁহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি ও খরোষ্ঠী লিপিতে এই উপাধি দৃষ্ট হয়—

---

* তক্ষশিলা হইতে অবিষ্কৃত তাম্রশাসনে 'মোগ' এবং তাঁহার নিজ মুদ্রায় 'রজতিরজস মহতস মোঅস' নাম দৃষ্ট হয়। (Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 54 ; Numismatic Chronicle, for 1890, p. 103, Grundriss der Indo-Arischen Philologie, Vol. II. Part 3. p. 7)

'মোঅস' নাম দৃষ্টেই বোধ হয়, পুরাণে 'মগস' নামক শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয়ের নাম বর্ণিত হইয়াছে।

† এখন শকস্থানের কিয়দংশ 'সেস্তান, নামে পরিচিত।

‡ E. G, Rapson's Indian Coins, p. 8.

§ খরোষ্ঠীযুক্ত মুদ্রায় "স্পলহোরপুত্রস ধ্রমিঅস স্পলগদমস' অর্থাৎ 'স্পলহোরপুত্রস্য ধর্মীয়স্য স্পলগদমস্য' এইরূপ আছে।

* Indian Antiquary, 1881. p. 122.

"মহরজস রজতিরজস সর্ব্বলোগ ঈশ্বরস মহীশ্বরস হিমকপ্তিসস *"।

হিম-কপ্তিসের পর প্রসিদ্ধ শককুষন-রাজ কনিষ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে হুষ্ক, যুষ্ক ও কনিষ্ক এই তিন জনেই 'তুরুষ্কান্বয়' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে তুরষ্কদিগকেও শকবংশীয় বলিয়া স্থির হইতেছে।

কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব।

কাহারও বিশ্বাস, শককুষনবংশীয় কনিষ্ক হইতেই শকসংবৎ বা শকাব্দ প্রচলিত হয় †। অনেকে আবার ইহা বিশ্বাস করেন না ‡। পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে, প্রসিদ্ধ শকক্ষত্রপ চষ্টন যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহাই শকাব্দ বা শক নামে খ্যাত হইয়াছিল §। শকসংবতের পূর্ব্বে কনিষ্কের অভ্যুদয়।

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্যই তাঁহার সভায় ২য় ধর্ম্মসঙ্গীতি হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধপণ্ডিতের বিশ্বাস যে,—এই শকাধিপ কনিষ্কের চেষ্টাতেই নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক মহাযান মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি বৌদ্ধ হইলেও শাক, আবস্তিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না, তাঁহার মুদ্রায় শাক, আবস্তিক ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকায় তাহা কতকটা প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বে মথুরা, দক্ষিণে সিন্ধু ও পশ্চিমে গান্ধার পর্য্যন্ত কনিষ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থমতে, কনিষ্ক সমস্ত ভারতে মহাযান-মত প্রচার করিয়াছিলেন।

কনিষ্কের পর হুবিষ্ক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তৎপরে শকাধিপ বাসুদেব সিংহাসন লাভ করেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধপ্রিয় হইলেও শেষে শৈব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। বাসুদেবের নামের সহিত 'দেবপুত্র' উপাধি থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতীয় হিন্দু মনে করেন। কিন্তু ভারতে তাঁহার জন্ম ও হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ থাকিলেও তাঁহার গ্রীক অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলি দর্শন করিলে আর তাঁহাকে হিন্দুকুল-জাত বলিয়া মনে হয় না। 'দেবপুত্র' উপাধি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেব লিখিয়াছেন, চীনের সম্রাট্ যেমন 'বগপুত্র' * স্থানে 'বগপুর' উপাধি ধারণ করিতেন, এই দেবপুত্র উপাধিও তদনুরূপ। কনিংহাম্ এই বাসুদেব ও পুরাণোক্ত কাণ্বায়ন দ্বিজবংশীয় বাসুদেব নামক রাজাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পুরাণোক্ত কাণ্বায়ন বাসুদেবের যে সময় নিরূপিত হইয়াছে; শকাধিপ দেবপুত্র বাসুদেবও ঠিক সেই সময়েরই হইতেছেন। কাণ্বায়ন বাসুদেব, স্বীয় প্রভু শুঙ্গ বা মিত্রবংশীয় শেষ রাজা দেবভূতিকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় ৫১ খৃষ্টাব্দে দেবপুত্র বাসুদেবের রাজ্যাবসান হইয়াছিল।

সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ও মালবে শকাধিকার ও দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্র রাজ্য।

যে সময়ে উত্তরভারতে শকক্ষত্রপগণ অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, সে সময়েও দক্ষিণভারতে ভিন্ন ভিন্ন শকক্ষত্রপগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মালব ও রাজপুতানায় চষ্টনের পিতা এবং পশ্চিম ভারতে নহপানের পিতা ক্ষত্রপ ছিলেন। খহরাত নহপানও প্রথমে সামান্য ক্ষত্রপ ছিলেন,শেষে মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ,উত্তর কোঙ্কণ,গুর্জর,সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত (কাঠিয়াবাড়) ও কচ্ছপ্রদেশস্থ জনপদ করায়ত্ত করিয়া নিজ বলবীর্য্য-প্রভাবে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, । তাঁহার জামাতা দীনীকপুত্র উষবদাত (ঋষভদত্ত) শককুলে একজন অতি গণ্যমান্য ভূপতি হইয়াছিলেন। সুরাষ্ট্র হইতে নাসিক পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। শককুলে তাঁহার জন্ম হইলেও দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও সদ্ধর্ম্মে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি উত্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয়গণের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন ও মহাক্ষত্রপের আদেশে তাঁহাদের সাহায্যার্থ মালয়দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে,—"তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, প্রভাসক্ষেত্রে বহু ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছিলেন এবং চাতুর্ম্মাস্যের সময় বহু ভিক্ষুর অশন বসন যোগাইতেন।" অধিক সম্ভব, ব্রাহ্মণানুরক্তিপ্রযুক্তই শকাধিপগণ সহজেই ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এবং শকরাজ্য বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়াছিল। কোন কোন শকক্ষত্রপগণ ব্রাহ্মণানুকূল্যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ বিদেশীয় অহিন্দু রাজার লক্ষ ব্রাহ্মণকে অন্নগ্রহণ করান সহজসাধ্য হইত না। এখনও কোন নীচ জাতির গৃহে সহজে

---

* খরোষ্ট্রীতে আকার পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহার সংস্কৃতরূপ 'মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য সর্ব্বলোকেশ্বরস্য মাহেশ্বরস্য হিমকপ্তিসস্য'।

† Oldenberg in Indian Antiqury, 1881, p. 214.

‡ Bhandarkar's Dekkan, p. 261.

§ Numismatic Chronicle. 1892. p. 44.

* যদি 'বগপুত্র' বা 'মগপুত্র' স্থানে 'দেবপুত্র' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কাণায়ণ দ্বিজ যদি মগপুত্রই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কাণ্বায়নেরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কি না, এ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতে চান না। এরূপ স্থলে প্রায় সেই দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে শকগৃহে লক্ষ ব্রাহ্মণের আহার-গ্রহণ, শকদিগের নীচজাতিত্বের পরিচায়ক নহে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন যে, এই শকরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন *; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহারা উচ্চজাতি বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, শকরাজ নহপানের অয়ম নামে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন †।

উষবদাত নহপানের জামাতা হইলেও তিনি যে শ্বশুরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেব শিলালিপি ও মুদ্রা-সাহায্যে লিখিয়াছেন, নহপানবংশের রাজত্বের পর চষ্টন, মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই শকগৌরব স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে শকাব্দ প্রচার করেন ‡। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী এই রাজাকেই 'Tiastanes' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উজ্জয়িনীতে তাঁহার রাজধানী ছিল।

মৎস্যাদিপুরাণ হইতে জানিতে পারা যায়, মৌর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের পূর্ব্বেই ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল §। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, আন্ধ্রভৃত্য বা সাতবাহনবংশীয় রাজা গোতমীপুত্রের পূর্ব্ব হইতেই শকেরা পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া, সিন্ধু এমন কি রাজপুতানাতেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল ¶। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে যে শকনৃপকালের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ মহাপ্রতাপশালী কোন শকবিজেতার প্রবর্ত্তিত অব্দ বলিয়াই মনে হয়। তিনিই এখানে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অধীনে নহপান এবং চষ্টন অথবা তাঁহার পিতা পশ্চিম-ভারত ও মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন।

নহপানের শেষাব্দ ১২৪ খৃষ্টাব্দে পড়িতেছে। তৎপরে গোতমীপুত্র বা পুড়ুমায়ি মহারাষ্ট্র প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। *

কনিংহাম্, উজ্জয়িনীপতি চষ্টনকে নহপানের বহু পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে নহপান ও চষ্টনকে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে।

জৈনদিগের কালকাচার্য্য-কথা-পাঠে জানা যায় যে, উজ্জয়িনীতে ৭৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত শকাধিকার ছিল, তৎকালে প্রতিষ্ঠানে সাতবাহনবংশীয় শাতকর্ণি রাজত্ব করিতেন। অধিক সম্ভব, বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী সাতবাহনবংশীয় কোন আন্ধ্র-নৃপতিই মালবে শকদিগকে পরাজয় করিয়া মালব-স্থিত্যব্দ বা বিক্রমসম্বৎ প্রচার করেন। কিন্তু এই আন্ধ্ররাজের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। তাঁহারা পরাক্রান্ত শকনৃপতিগণের সহিত যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে শকক্ষত্রপ চষ্টন মালবে প্রবল হইয়াছিলেন।

তিনি শনৈঃ শনৈঃ সাতবাহনদিগের অধিকারভুক্ত বহু জনপদ অধিকার করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতবাহনবংশ তৎকালে দক্ষিণাপথের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন। উজ্জয়িনীপতি চষ্টন এই সাতবাহনবংশীয় কোন অধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'শকসংবৎ' প্রচলন করিয়াছিলেন। শকেরা বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি শকরাজ চষ্টন দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ অধীশ্বরদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহসূত্রে চষ্টনের বংশধরগণ সকলেই শকনাম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শকজাতির মধ্যে খহরাত (খগারাত) একটী প্রসিদ্ধ কুল। নহপান ও চষ্টন উভয়েই এই কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নহপান সম্ভবতঃ চষ্টনের অধীনেই প্রথমে পশ্চিম-ভারতে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, তিনি অথবা তাঁহার জামাতা উষবদাত উজ্জয়িনীপতির শাসন উপেক্ষা করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিম-

* Bhandarkar's Dekkan, p. 11.

† Archaeological Survey of Western India, Junner Inscriptions, No. 10.

‡ Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 3.

§ "বৃহদ্রথস্ত বর্ষাণি তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ ॥
ষট্ত্রিংশৎ তু সমা রাজা ভবিতা শক এব চ।
সপ্তানাং দশ বর্ষাণি তস্য নপ্তা ভবিষ্যতি ॥
রাজো দশরথোঽষ্টৌ তু তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ।
ইত্যেতে দশমৌর্য্যাস্তু যে ভোক্ষ্যন্তি বসুন্ধরাম্ ॥"
(মৎস্যপুরাণ ২৭১।২২-২৪)

¶ শুঙ্গ বা মিত্রবংশে এবং কাণ্বায়নবংশের আচরণ আলোচনা করিলে, তাহাদিগকেও শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। নিজ প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজ্যগ্রহণ—এটী শাকদিগের স্বভাবের বিশেষত্ব। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের কিছুকাল পরেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ভারতে প্রবেশ করেন। পুষ্যমিত্রাদির ন্যায় ইহাদের মিত্র উপাধিও অনেকের বংশগত ছিল।
[বঙ্গের জাতীয় ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য]

* Bhandarkar's Dekkan, 2nd ed. p. 27.

ভারতে সুবৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে উজ্জয়িনীপতি শকরাজ ম্রিয়মাণ ও তাঁহাদের কুটুম্ব সাতবাহনগণ হীনপ্রভ হইয়াছিলেন। প্রায় ১২৪ খৃষ্টাব্দে নহপানের রাজ্য শেষ হয়। তৎকালে উজ্জয়িনীতে চষ্টনের পুত্র জয়দাম রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেবল ক্ষত্রপ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই সাতবাহন-কুলতিলক গোতমীপুত্র শাতকর্ণি (প্রায় ১৩৩ খৃষ্টাব্দে) খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়া আবার দক্ষিণাপথে সাতবাহন-কুল-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাতকর্ণির প্রভাবে পশ্চিম ভারতীয় শকক্ষত্রপগণ অধিকারচ্যুত ও রাজপুতানা হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য শাতকর্ণির একচ্ছত্রাধীন হইয়াছিল*।

খহরাত-বংশাধীন শকসৈন্যগণ দক্ষিণাপথে শাতকর্ণির নিকট পরাজিত হইয়া অধিক সম্ভব মালবপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যে জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম আবার পশ্চিমভারতে শকাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গির্ণর হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামের সুবৃহৎ শিলাফলকে লিখিত আছে,—

'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত ও অনুরক্ত সকল প্রজাবৃন্দের যিনি বিশেষ আশ্রয়দান করিয়া থাকেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী (মালবপ্রদেশ), অনূপ (দ্বারকা অঞ্চল), নীবৃদ্, আনর্ত্ত (কাঠিয়াবাড়), সুরাষ্ট্র (সোরঠ), শ্বভ্র, ভরুকচ্ছ (ভরোচ), সিন্ধু, সৌবীর (পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কুকুর (রাজপুতানার কিয়দংশ), অপরান্ত (কোঙ্কণ প্রদেশ), নিষাদ (ভাটুনের অঞ্চল) প্রভৃতি জনপদ যিনি নিজ বীর্য্য-প্রভাবে উপার্জ্জন ও তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; সকল ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে 'বীর' পদবীপ্রাপ্ত যৌধেয়দিগকে যিনি সমূলে উৎসাদন করিয়াছিলেন, যিনি দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণিকে পুনঃ পুনঃ জয় করিয়াও তাঁহার সহিত নিকট সম্বন্ধ-প্রযুক্ত উৎসাদন না করিয়া মহাযশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও রাজ্যভ্রষ্ট অধিপতিকে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি স্বয়ম্বরসভায় বহুরাজকন্যার মাল্যদাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম সহস্র বর্ষব্যাপী গোব্রাহ্মণহিতার্থ এবং ধর্ম্মকীর্ত্তিবৃদ্ধির জন্য এই সেতু পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন*।'

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, রুদ্রদাম রাজপুত্র হইলেও মহাক্ষত্রপ উপাধি তাঁহার পিতার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি বহুলোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অধিক সম্ভব, তাহারাই তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনাদের অধিপতি করিয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে রুদ্রদাম মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদ হইতে কোঙ্কণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা ছিল, সেই জন্য তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কিরূপ নিকট সম্বন্ধ বা কুটুম্বিতা ছিল, তাহা উক্ত শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত নাই। অধিক সম্ভব, তিনি সাতবাহনবংশীয় কোন রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে শাতকর্ণি-বংশীয়দিগের নাসিকস্থ শিলালিপি হইতে জানিতে পারি, "গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্মক, মূরক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, বিদর্ভ, আকর, অবন্তী, বিন্ধ্যাবৎ, পারিপাত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মচ, শ্রীস্তন, মলয়, মহেন্দ্র, শ্রেষ্ঠগিরি ও চকোর পর্ব্বতের রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন†।"

উক্ত জনপদ-সমূহের অবস্থান আলোচনা করিলে জানা যায়, উপরোক্ত জনপদের অধিকাংশই নহপান বা উষবদাতের অধিকারভুক্ত ছিল এবং গোতমীপুত্র শাতকর্ণি শকাধিপকে সমরে পরাজিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিস্তীর্ণ রাজ্য তাঁহার বংশধরগণ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে

* সাতবাহনবংশীয় বাশিষ্ঠীপুত্র পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ শিলালিপিতে (তাঁহার পিতা গোতমীপুত্র শাতকর্ণি সম্বন্ধে) লিখিত আছে—"খগারাতবংস-নিরবসেসকরস সাতবাহনকুলযসপতিঠাপনকরস খতিয়দপমানমদন সক-যবনপহ্লবনিসূদনস" অর্থাৎ খগারাত বা খহরাত নামক শকবংশ-নিরবশেষকারী সাতবাহন-কুল-প্রতিষ্ঠাপনকারী ক্ষত্রিয়-দর্পমানমর্দ্দক শক-যবনপহ্লবনিহন্তা। (Transactions of the 2nd Oriental Congress, p. 307.)

* "আগর্ভাৎ প্রভৃত্যবিহতসমুদিতরাজলক্ষ্মী-ধারণাগুণতঃ সর্ব্ববর্ণৈরভিগম্য-রক্ষণার্থং পতিত্বে বৃতেন···স্বয়মভিগত-জনপদ-প্রণিপত্তিবিশেষণদেন স্ববীর্য্যা-র্জিতানামমনুরক্ত-সর্ব্বপ্রকৃতীনাং পূর্ব্বাপরাকরাবন্ত্যনূপনীবৃদানর্ত্তসুরাষ্ট্র-শ্বভ্রভরু-কচ্ছসৌবীর-কুকুরাপরান্তনিষাদানাং সমগ্রাণাং তৎপ্রভাবাদ্য সর্ব্বক্ষত্রাবিষ্কৃত-বীরশব্দজাতোৎসেকাবিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং প্রসহ্যোৎসাদকেন দক্ষিণাপথপতে-শ্সাতকর্ণেম্বিরপি নীর্ব্যাজমবজীত্যাবজীত্য সম্বন্ধাবাবদূরতরতয়া অনুৎসাদনাৎ প্রাপ্তযশসা মাদ···স্তবিজয়েন ভ্রষ্টরাজপ্রতিষ্ঠাপকেন স্বয়মধিগত-মহাক্ষত্রপ-নাম্না নরেন্দ্রকন্যা-স্বয়ংবরা নেকমাল্যপ্রাপ্তদাম্না মহাক্ষত্রপেণ, রুদ্রদাম্না বর্ষসহস্রায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতার্থং ধর্ম্মকীর্ত্তিবৃদ্ধ্যর্থং···সেতুং বিধায় সর্ব্বনগর-সুদর্শনতরং কারিতং।"

Indian Antiquary, VII. p. 261. পত্রে সমস্ত শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছে, আবশ্যক মত উদ্ধৃত হইল।

† 'অসিক-অসক-মুডক-সুরঠকুকুরাপরত অনুপবিদভ আকরাবতিরাজস বিঝ-বতপারিযাতসহকণহগিরিমচসিরিটন-মলয়মহিংদ-সেটগিরি-চকোরপবতপতিস।" (পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ শিলালিপি।)

যে রুদ্রদামের শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ ব্যতীত ক্ষত্রপাধিকারভুক্ত সুরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদয় জনপদ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে সুবিশাখ নামক একজন পহ্লব সুরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। কিন্তু রুদ্রদাম সহ্য, কৃষ্ণগিরি প্রভৃতি দক্ষিণাপথস্থিত জনপদসমূহ অধিকার করেন নাই, ঐ সকল জনপদ তাঁহার কুটুম্ব শাতকর্ণি-রাজেরই অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত শাতকর্ণির প্রিয়-পুত্র বাশিষ্ঠী-পুত্র শাতকর্ণি (চতুরপন) মহাক্ষত্রপকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন *। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, বাশিষ্ঠীপুত্র পুড়ুমায়ি ১৩০ হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দে, তৎপুত্র গোতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি ১৫৪ হইতে ১৭২ খৃঃ অঃ এবং তৎপুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি (চতুরপন) ১৭২ হইতে ১৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন †। এদিকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রাসমূহ আলোচনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, তিনি প্রায় ১৩০ হইতে ১৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন করেন ‡। এরূপ স্থলে রুদ্রদামের লিপিতে যে শাতকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি হইতেছেন। অধিক সম্ভব, তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রুদ্রদামদুহিতা মঢ়রীর সহিত নিজপুত্র বাশিষ্ঠী-পুত্র চতুরপনের বিবাহ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই আত্মীয়তাসূত্রেই রুদ্রদাম দক্ষিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাশিষ্ঠীপুত্র চতুরপনের ঔরসে শকরাজকন্যার গর্ভে মঢ়রী-পুত্র-শকসেন জন্ম গ্রহণ করেন। চতুরপনের পর এই মহাক্ষত্রপ-দৌহিত্র শকসেন দাক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন (১৯০ হইতে ১৯৭ খৃঃ অব্দ)।

শকাধিপ রুদ্রদামের পিতামহ যে শকাব্দ প্রচার করেন, কালে তাহার ও তাঁহার বংশীয়গণের চেষ্টায় সেই অব্দ সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

নিম্নে রুদ্রদামবংশীয় মহাক্ষত্রপ-রাজগণের বংশাবলী ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত হইল;—
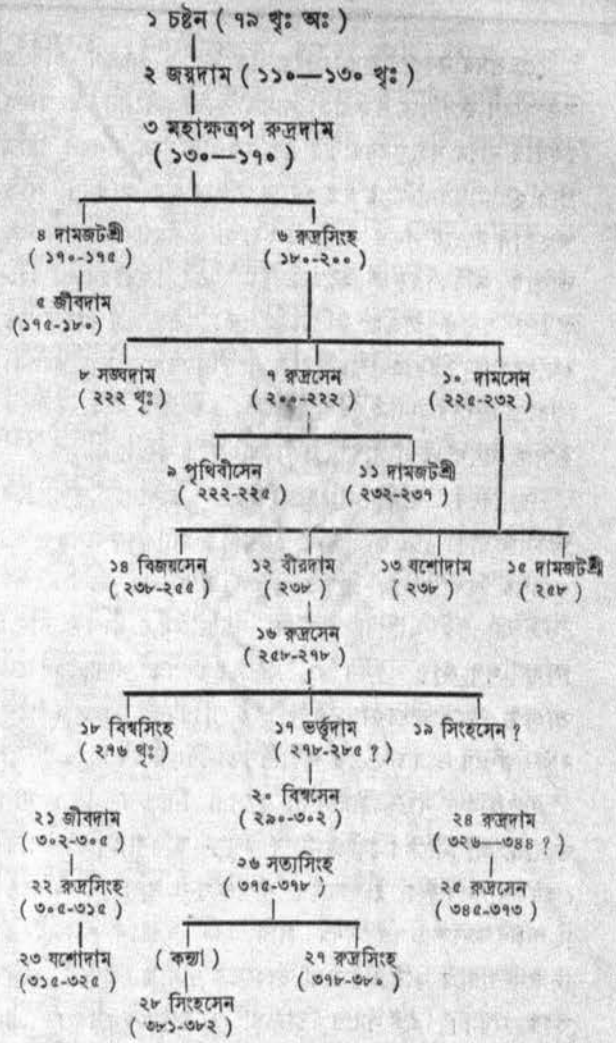
উক্ত তালিকায় ও মুদ্রা-সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিম ভারতে শকবংশীয় ২৮জন নৃপতি ১ম শকাব্দ হইতে ৩১০ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৪শ ও ১৫শ ক্ষত্রপের মধ্যবর্ত্তিকালে (প্রায় ২৫৫ খৃষ্টাব্দে) ঈশ্বরদত্ত নামে এক ব্যক্তি শকশাসন উৎসাদন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৭শ ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ নিজ মুদ্রায় 'ক্ষত্রপ মহারাজ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত এবং দক্ষিণাপথে চেদি ও চালুক্যগণের অভ্যুদয়ে ক্ষত্রপরাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং কালক্রমে রাজ্যসম্পদ্-হীন ক্ষত্রপ-বংশধরগণ হিন্দু-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিখ্যাত শকজাতির নামও লুপ্ত হইয়াছে।

রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেবের অনুবর্ত্তী হইলে বলা যাইতে পারে,—শকরাজবংশীয়গণই পশ্চিম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজস্থানের মরুদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরে পরিচিত হইয়াছিলেন।

* Bhandarkar's Dekkan, 2nd ed, p. 29,

† Bhandarkar's Dekkan, 2nd, ed, p, 36.

‡ Cuninngham's Coins of Mediaeval India, p. 11.

গান্ধারে শকরাজ্য।

যে সময় মথুরায় কুষনবংশীয় বাসুদেব ও পশ্চিম ভারতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ শকরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তৎকালে কিদার নামে মহাকুষনবংশীয় এক দলপতি পরোপনিষস্ গিরি পার হইয়া কুষনদিগের হস্ত হইতে গান্ধার জয় করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত কাবুল-উপত্যকা ও পঞ্জাবের কতকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই কিদারবংশ ৪২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বর্ষে পারস্যপতি ৫ম বরহরান্ কিদারবংশীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কিদারেরা পারস্যাধীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে হূণেরা প্রবল হইয়া গান্ধাররাজ্য অধিকার করিল।

হূণদিগের বাসভূমি হুঙ্গেরিয়া। তাহারা পূর্ব্বকালে অক্ষাস্তীরে বাস করিত। তাহারাও আদিশকবংশসম্ভূত। ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইলে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরাক্রান্ত কুষন ও খহরাতবংশের অধিকারকালে তাহারা কেহই মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপশ্চিম ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

তৎকালে মধ্য-এসিয়াবাসী হূণেরা নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা আপনাদের সৌভাগ্যপথ উন্মুক্ত করিবার জন্য পারস্যের শাসনবংশীয় রাজগণের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতেছিল। যজ্দেগার্দের সময় প্রায় ৪৪০ খৃষ্টাব্দে শাসনসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া হূণেরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করিল। এই সময়ে তাহারা ভারতাধিকারেরও চেষ্টা করিতেছিল। গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, তিনি নানা যুদ্ধে হূণদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন (৪৫২ হইতে ৪৮০ খৃঃ অঃ)।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ ও রাপ্সন্ প্রভৃতি অনেকের মতে, হূণদিগের দলপতি কিদারকুষনদিগের নিকট হইতে গান্ধার-রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক ৪৬৫ হইতে ৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শাকলে রাজধানী স্থাপন করেন। চীন-ইতিহাসে তিনি 'লএ-লিহ' এবং প্রাচীন মুদ্রায় 'রাজা লখন উদয়াদিত্য' নামে খ্যাত।

লখনের পুত্র মহাবীর তোরমাণ কাশ্মীর হইতে রাজপুতানা পর্য্যন্ত হূণাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন (৪৯০—৫১৫ খৃঃ অঃ)। তৎপুত্র সুপ্রসিদ্ধ মিহিরকুল। এই মিহিরকুলের প্রতাপে কাশ্মীর হইতে বিন্ধ্যাদ্রি পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত প্রকম্পিত ও গুপ্তসাম্রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছিল। অবশেষে যশোবর্ম্ম, মালবপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং মগধাধিপ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের অধিনায়কতায় সমস্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ একত্র হইয়া ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুলকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে হূণজাতির প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইয়াছিল। অল্পকাল পরে গান্ধারের কিদারকুষনবংশীয় শাহিরাজ হূণ-দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন *। এই সময় হইতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দ পর্য্যন্ত গান্ধাররাজ্য কুষনবংশের অধিকারে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ্ আল্‌বেরুণি গান্ধারের কিদার-বংশীয় রাজগণকে কনিক (কনিষ্ক)-রাজের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন †। আবার তিনিও রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের মত এই কিদারবংশকে তুরুষ্ক বংশোদ্ভব অথচ কাবুলের হিন্দুরাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে ৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান ভৌগালিক মসুদী কান্দাহারকে (গান্ধারকে) রাজপুতের রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ‡।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কনিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি কোন কোন শকাধিপ 'দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 'দেবপুত্র' কালে 'রাজপুত্র' হইয়া পড়ে। তাহা হইতেই 'রাজপুত' শব্দের উৎপত্তি। পূর্ব্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি যে, শকরাজগণের খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রায় 'া' কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেকস্থলেই সংস্কৃত'রাজপুত্র'স্থানে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'রজপুত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এখনও রাজ-পুতানার অধিবাসিগণ আপনাদিগকে 'রজপুত' বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন।

রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক টড্ সাহেবও লিখিয়াছেন,—রাজপুতানায় আসিবার পূর্ব্বে রাজপুতেরা জাবুলিস্থান ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছিলেন §। তাঁহারা শকবংশসম্ভূত হইলেও সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত। টড্‌সাহেব খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের একখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতগণ যাদবকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ¶। বহু জৈনপ্রবন্ধে হূণেরাও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। ছত্রিশটী ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে হূণ জাতিও স্থান পাইয়াছে //।

* Rapson.s Coins of India, p, 29—30.

† Alberuni's India, translated by E. C. Sachau, Vol. II. p, 13.

‡ Elliot's Muhammadan Historians, Vol, II. p. 22.

§ গান্ধার হইতে আবিষ্কৃত শকমুদ্রায় "জবুল" উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে শকদিগের বাসভূমি জাবুলিস্থান নামে খ্যাত হয়।

¶ Tod's Rajasthan. Vol, I. p. 796.

// Epigraphia Indica, Vol I. p. 225.

গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্লট (কল্লর) নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আল্‌বেরুণি তাঁহাকে লগ-তুরমান (অল্ কিতোরমান্) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য কাড়িয়া লন। এই ব্রাহ্মণবংশ বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। আবার কিদারবংশ প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ-হস্ত হইতে গান্ধার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইঁহারা "শাহী" বলিয়া গণ্য ছিলেন। গান্ধারে বহুশত বর্ষ রাজত্বের পর, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের রাজ্যাবসান ও মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইল। এই রাজবংশের সহিত কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়-রাজগণ বহু সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীরের বহু রাজমহিষী এই গান্ধার-রাজবংশসম্ভূতা; রাজতরঙ্গিণী পাঠে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। গান্ধার রাজবংশ জঞ্জুহ (জজহ্) রাজপুত বলিয়াও গণ্য ছিলেন *। টড্‌সাহেব লিখিয়াছেন, গান্ধারের শকবংশীয় রাজপুত-শাখা রাজপুতানায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন †।

শক-সংস্রব।

শকাধিকারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইল, তৎপাঠে সকলেই বুঝিবেন, শাকদ্বীপ ও তথাকার শকদিগের সহিত ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। প্রথমে তাহারা সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিল। মগাচার্য্য জরথুস্ত্র কর্ত্তৃক অগ্নি-পূজাপ্রচার ও পারস্যাধিপতিগণ কর্ত্তৃক তন্মতাবলম্বনে সৌর শকগণ অগ্নিপূজক হইয়াছিল। ভারতে যে সকল শকমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নিবেদী উভয়েরই চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাহারা প্রথমতঃ সৌর ও অগ্নিপূজক বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও যে রাজপুতগণ আপনা-দিগকে সূর্য্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা সম্ভবতঃ সেই পূর্ব্বতন শকগণের ধর্ম্মপরিচায়ক ক্ষীণ-স্মৃতিমাত্র।

ভারতে যখন প্রথম শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, তৎকালে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্ম্মই প্রবল ছিল। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিবোপসনা বিলুপ্ত হয় নাই। শকাধিপগণ প্রথমে 'শৈব' হইয়াছিলেন, পরে কনিষ্কের সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে শকেরা অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল।

* Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 56.

† Tod's Rajasthan, Vol II দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় ক্ষত্রিয়প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। সেই ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত করিবার জন্য নীতিকুশল ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ শকরাজগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ে শকরাজগণও আপনাদিকে গোব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম যত দিন বিশেষ প্রবল ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণভক্ত শকরাজগণও সামা-ন্যতঃ বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় দান করিতেন। অবশেষে বৌদ্ধানুরক্তি শক-হৃদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা নিতান্ত গোব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সকল রাজগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যু-দয় এবং পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য-বিলয়ের সহিত ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে।

শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলে তাঁহা-দের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ধ-ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ ও ভট্ট কবিগণ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনী প্রচার করিলেন এবং তাহাই কালে প্রকৃত বিবরণ বলিয়া রাজপুত-সমাজে গৃহীত হইয়াছে। এখন আর কোন রাজপুত আপনাকে শকবংশীয় বলিয়া মনে করেন না। যাহাই হউক, মহাত্মা টড্ সাহেব নানা প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, এখনও রাজপুতদিগের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ও উৎসবাদিতে পূর্ব্বতন শক-প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

শক ও আন্ধ্র-(সাতবাহন) গণের অধিকার কালে, কাঞ্চী-পুরে পল্লবেরা আধিপত্য করিতেছিলেন। [পল্লব দেখ।] এই সময় শকগণ সৌর ও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের অনাদর করিতেন না, তাঁহাদের কুটুম্ব আন্ধ্রগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের যত্নে নাসিক প্রভৃতি স্থানে বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি স্থাপিত হয়। আন্ধ্রগণের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে এবং শক, পল্লব ও কাদম্বগণের প্রভাবে, আবার ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। শকাধিকার-কালে ঈশ্বরদত্ত নামে ত্রৈকূটকবংশীয় একজন মহাক্ষত্রপ কোঙ্কণে প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে শকাধিকার বিচলিত হইয়াছিল। এই ত্রৈকূটকবংশই পরে কলচুরি বা চেদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,—এই মহাক্ষত্রপ ঈশ্বরদত্তের রাজ্যারম্ভ হইতেই ত্রৈকূটক বা চেদি সংবৎ আরম্ভ হয়। শকাধিপ বীরদামের পুত্র রুদ্রসেন আবার শকদিগের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করেন।

গুপ্তপ্রভাব।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, শকদিগের প্রভাব

দমন করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্তের সময়, পশ্চিমদক্ষিণ ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভারতে বৈদিক মার্গ স্থাপন করেন। গুপ্তরাজেরা বৈষ্ণব ও কেহ কেহ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের অধিকারকালে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের শেষে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমান প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। ৪২২ খৃঃ অব্দে বাঘেলখণ্ডে উচ্চকল্প নামক এক রাজন্য-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্তাধিকারের শেষভাগে ৪৭৬ খৃঃ অব্দে কুসুমপুরে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। ৪৯৫ খৃঃ অব্দে সেনাপতি ভটার্কের অভ্যুদয়ে সৌরাষ্ট্রে বলভীরাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হওয়ায় সেই সুযোগে শাকলপতি হূণরাজ তোরমান মধ্যভারত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি, গুপ্তরাজ নরসিংহ ও বলভীপতি ভটার্কের সমবেতচেষ্টায় পরাজিত হন। তোরমান পরাজিত হইলেও তৎপুত্র মিহিরকুল পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি গুপ্তপ্রভাব ধ্বংস করিয়া পশ্চিম ও মধ্যভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৫৩০ খৃঃ অব্দে কোরুরের রণক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণের সমবেতচেষ্টায় মিহিরকুল পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫৩৩ খৃঃ অব্দে মালবপতি যশোধর্ম্ম নিজ ভুজবীর্য্যবলে নানাস্থান জয় করিয়া ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির অবস্থান করিতেন। সেই সময় সৌরাষ্ট্রে বলভী ও বাতাপিপুর বা বাদামিতে চালুক্যগণ প্রবল হইয়াছিলেন। এদিকে উত্তর ভারতে মৌখরিবংশ গুপ্তরাজদিগের হস্ত হইতে পশ্চিম মগধ অধিকার করিয়া কান্যকুব্জে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

[বলভী, চালুক্য ও মৌখরি-রাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্থাণ্বীশ্বরের বর্দ্ধনবংশ।

এই সময় থানেশ্বরে বর্দ্ধনবংশ মস্তকোত্তলন করিতেছিলেন। বর্দ্ধনবংশীয় চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন, উত্তরে হূণ ও দক্ষিণে গুর্জ্জরদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জপতি গ্রহবর্ম্মা তাঁহার জামাতা ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগের সহিত যুদ্ধার্থে উত্তরদিকে প্রেরিত হন। এই সময় প্রভাকরের মৃত্যু হয়। রাজ্যবর্দ্ধন সম্পূর্ণরূপে হূণদিগকে পরাজয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেই সময়ে মালবপতি সুযোগ পাইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণপূর্ব্বক গ্রহবর্ম্মাকে বিনাশ করেন। কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই রাজ্যবর্দ্ধন, মালবপতিকে পরাজয় করিয়া কান্যকুব্জ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই অভিযান কালে তিনি কর্ণ-সুবর্ণরাজ শশাঙ্ককে দমন করিতে আসিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বড়ই বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বোধিদ্রুম ছেদন করায় তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য রাজ্যবর্দ্ধনের আগমন হইয়াছিল। সুচতুর শশাঙ্করাজ তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধিস্থাপন করেন এবং আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় শিবিরে আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহার হত্যাসাধন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রিয়তম সহোদর হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈন্যে গৌড়ে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্যধ্বংস করেন। অল্পকাল মধ্যেই হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়।

আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ে সমধিক মত্ত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলভীপতি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেও চালুক্যপতি সত্যাশ্রয় পুলিকেশি তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষদেব পুলিকেশির নিকট পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথজয়াকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন। তাঁহারই রাজ্যকালে সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্ সিয়াং ভারতে আগমন করেন। পুলিকেশিও এই সময় 'মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্বকীর্ত্তি শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা ইলোরার গুহামন্দিরে খোদিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট, ময়ূর, দণ্ডী, দিবাকর ও মানতুঙ্গ যেরূপ হর্ষদেবের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, পুলিকেশির সভাতেও সেইরূপ রবিকীর্ত্তি নামে একজন বিখ্যাত জৈনকবি থাকিতেন, তিনি আপনাকে কালিদাস ও ভারবির সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে চাপবংশীয় রাজা ব্যাঘ্রমুখের সভায় সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রহ্মগুপ্তকে দেখিতে পাই। ইহারই দুই বর্ষ পরে সুবিস্তৃত চালুক্যরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়, পূর্ব্বভাগে বিষ্ণুবর্দ্ধন স্বাধীন নৃপতি হইয়া বেঙ্গীতে রাজধানী স্থাপন করেন। [চালুক্য দেখ।] এই সময়েই সিন্ধু প্রদেশে চচ নামক একজন ব্রাহ্মণ নিজ প্রভুর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। প্রায় ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষদেবের মৃত্যু হয়। তৎপরে অর্জ্জুন নামে তাঁহার এক সেনাপতি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চীন হইতে আগত বহুসংখ্যক বৌদ্ধসৈন্য কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন।

অল্পকাল পরে যশোবর্ম্মদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া বসিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন।

এই সময়ে মগধে প্রাধান্য লইয়া গুপ্ত ও মৌখরিবংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বিদলিত করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ, মগধ, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি বহু জনপদ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারই কএকবর্ষ পরে মগধে গোপাল ও গৌড়ে জয়ন্তের অভ্যুদয় ঘটে।

হিন্দুধর্ম্মাভ্যুদয়।

গৌড়াধিপ জয়ন্ত নিজ জামাতা কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে প্রায় ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আদিশূর উপাধি ধারণপূর্ব্বক পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ও কান্যকুব্জাধিপ যশোবর্ম্মের সভা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আনাইয়া গৌড়মণ্ডলে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ৭৯০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল আদিশূরের পুত্র ভূশূরের হস্ত হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য-অধিকার করেন। মহারাজ ভূশূর রাঢ়দেশে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। বহুদিন উত্তরাংশে গৌড় প্রভৃতি স্থানে পাল বংশ এবং দক্ষিণাংশে রাঢ়দেশে শূরবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশের কীর্ত্তি বাঙ্গালার নানাস্থানে এখনও দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অনাদর করিতেন না। তাঁহাদের সাম্যনীতি-প্রচার-কালেই বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাব আজও বাঙ্গালা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পালরাজদিগের সময়ে তাঁহাদের পরিচালিত নালন্দা-বিহার জ্ঞানচর্চ্চার জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। চীন, তাতার, আনাম, শ্যাম প্রভৃতি নানা দূরদেশ হইতে শত শত ছাত্রমণ্ডলী এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিতেন, দশ সহস্রাধিক ছাত্র এখানে বিনা ব্যয়ে বিদ্যাভ্যাস করিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজকও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রভাবে ভারতের জ্ঞান-নিকেতন নালন্দাবিহার বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিহারের নিকট বড়গাঁও নামক স্থানে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য স্মৃতির চিহ্ন মাত্র পড়িয়া আছে।

শূরবংশের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া সেনবংশ প্রথমে রাঢ়অঞ্চলেই প্রবল হইয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা পালবংশদিগকে পরাজয় করিয়া মিথিলা, গৌড় ও সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন দেবের নাম বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত। ইনি মহাতান্ত্রিক ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কুলবিধি প্রচলন করিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়েই বঙ্গ মুসলমান-কবলিত হইয়াছিল। সেনবংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে ও চন্দ্রদ্বীপে বহুকাল রাজ্য করিলেও তাঁহাদের আর পূর্ব্ব-প্রতাপ ছিল না।

[শূর, পাল ও সেনরাজবংশ এবং চন্দ্রদ্বীপশব্দ দ্রষ্টব্য।]

মগধ ও গৌড়ে পালবংশের প্রভাবকালে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্ম-বংশীয় চক্রায়ুধ ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতে থাকেন, তৎপরে ভোজ ও রাঠোরগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। [ভোজ, রাঠোর ও রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।] খৃষ্টীয় ৯।১০ম শতাব্দে, কালঞ্জরে চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্ল ও নর্ম্মদাতটে ত্রিপুরী বা তেওয়ার নামক স্থানে হৈহয় বা চেদিবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ চাহমানবীর পৃথ্বীরাজ চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবকে পরাজিত করিয়া কালঞ্জররাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেও হৈহয়বংশীয় চেদিরাজগণ কাহারও বশ্যতাস্বীকার করেন নাই। মুসলমানাধিকারেও এই বংশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিনায়ক রঘুজী ভোন্‌সে হৈহয়রাজধানী রত্নপুর নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এখনও রত্নপুরের হৈহয়বংশ মধ্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুরাজ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বহুদিন অধিকার ভোগ করিতে পারেন নাই। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বন কাসিম সিন্ধুতে আসিয়া ব্রাহ্মণরাজ দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ সময়ে আরবদিগের অত্যাচারে সিন্ধুপ্রদেশ বিশেষ উৎপীড়িত হইয়াছিল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া সৌবীর রাজপুতগণ সিন্ধুপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। গুজরাতের চালুক্যরাজগণ অনেকবার তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষে নাসিরুদ্দীন কুবাচ সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করেন। এই ভূভাগ ২৪ বর্ষ মাত্র তাঁহার অধীন ছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'জাম' উপাধিধারী সৌমনরাজপুতগণ উত্তরসিন্ধু অধিকার করিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হিন্দুরাজ তিম্মজী জামের মৃত্যু হয়, তাঁহার বংশধরগণ সকলেই ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হয়।

[সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

দিল্লীর হিন্দুরাজ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থে একসময়ে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়নৃপতিগণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ক্ষেমক হইতে এই বংশের অবসান হয়। তৎপরে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি শকদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বহুকাল পরে (প্রায় ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপালের চেষ্টায় এখানে তোমরবংশীয়গণ আধিপত্য-বিস্তার করেন। এই বংশীয় ১৯ জন নরপতির রাজত্বের পর ১১৫১ খৃষ্টাব্দে আজমীরপতি চাহমানবংশীয় বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। সেই সূত্রে তোমরবংশীয় শেষ নৃপতি অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন ও প্রতিজ্ঞা করেন যে, সোমেশ্বরের পুত্র দিল্লী-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীর রাজ্য লাভ করেন। এই চাহমান-নৃপতি এক সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আপন অধিকার-বিস্তারে সমর্থ হইলেও দেশবৈরি রাঠোরকুল-কলঙ্ক জয়চাঁদের ষড়যন্ত্রে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-হস্তে পরাস্ত ও নিহত হন এবং সেই সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুসাম্রাজ্যেরও অবসান হয়।

[পরমার, চাহমান, পৃথ্বীরাজ ও রাজস্থান শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত হইলেও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজগণ তখন স্বাধীন ছিলেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আরব, মিশর, গ্রীস ও সিরিয়ার সহিত দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। [দাক্ষিণাত্য দেখ।] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে শকাধিপত্য বিস্তৃত ছিল ‡ এবং তৎকালে সাতবাহন, পল্লব, পাণ্ড্য, কাদম্ব প্রভৃতি রাজগণ নানা স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন।

বৌদ্ধ সাতবাহনগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে হিন্দু কাদম্বগণের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এই সময় মহামতি শঙ্করাচার্য্য কেরলে আবির্ভূত হন। তিনি বৌদ্ধ-দর্শন ও বেদান্তের সারধর্ম্ম লইয়া মায়াবাদ (অদ্বৈতবাদ) প্রচার করেন, তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ,জৈন ও বিভিন্ন তান্ত্রিক-প্রভাব নিবারিত হয়।

[শঙ্করাচার্য্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সাতবাহন, পল্লব, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, গঙ্গ ও চোল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণ প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যদিগের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মিতাক্ষরারচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্যরাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মান্যখেটে রাষ্ট্রকূটগণ, চের (বর্ত্তমান সালেম নামক স্থানে) গঙ্গগণ ও কাঞ্চীতে চোলরাজগণ রাজধানী স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং অনেক সময়েই তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন।

[চালুক্য,রাষ্ট্রকূট,গঙ্গ, মৌর্য্য,চোল, কাঞ্চীপুরাদি শব্দ দেখ।]

খৃষ্টীয়১১শ শতাব্দে সূর্য্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল সমস্ত দাক্ষিণাত্য আপন করায়ত্ত করিয়া রাঢ়,বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি নানা জনপদের অধিপতিগণের নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। [গৌড় দেখ]

১১৫৭ খৃষ্টাব্দে চেদিকুলোদ্ভব বিজ্জলদেব চালুক্যরাজ ৩য় তৈলপকে পরাস্ত করিয়া চালুক্যরাজধানী কল্যাণ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বাসব লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। [লিঙ্গায়ত দেখ।] বিজ্জলের বংশধরগণ ২০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করিবার পর কর্ণাটের হোয়শল-বল্লালবংশীয় ২য় বল্লাল তদ্রাজ্য অধিকার করেন। অল্পকালপরেই চালুক্যবংশীয় ৪র্থ সোমেশ্বর নিজ মহাসামন্ত কাকতেয়-রাজগণের সাহায্যে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাবীর ২য় বল্লাল তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে যাদবরাজ্য।

বল্লালগণ যাদববংশীয়। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের আদিনিবাস মথুরা। এই বংশের দৃঢ়প্রহারনামে এক ব্যক্তি দক্ষিণাপথে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য পত্তন করেন এবং রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যরাজগণের অধীনে মহাসামন্তরূপে তাঁহাদের ১৮ পুরুষ কাটিয়া যায়। তৎপরে ১৯শ রাজা ভিল্লম ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ অধিকার করিয়া রাজ্য বিস্তার ও দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। হোয়শল বল্লালদিগের সহিত তিন পুরুষব্যাপী বিবাদের পর, যাদবেরাই দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বপ্রধান অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-রত্নাকর-প্রণেতা বিখ্যাত কায়স্থ পণ্ডিত সোঢ়ল ও তৎপরে চতুর্বর্গ-চিন্তামণি-রচয়িতা হেমাদ্রি যাদবরাজগণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবও এই যাদবরাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যাদবরাজগণের অধীনে যে সকল মহাসামন্ত ছিলেন, তন্মধ্যে নিকুম্ভেরা প্রধান। এই নিকুম্ভরাজ-সভায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য অবস্থান করিতেন।

হোয়শল বল্লালেরাও যাদববংশীয়। প্রথমে ইহারা প্রাচ্য-চালুক্য রাজগণের অধীনে মহাসামন্তরূপেই গণ্য ছিলেন। এই বংশীয় ১ম বল্লালই আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার বংশধর বিষ্ণুবর্দ্ধন ১১১৩ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অধিকার বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজ এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যাদবপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহার

নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিলে, হোয়শল বল্লালেরা মহিসুর ও বহু প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বংশীয় ২য় বল্লাল 'সম্রাট্' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে তদ্বংশীয় ৫ জন নৃপতির রাজ্যশাসনের পর আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর আসিয়া বল্লাল-রাজ্য ধ্বংস করেন।

[যাদব-রাজবংশ দেখ।]

এক সময়ে কাকতেয়-রাজগণ চালুক্যদিগের অধীন ছিলেন এবং একবার চালুক্যদিগের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্যও কাকতেয়-রাজ বোম্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবনির্ব্বন্ধে চালুক্যদিগের অধঃপতন ঘটিলে বোম্ম স্বাধীন হইলেন। বর্ত্তমান নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত ওরঙ্গলে স্বাধীন কাকতেয়-রাজগণের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ এই কাকতেয়রাজসভায় বিরাজ করিতেন। আলাউদ্দীন্ কাকতেয়-প্রভাব-ধ্বংস করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাহ্মণীবংশের সহিত এই কাকতেয়-রাজগণের শতাব্দব্যাপী ঘোর সমর চলিয়াছিল। আহ্মদ শাহ বাহ্মণীর সহিত যুদ্ধে কাকতেয়-প্রতাপরুদ্র জীবন বিসর্জ্জন করেন, তথাপি এই হিন্দুবীরবংশ ১৫০ বর্ষ কাল ওরঙ্গলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে ওরঙ্গলরাজ্য বাহ্মণী-রাজ্যের অধীন হয়। [কাকতেয় দেখ]

কাকতেয়বংশের অভ্যুদয়ের সহিত কলিঙ্গে গঙ্গবংশও প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যরাজ দৌহিত্র মহাবীর চোড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইনি উৎকল জয় করিয়া স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিবার জন্য জগন্নাথের প্রসিদ্ধ মহামন্দির ও ভুবনেশ্বরের কেদারগৌরী প্রভৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই গঙ্গবংশীয়গণ প্রায় শতাধিক বর্ষ উৎকল শাসন করিয়াছিলেন। [গাঙ্গেয় শব্দ দেখ]

গঙ্গরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, ইঁহাদিগের অবসানে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ উৎকল শাসন করেন। এই বংশের কপিলেন্দ্রদেবের নাম ভারত-বিখ্যাত। ইনি বাহুবলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-নৃপতিগণকে বহুবার পরাজয় করিয়াছিলেন। অধিক কি, দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।

[কপিলেন্দ্রদেব, উৎকল ও গোপীনাথপুর শব্দ দেখ]

এই বংশীয় প্রতাপরুদ্রের পর উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তেলিঙ্গা মুকুন্দদেব কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার করেন। এই সময় হিন্দুগণের অন্তর্বিবাদে উৎকলরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। সুযোগ বুঝিয়া কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণপূর্ব্বক (১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গের মুসলমানশাসন-ভুক্ত করেন।

ভারতে বৈদেশিক বিপ্লব ও মুসলমানাগম।

ভারতে আর্য্য-উপনিবেশের পর, বিভিন্ন দেশবাসীর সমাগম হইয়াছিল। পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বহু পূর্ব্বকালে ইজিপ্ত দেশীয় ওসিরিস্, ফেরাও, রামসেস্ ও আসিরীয় সাম্রাজ্ঞী সেমিরামিস্ ভারত-সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কোন প্রকৃষ্ট আখ্যান লিপিবদ্ধ না থাকায়, উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সাধারণে বিশেষ সন্দিহান। কিন্তু পারস্য-রাজ দরায়ুসের ভারতাক্রমণ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ প্রায় ভারতীয় স্বর্ণ-মুদ্রায় সংগৃহীত হইত। বিজেতা পারস্যরাজ-শক্তির অবসান-সময়ে পুনরায় পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তাই আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দের শেষভাগে মাকিদনপতি আলেকসান্দারের ভারতাক্রমণ হইতে পশ্চিমভারতে যবন-রাজবংশের সমাবেশ দেখিতে পাই। আলেকসান্দারের সহিত ক্ষত্রিয়-রাজ পুরু ও মৌর্য্যরাজ অশোক কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [আলেকসান্দার, পুরু, প্রিয়দর্শী ও যবন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

যবন-রাজবংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ভারতে শক ও হূণ জাতির প্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইঁহারা কেহই ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ভারতে ইস্লাম্ ধর্ম্মাবলম্বী ম্লেচ্ছগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ৬ শতাব্দের শেষভাগে ও ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভকালে ভারতভূমে একটী প্রবল সাময়িক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের ধীর অভ্যুত্থান হেতু বৌদ্ধ-প্রাধান্য বিলুপ্ত হইতেছিল। যে সময়ে প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ-সংগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইয়া হিমালয়ের অত্যুচ্চ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবক্ষে বিচরণ করিতে ছিলেন; ঠিক সেই সময়ে সুদূর পশ্চিম আরবে ইস্লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ জীবলীলার অবসান করিয়াছিলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মোন্মাদমত্ত উদ্ধতস্বভাব মুসলমানগণ একে একে উত্তর আফ্রিকা, রোমসাম্রাজ্য ও পূর্ব্বে ভারত পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ করায়ত্ত করিয়াছিল। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ওস্মান ঠানা ও ভরোচ-জয়মানসে সেনা প্রেরণ করেন। ৬৬২ ও ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের চেষ্টা হয়। অতঃপর মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় অশীতিবর্ষ পরে বোগ্দাদের অধীশ্বর খলিফা বালিদের মহম্মদ্বীন্-কাসিমনামা আরবসেনানী ৭১১ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্থানের মরুরাজ্য অতিক্রম করিয়া সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে দাহির নামা জনৈক ব্রাহ্মণ নরপতি

সিন্ধু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি উদ্ধত ও উন্মুক্তকৃপাণ আরবসৈন্যের সম্মুখীন হইতে সমর্থ না হইয়া স্বরাজ্য মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করেন। যুদ্ধ-সময়ে আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ নামক নগরদ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। কাসিম ও তদ্বংশীয় মুসলমানগণ বহুদিন এথানে আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারেন নাই। সৌবীর-ক্ষত্রিয়গণ উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে মুসলমানদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে সিন্ধুরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন।

এই সময় হইতে ভারতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য সমুপস্থিত হয়। মুসলমান কর্তৃক পরাজয়ের পর হইতে সকল ক্ষত্রিয়-সন্তানই আত্মরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের পর, আর কোন হিন্দুনরপতিই ভারতে একচ্ছত্রাধিপত্য-স্থাপন করিতে পারেন নাই। বঙ্গ, মগধ, কনোজ, কালঞ্জর, মালব, রত্নপুর, গুজরাত, সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী, আজমীর ও সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিবর্গের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পরমার, চৌহান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজবংশ স্বতন্ত্ররূপে স্বীয় স্বীয় স্বাধীনতা-কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত থাকায় পরস্পরে বাহ্যতঃ পরস্পরের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, কিন্তু অন্তরে সকলেই পরশ্রী-কাতর ও ঈর্ষাপরবশ ছিলেন।

ভারতের এইরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা উপলব্ধি করিয়া ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সবক্তগিন্ ক্রমশই ভারত-সীমান্তে পদার্পণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। ভাবী বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া লাহোরাধিপতি জয়পাল তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করেন। ঐ সময়ে দিল্লী, আজমীর, কালঞ্জর ও কনোজ প্রভৃতির রাজন্যবর্গ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা জয়ী হইতে পারেন নাই। সবক্তগিন্ পেশাবর প্রদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তৎপুত্র মান্দুদ ১০০১ হইতে ১০২৬খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ১৭বার ভারত আক্রমণ করেন। তাহার ফলে পশ্চিমে পঞ্জাব, দক্ষিণে গুজরাত, পূর্ব্বে কানোজ, উত্তরে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার করতলগত হইল। তিনি ভারতে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই। কেবল অর্থলুণ্ঠন দ্বারাই পরিপুষ্ট হইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আদৌ ভারতে মুসলমান-রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১০৩০ খৃঃ অঃ মান্দুদের মৃত্যুর পর লাহোর ও নাগরকোট প্রভৃতি স্থানে হিন্দুগণ স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লাহোর নগর কিছু দিনের জন্য মান্দদ-রাজবংশধর বৈরামের শাসনাধীন ছিল, আফগানস্থানে ঘোর ও গজনীবংশের পরস্পর বিরোধে গজনী-রাজবংশ উৎসাদিত হয় এবং ঘোররাজবংশ ক্রমশঃ কাবুল-রাজ্যে প্রতিপত্তি-বিস্তার করিতে থাকে। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গজনীবংশ লাহোর-রাজধানীতে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ঘোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর অধিকার করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খুস্রু মালিককে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লাহোর অধিকারপূর্ব্বক সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

যে সময়ে আফগানস্থানে গজনী ও ঘোর সর্দ্দারগণের পরস্পর বিরোধ চলিতেছিল, ঠিক ঐ সময়ে ভারতসাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেছিল। দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহান-কুলোদ্ভব পৃথ্বীরাজ এবং কান্যকুব্জাধিপতি রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্র পরস্পরে উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত করেন। ঘোরি-রাজধানী লাহোরের নিকটস্থ রাজন্যগণকে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী দেখিয়া, সুযোগমত ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তিরোরীর-যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরি-রাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের থানেশ্বর-রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ ধৃত ও নিহত হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হিন্দু-শাসন বিলুপ্ত হইল। চন্দ্র-বংশীয় পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যলব্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী এতদিনের পর মুসলমান-রাজবংশের করায়ত্ত হইল।

দিল্লী নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া মহম্মদ ঘোরী পর বৎসর (১১৯৪ খৃঃ অঃ) কনোজ ও বারাণসী আক্রমণ করেন। এতোবার যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইলে, তদ্রাজ্য মুসলমানরাজের শাসনভুক্ত হয়। বারাণসী ও কনোজ-বিজয়ান্তে জয়লব্ধ ধন রত্ন লইয়া মহম্মদ গজনী-অভিমুখে প্রস্থান করেন। যাত্রাকালে তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীনকে রাজ্য-শাসনার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। কুতব দিল্লী রাজধানী হইতে শাসন-সম্পর্কীয় সুব্যবস্থা করিয়া ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করেন। তাঁহার খ্যাতনামা সেনাপতি মহম্মদই-বখ্তিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গরাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণপূর্ব্বক বঙ্গদেশ অধিকার করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিক্রমপুরাভিমুখে পলায়ন করেন।

সবক্তগীনের অধিকার কালে (৯৭৭ খৃঃ) পেশাবর প্রদেশ আফগানরাজ্যের সীমাভুক্ত হইয়াছিল। মান্দুদ ঐ সীমা পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া যান। তৎপরে

মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুর মোহানা হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তবিভাগে মুসলমান-প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর (১২০৬ খৃঃ) হইতে প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ গজনীর অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া স্বাধীনভাবে দিল্লী-রাজধানীতে রাজত্ব করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহাকেই ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান-সম্রাট্ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহার রাজত্ব হইতে ইব্রাহিম লোদির অধিকার পর্য্যন্ত (১২০৬-১৫২৬ খৃঃ অঃ) সময়কে পাঠানবংশের অধিকারকাল বলা যায়।

দাসবংশ।

কুতবউদ্দীন প্রথমাবস্থায় ক্রীতদাস ছিলেন; এজন্য তদ্বংশীয় ১০ জন নরপতি ইতিহাসে 'দাসরাজ' নামে অভিহিত। কুতবউদ্দীনের শাসন-সময়ে নাসিরুদ্দীন্ মূলতান ও সিন্ধু প্রদেশে এবং বখ্‌তিয়ার বঙ্গ ও বেহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আল্‌তিমিশ্ নামক তাঁহার জনৈক ক্রীতদাস রাজানুগ্রহে জামাতৃপদ লাভ করেন। এই ব্যক্তি কুতবপুত্র আরামকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মালব জয় করিয়া রাজপুতানা ভিন্ন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত-ভূভাগে মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১২৩৬ খৃষ্টাব্দে আলতিমিশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুকুণ্ উদ্দীন্ ও পরে কন্যা সুলতানা রিজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। রিজিয়া ভিন্ন ভারতের মুসলমান-সিংহাসনে আর কোন রমণী আরোহণ করেন নাই। জনৈক ক্রীতদাসের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকায় রিজিয়া রাজ্যচ্যুত হন। তদনন্তর তদ্‌ভ্রাতা বহরাম, রুকুণপুত্র মসাউদ ও আলতিমিশ-তনয় নাসিরুদ্দীন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। আলতিমিশের রাজত্বকালে তাতার দেশে চেঙ্গিস্ খাঁ নামে মোগলবংশের যে সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইয়াছিল, তাহারই প্রখরতর কর-প্রসারণে নাসিরের ভারত-সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মোগলগণ কএকবার ভারত আক্রমণ করিয়াও দাসবংশের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। নাসিরের পরলোকান্তে তাঁহার ভগিনীপতি গয়াসুদ্দীন্ বুলবন খাঁ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজ্যকালে বাঙ্গালার নবাব তুগ্‌রিল খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বীয় পুত্র বখরা খাঁকে বঙ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বখরা খাঁর পুত্র কৈকোবাদ দিল্লী-সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তিনি রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ হইলে, খিলিজিবংশীয় পরাক্রান্ত অমাত্যগণ তাঁহাকে নিহত করিয়া জলাল উদ্দীনকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

দাসরাজগণের সিংহাসনাধিরোহণ-কাল।

কুতব উদ্দীন্	……১২০৬	বহরাম	……১২৩৯
আরাম	……১২১০	মসাউদ	……১২৪১
আলতিমিশ	……১২১১	নাসির উদ্দীন্	……১২৪৬
রুকন্ উদ্দীন্	……১২৩৫	বুলবন	……১২৬৬
সুলতানা রিজিয়া	……১২৩৬	কৈকোবাদ	……১২৮৬

খিলিজিবংশ।

কৈকোবাদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া খিলিজি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জলাল উদ্দীন্ দিল্লী-সিংহাসনে সমাসীন হন। তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন বুন্দেলখণ্ড, মালব ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া পিতৃব্যের শাসনসীমা বিস্তার করিয়া যান। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহারাষ্ট্রের যাদববংশীয় নরপতি রামরাজকে আক্রমণ করেন। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায়, তিনি নিজ রাজধানী দেবগিরি রক্ষায় সমর্থ হন নাই, সুতরাং বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে সম্মত হন। জয়োদৃপ্ত আলাউদ্দীন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজধানী অভিমুখে ফিরিতেছেন শুনিয়া, জলাল উল্লসিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গনার্থ অগ্রসর হইতেন, কিন্তু ক্রূরমনা আলাউদ্দীন স্বীয় পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন।

আলা উদ্দীনের চিতোর-আক্রমণ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাণা ভীমসিংহের পত্নী প্রথিতনামা পদ্মিনী দেবী এই যুদ্ধে চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করেন। দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত সেনানী রাজপুতবংশীয় মালিক কাফুর কর্ত্তৃক পরিচালিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়-বাহিনী দেবগিরি ও দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজ এবং ওরঙ্গলের কাকতেয়দিগকে পরাভূত করিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত উৎসাদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম সেনানী উলঘ খাঁ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া গুজরাত অধিকার করেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ততা ও কর্ত্তব্যহীনতা হেতু দিল্লীশ্বরকে আর অধিক দিন এ সুখ-সাম্রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের বিদ্রোহ, কুতলু খাঁ-পরিচালিত মোগলসৈন্যের আক্রমণ এবং চিতোর, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের হিন্দুনরপতিগণের স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস, শেষ জীবনে তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে

তাঁহার মৃত্যুসময়ে হরপালদেব দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুর সিংহাসন-অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্রাটের তৃতীয় পুত্র মুবারক তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসনে সমাসীন হন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি, আপন ভ্রাতা ও শত্রুপক্ষীয় অমাত্য-বর্গের নিধন সাধন করেন। অনন্তর দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হইয়া হরপালদেবকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। মালিক খসরু নামক ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী জনৈক হিন্দু তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। রাজানুগ্রহে ঐ ব্যক্তি রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়াছিল। দিল্লীতে মদ্য-পান-নিরত ও সুখশয্যায় শয়িত থাকিয়া মুবারক যখন স্বীয় ঐশ্বর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলেন; তখন তাঁহার প্রিয়তম খসরু দাক্ষিণাত্য ও মলবার-উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ জয় করিয়া তাঁহার সমৃদ্ধি-রাশি গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সসৈন্যে প্রত্যাগত হইয়া মুবারককে হত্যা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসন লাভের সুখস্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিয়া গেল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গিয়াস উদ্দীন্ তোগলক, সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক খসরুকে নিহত করিলেন (১৩২১)।

খিলিজিবংশের অধিকার-কাল (১২৮৮-১৩২১)।

জলাল উদ্দীন্	... ...১২৮৮	মুবারক	... ...১৩১৬
আলা উদ্দীন্	... ...১২৯৫	খস্‌রু	... ...১৩২১

তোগলকবংশ।

মালিক কাফুর ও মালিক খুস্‌রু সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি মুসলমান-শাসনাধীন করিলেও তৎকালে মহারাষ্ট্রভূমি হিন্দুরাজন্যবর্গের প্রাধান্য-পূর্ণ ছিল, কিন্তু গিয়াস্ উদ্দীন্ তদ্দেশ অধিকার করিয়া হিন্দুশাসন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বিদর ও ওরঙ্গলরাজ কর দিয়া অব্যাহতি পান। তিনি সুবর্ণগ্রাম জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, পুত্র জুনা খাঁর (আলুফ খাঁ) ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

বৃদ্ধ পিতাকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া 'মহম্মদ তোগলক' নাম গ্রহণপূর্ব্বক আলুফ খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পাঠানরাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও একমাত্র অবিমৃষ্যকারিতাই তাঁহার সমস্ত অনর্থ বা দোষের আকর হইয়াছিল। দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দিল্লীর অধিবাসি-বৃন্দকে যেরূপ নিগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহারই অনুরূপ হঠকারিতায় তাঁহার চীন ও পারস্য-অভিযান অকালে বিলয় পাইয়া যায়। প্রভূত ধন ও অসংখ্য সেনা বৃথা নষ্ট হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। তিনি স্বীয় রাজকোষ পূরণকল্পে (নোটের ন্যায়) তাম্রখণ্ড প্রচলনে বৃথা চেষ্টা পান। অভিমত বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া, তিনি প্রজাবর্গের উপর অসঙ্গত কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লব সংঘটিত হইয়া পড়ে এবং এই বিদ্রোহের সময় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কতকগুলি জনপদ হিন্দুরাজবংশের ও স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তাদিগের করতলগত হয়।

মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে, খাজা জহান একটী ৬য় বৎসরের বালককে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সময়ে ফিরোজ তোগলক সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু মহম্মদের অন্তিম-প্রার্থনানুসারে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে সিংহাসনে উপবেশন করান হয়।

মহম্মদ নিজবীর্য্য ও বুদ্ধিবলে যে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, শেষজীবনের দুর্ব্বুদ্ধিতা হেতু তাহার মূলচ্ছেদ করিয়া যান। পরবর্ত্তী মোগলসম্রাট্ অকবর শাহ স্বীয় অপূর্ব্ব মৈত্রী-কৌশলে যে দৃঢ়বন্ধনে ভারতসাম্রাজ্য আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক অরঙ্গজেবের বুদ্ধিহীনতায় তাহার দৃঢ়গ্রন্থি শিথিল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তৎকালে পাঠান-সেনা-মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানের সমাবেশ হওয়ায় রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলতার সূত্রপাত হয়। তুর্ক, আফগান, মোগল ও ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ পরস্পরে পরস্পরের প্রাধান্য-স্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ী সেনাদল ও শাসনকর্ত্তাগণের পরস্পর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

ফিরোজ তোগলক রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমেই দাক্ষি-ণাত্য ও বাঙ্গালার নরপতিদিগকে দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন, কিন্তু নিজের উদারপ্রকৃতিগুণে স্বল্পমাত্র কর লইয়াই তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে আপনাপন রাজকার্য্য-পরিচালনা করিতে আদেশ দিলেন। ফিরোজাবাদ নগর-স্থাপন, মস্‌জিদ্, প্রাসাদ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, সেতু, সরাই, মুসাফির-খানা, কূপ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, শতদ্রু, কাগার ও যমুনা নদী হইতে খাল-কর্ত্তন, বাঁধ-নির্ম্মাণ ও সুদীর্ঘ জলাশয়-নির্ম্মাণ প্রভৃতি তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। রাজ-ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া তিনি ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র নাসির উদ্দীন মহম্মদের জন্য সিংহাসনত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ বালক স্বীয় বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে ভ্রাতৃবর্গের বিরোধী হওয়ায় দিল্লীনগরে মহাহত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনার পর ফিরোজ

পুনরায় শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর পৌত্র গিয়াস উদ্দীন্ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নিরন্তর মদ্যপানে আসক্ত থাকায় তাঁহার স্বসম্পর্কীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে ৫ মাস রাজ্যভোগের পর নিহত করেন।

গিয়াসকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া পুণ্যাত্মা ফিরোজের অন্যতম পৌত্র আবুবখর দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। দশমাস রাজত্বের পর উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে ফিরোজের অপর পুত্র যুবরাজ মহম্মদ খাঁ কর্তৃক আবুবখর রাজ্যচ্যুত হন। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি নাসির উদ্দীন্ মহম্মদ তোগলক নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরে তাঁহাকে আবুবখর ও মেবাতী-রাজপুতগণের বিদ্রোহ-দমনে বদ্ধপরিকর হইতে হয়। আবুবখর তাঁহাকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করে এবং মেবাতীবিপ্লবে তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। উভয় যুদ্ধের দারুণ পরিশ্রমে তিনি রোগগ্রস্ত হন এবং তাহাতেই (১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ৪৫ দিন রাজত্বের পর হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন, সুতরাং সিংহাসন লইয়া পুনরায় বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অতঃপর মৃতরাজা নাসির উদ্দীন্ মহম্মদের অন্যতম পুত্র মাহ্মুদকেই সিংহাসনে বসান সাধারণের অভিপ্রেত হয়। পাঠান-রাজবংশের অধঃপতনের প্রাক্কালে যে শাসন-বিশৃঙ্খলতা সমুপস্থিত হয়, তাহাই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া স্বাধীনরাজ্যসমূহ সংগঠন করে। বালক মাহ্মুদের রাজত্ব সাধারণের অভিমত ছিল না। একদল মাহ্মুদকে লইয়া প্রাচীন দিল্লী-প্রাসাদে রহিলেন। অপরে ফিরোজ তোগলকের পৌত্র নসরৎ খাঁকে লইয়া ফিরোজাবাদে রাজমুকুট পরাইলেন। অমাত্যগণের গৃহ-বিপ্লবে দিল্লী নগরী জনশূন্য হইতে লাগিল। ৩ বর্ষ অজস্র রক্তপাতের পর, ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে একবাল খাঁ মাহ্মুদকে হস্তগত করিয়া নসরৎ খাঁকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বাঙ্গালা, মালব, খান্দেশ, গুজরাত প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীন হইলেন। জগদ্বিখ্যাত মোগল-সম্রাট্ তৈমুরলঙ্গ সমরকন্দে থাকিয়া এই পাঠান-বিপ্লবের বিষয় অবগত হন। তিনি অবসর বুঝিয়া স্বীয় বিপুল সেনাদল দিল্লী-অভিমুখে পরিচালিত করেন।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি পঞ্জাব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে জানুয়ারী মাসে পাণিপথের পথ ধরিয়া ফিরোজাবাদের সম্মুখে উপনীত হন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাহ্মুদ উজীর গুজরাত প্রদেশে পলায়ন করেন। তৈমুর আপনাকে ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সৈয়দ খিজির খাঁকে লাহোর-রাজধানীতে আপনার প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া যান। ইহার পর বিভিন্ন স্থানের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীনভাবে শাসন-বিস্তার করিতেছিলেন। প্রথমে নসরৎ খাঁ দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করেন, পরে মাহ্মুদ উজীর একবাল খাঁর সহযোগে দিল্লীধামে প্রবেশপূর্ব্বক নষ্ট রাজ্য উদ্ধারের প্রয়াস পান। এখানে ১৪১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তোগলকবংশের রাজ্য লোপ হয়।

তোগলকবংশের অধিকার-কাল।

গিয়াস্উদ্দীন ১৩২১ খৃঃ অঃ
মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ খৃঃ অঃ
ফিরোজ (ঐ) ১৩৫১ খৃঃ অঃ
নাসির উদ্দীন্ মহম্মদ ১৩৮৭ খৃঃ অঃ মাসাল্পকাল।
ফিরোজ (পুনরায়) ১৩৮৮ খৃঃ অঃ
গিয়াস উদ্দীন্ ১৩৮৮ অক্টোবর হইতে ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী
আবুবখর ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত।
নাসিরউদ্দীন মহম্মদ (২য়) ১৩৯০-১৩৯০ খৃঃ অঃ
হুমায়ুন……৪৫ দিন মাত্র।
মাহ্মুদ……১৩৯৪-১৪১২, মধ্যে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫ দিন তৈমুরলঙ্গ রাজত্ব করেন।

সৈয়দবংশ।

মহম্মদের মৃত্যুর পর অমাত্যগণের অনুরোধে উজীর-প্রধান ও সেনাপতি দৌলৎ খাঁ লোদীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। লাহোর-প্রতিনিধি খিজির খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। বন্দি-অবস্থায় ১৪১৬ খৃঃ অঃ দৌলতের মৃত্যু হয়। ১৪১৬-২১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত খিজির খাঁ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ শাসন করিয়াছিলেন। ১৩২২ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুবারক সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় বেতনভোগী হিন্দুকর্ম্মচারীদিগের হস্তে নিহত হন। তৎপরবর্ত্তী সৈয়দ-রাজ মহম্মদ (১৪৩৫-১৪৪৫ খৃঃ অঃ) ও আলাউদ্দীনের (১৪৪৫-১৪৭৮ খৃঃ অঃ) রাজ্যকালে বিভিন্ন শাসনকর্ত্তাগণের বিদ্রোহ-দমন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আলা-উদ্দীন্ সাত বৎসর রাজত্বের পর ১৪৫২ খৃঃ অঃ স্বীয় ভ্রাতার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকীয় কোলাহল হইতে

অবসর গ্রহণ করিয়া বদাউনের নিভৃত নিলয়ে ধর্ম্মালোচনায় নিরত হন। তাঁহার অবসরসময়ে বহ্‌লোল লোদীনামা জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় আফগান, রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আলাউদ্দীন্ তাঁহাকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

লোদীবংশ।

বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়া লোদীবংশীয় আফগান-গণ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। খিজির খাঁর সহিত তোগলকাধীন উজীর একবাল খাঁর যুদ্ধসময়ে বহ্‌লোল লোদীর খুল্লতাত স্বহস্তে একবালের প্রাণ সংহার করেন। কৃতোপকারের পারিতোষিক স্বরূপ তিনি সৈয়দ-প্রতিনিধি কর্তৃক সরহিন্দের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ঐ ব্যক্তি ভ্রাতুষ্পুত্র বহ্‌লোলের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন *। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তিনি সরহিন্দের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার যশোভাতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সৈয়দরাজ তাঁহাকে উজীর পদ দিয়া বিশেষ সম্মাননা করেন। ১৪৭৮ খৃঃ অঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৪৫২ (মতান্তরে ১৪৫০) খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের বুদাউন প্রস্থানের পর হইতেই বহ্‌লোলের দিল্লীরাজ্যশাসনকাল কল্পনা করা যায়। ২৬ বৎসর যুদ্ধের পর তিনি শর্ক্কি রাজগণের নিকট হইতে জৌনপুর কাড়িয়া লন। বহ্‌লোল নিজ অধিকৃত হিমালয় হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার পাঁচ পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু অমাত্যবর্গের প্রার্থনায় তাঁহার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। অমাত্যগণ তাঁহার এক পৌত্রকে এবং বেগম সাহেবা তাঁহার পুত্র নিজাম খাঁর জন্য সিংহাসন রাখিতে বহ্‌লোলকে অনুরোধ করেন। এরূপ গোলযোগের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটে।

পৌত্রকে সিংহাসন দিতে বহ্‌লোলের ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্বাক খাঁর অভিমত থাকিলেও অমাত্যগণ যুবরাজ নিজাম খাঁকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সিকেন্দর লোদী নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লী-সিংহাসনে আসীন হইয়াই বিরুদ্ধাচারী স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বার্ব্বাকের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি স্থানের হিন্দুরাজগণ তাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবিরোধ ও তাঁহার পিতার হিন্দুবিরোধ ইতিহাসে অতুলনীয়।

তাঁহার রাজত্বকালে বেহারের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ লোহানী ও পঞ্জাবপতি দৌলৎ খাঁ লোদী দিল্লীর অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করেন। দৌলতের সাদর আমন্ত্রণে মোগলসম্রাট্ বাবর, সসৈন্যে কাবুল হইতে আসিয়া পাণিপথের রণক্ষেত্রে ১৫২৬ খৃঃ অঃ ইব্রাহিমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লীরাজ-সিংহাসন অধিকার করেন, ইব্রাহিমের পতন হইতে পাঠান-বংশের নিষ্ঠুর অত্যাচার ভারত হইতে লোপ পাইয়াছিল।

পাণিপথ-যুদ্ধের অবসান হইলে, মোগলের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোগল-রাজবংশের অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে, পাঠানশাসনে প্রপীড়িত হইয়া যে সকল মুসলমানবংশ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, এখানে তাহারই সংক্ষেপ-পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পাঠান-রাজত্বে ভারতের প্রকৃত অবস্থা।

মহম্মদ তোগলকের কঠোর অত্যাচারই পাঠান-সাম্রাজ্যের অবনতির মূল কারণ। তাঁহার পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দ মধ্যে পাঠানরাজবংশের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এই পতন-প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে কএকটী স্বাধীন-মুসলমানরাজ্যের অভ্যু-দয় হয়। যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ পাঠানের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন।

এই সকল মুসলমান-শাসনকর্ত্তাগণ সময়ে সময়ে হিন্দু কর্ম্মচারিগণের উপর বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু যেখানে মোল্লাদিগের প্রভাব বিস্তৃত ছিল, সেইখানেই হিন্দুগণ বিশেষরূপে নিগ্রহ ভোগ করিতেন। এই বিদ্বেষী ম্লেচ্ছগণের উপদ্রবে কাশী ও পুরীধাম ব্যতীত কুরু-ক্ষেত্র, প্রভাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও গুজরাত প্রদেশের নানা তীর্থক্ষেত্র ও মন্দিরাদি উৎসাদিত এবং তৎপরিবর্ত্তে অনেক মসজিদ্ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নিগ্রহের সময় অসংখ্য তেলী, জোলা, নিকারি, পাঁজারি, পটুয়া ও পার্ব্বতীয় বিভিন্ন জাতি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। হিন্দুশক্তির অভাব

* মুসলমান ইতিহাসে বহ্‌লোলের জন্ম বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। বহ্‌লোল যখন মাতৃগর্ভে জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন বিধির বিপাকে গৃহছাদ ভগ্ন হওয়াও তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়; কিন্তু গর্ভস্থ শিশু জীবিত থাকায় গর্ভ বিদারণ করিয়া সেই ভ্রূণকে পিতৃব্য শাহ লোদী বিশেষ যত্নে লালন পালন করে। বহ্‌লোলের অলৌকিক জন্মলক্ষণ দেখিয়া শাহ লোদী তাঁহার বহ্‌লোল নাম রাখিয়া দেন। পিতৃব্যের কর্ত্তৃত্বাধীনে তিনি বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। [বহ্‌লোল লোদী দেখ।]

হেতু ধর্ম্মলোপ হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিয়ম-সংস্কারের জন্য স্মৃতিসংগ্রহ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই আমরা মুসলমান প্রাদুর্ভাবের বিভিন্ন সময়ে মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, আচার্য্য চূড়ামণি, প্রতাপরুদ্র, রঘুনন্দন ও কমলাকর প্রভৃতিকে হিন্দুধর্ম্মরক্ষায় তৎপর দেখিতে পাই।

পাঠান-সংঘর্ষণের বিশেষ আলোড়নে হিন্দুসমাজে একটী মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মুসলমানের একেশ্বর উপাসনার অনুকরণ করিয়া হিন্দুগণ একেশ্বরবাদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও আচার্য্যগণের হস্তে যেরূপ ধর্ম্মবিস্তারের পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় ১৫শ বা ১৬শ শতাব্দেও তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধু সন্ন্যাসীর যত্নে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সময়ে পালি ও মাগধী প্রভৃতি ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ রচিত হইয়া তত্তদ্ ভাষা যেরূপ পুষ্ট ও পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, এই সময়েও চৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালা, নানক হইতে পঞ্জাবী, কবীর হইতে হিন্দী ও তুকারাম হইতে মহারাষ্ট্রী ভাষায় নানাগ্রন্থ প্রচারিত হয়।

একদিকে যেমন ধর্ম্মবিপ্লবে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমাবেশে ভারতীয় হিন্দুগণের ধর্ম্মপ্রাণ উত্তেজিত হইয়া ছিল, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রবাহে ভারতের নানাস্থানে খণ্ডরাজ্যসমূহ স্বীয় স্বীয় স্বাধীন-শাসন বিস্তার করিয়াছিল। ইহাতে দাক্ষিণাত্যে কএকটী হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলেও মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষে দেশোৎসাদনকর মহৎ অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের শাসন-বিশৃঙ্খলায় সুবর্ণগ্রাম ও গৌড়ের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হন। অবশেষে গৌড়েশ্বর সামস্-উদ্দীন্ সমগ্র বাঙ্গালা অধিকারপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ফিরোজ তোগলক ইহাঁকে দমন করিতে না পারিয়া, ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার পর দিনাজপুরের হিন্দু রাজা গণেশ (কংস) সামস্ উদ্দীনের পৌত্রকে নিধন করিয়া ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার বংশীয়গণ প্রায় ৪০ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪৪৫ খৃঃ অঃ তাঁহার বংশধরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় সামস্ উদ্দীনের বংশধর ইলায়স্‌শাহী রাজগণ ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বের শেষ সময় খোজা ও হাব্‌সিগণের বিপ্লবে আলোড়িত হইয়াছিল। হাব্‌সি-সর্দ্দার ফিরোজ পুরবী (১৪৯১-৯৩ খৃঃঅঃ) বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তৎপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মুজঃফর হাব্‌সি সিংহাসন অধিকার করিলেন; কিন্তু অমাত্যবর্গ ১৪৯৬ খৃঃ অঃ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিধন-পূর্ব্বক উজীর সৈয়দ সরিফকে সিংহাসন প্রদান করেন।

মন্ত্রিপ্রধান আলাউদ্দীন্ হুসেন-শাহ নামধারণ করিয়া বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খোজা হাব্‌সিদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বাল্যকালে সুবুদ্ধি খাঁ নামক জনৈক কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীর অধীনে কর্ম্ম-কালে তিনি হিন্দুর সৌজন্যে বিশেষ প্রীত ছিলেন। হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া তিনি রূপ ও সনাতন নামক ধার্ম্মিক হিন্দুপ্রবরকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তৎপুত্র নসরৎ শাহ ও মাহ্মূদ সাহের রাজত্বের ১৫৩৬ খৃঃ অঃ শেরশাহ মাহ্মূদকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালার সুলতান হন। তদ্বংশীয়-গণ দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইলে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়েন। ১৫৬৩ খৃঃ অঃ করাণীবংশীয় সুলিমান তাঁহাদিগের নিকট হইতে বঙ্গসিংহাসন কাড়িয়া লয়েন।

সুলিমানের হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী বিখ্যাত সেনানী কালাপাহাড় ১৫৬৫ খৃঃ অঃ মুকুন্দদেবকে পরাজিত ও জগন্নাথ-মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১৫৭২ খৃঃ অঃ সুলিমানের মৃত্যুর পর তদ্‌ভ্রাতা দাউদ খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সহিত মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালা প্রদেশ ১৫৭৫ খৃঃ অঃ মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের শাসনকর্ত্তা মালিক উস্ শর্ক (খোজা জহান্) ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে স্বাধীনশাসন বিস্তার করেন। তদ্বংশীয় ৬ জন রাজা জৌনপুরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী কর্ত্তৃক জৌনপুর বিধ্বস্ত হইলে শর্কিবংশের অবসান হয়। [জৌনপুর দেখ]

তৈমুর-লঙ্গের ভারতাক্রমণ-সময়ে (১৪৪৩ খৃঃঅঃ) দিল্লীশ্বর মুলতান প্রদেশে শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপনে অক্ষম হইলে, তথাকার অধিবাসিগণ সেখ য়ুসুফ নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজা মনো-নীত করে। ১৪৪৫ খৃঃ অঃ লুঙ্গবংশীয় রায় শিহরা তাঁহাকে নিহত করিয়া মুলতান অধিকার করেন। ১৫৩৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত লুঙ্গবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎ-পরে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা শাহ হুসেন অর্ঘূণ মুলতান জয় করেন। সম্রাট্ অকবর শাহ অর্ঘূনরাজ্য নিজ শাসনা-ধীন করিয়াছিলেন। [মুলতান দেখ]

গুজরাতের শাসনকর্ত্তা ফর্হাৎ-উল্-মুলক্ হিন্দুর পক্ষাব-লম্বন করিয়া হিন্দুমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন শুনিয়া, দিল্লী-

খর ১৩৯১ খৃঃ অঃ জাফরনামা জনৈক বিধর্ম্মী রাজপুতকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ১০৩৬ খৃঃ অঃ মাহ্মুদ-বিধ্বস্ত সোমনাথ-মন্দির ভীমদেব কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইলেও জাফরের হস্তে পুনরায় নষ্ট হইয়াছিল। ঐ সঙ্গে অন্যান্য মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রসমূহ জাফর কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত হয়। ১৩৯৬ খৃঃ অঃ জাফর সুলতান মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার বংশধর আহ্মদ তাঁহার মৃত্যুর পর (১৪১২ খৃঃ অঃ) অনহিলপত্তন হইতে আহ্মদাবাদে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। মালবরাজ হুসঙ্গ শাহ এবং খান্দেশের ফরুকি-রাজগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তদ্বংশধর মাহ্মুদ-বিগাড়া জুনাগড় ও চম্পা নগরের হিন্দুসামন্তরাজ্য এবং ২য় মুজঃফর মালব জয় ও পর্ত্তুগীজদিগকে সমুদ্রবক্ষে পরাজিত করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃঃ অঃ, বাহাদুরশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া মালব আক্রমণ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ অঃ মালবরাজ্য তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ মালব-রাজ্যের সহায়তা করায় ১৫২৯ খৃঃ অঃ তিনি চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তিনি চিতোর অধিকার করিলে, রাজপুত-কুলললনাগণ চিতারোহণপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেন। এই অবরোধের সময় ভারতে সর্ব্ব-প্রথম কামানের ব্যবহার হইয়াছিল।

রাণা সংগ্রামসিংহের বিধবা-পত্নী রাণী কর্ণাবতী বৈরনির্য্যাতন-পরবশ হইয়া মোগলসম্রাট্ হুমায়ুনের শরণাপন্ন হন এবং 'রাখি' প্রেরণ দ্বারা তাঁহাকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেন। তদনুসারে হুমায়ুন চিতোর অধিকারপূর্ব্বক গুজরাত আক্রমণ করিলে, বাহাদুর শাহ দীউ দ্বীপে পলাইয়া যান। পর্ত্তুগীজগণ বহুকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য দীউ দ্বীপের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। হুমায়ুন কর্ত্তৃক তাড়িত বাহাদুরশাহ পর্ত্তুগীজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে দীউ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। তৎপরে শেরশাহ-বিপ্লবে হুমায়ুন বিতাড়িত হইলে তিনি স্বাধীন হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। পর্ত্তুগীজগণের সহিত সন্ধি-ভঙ্গের প্রয়াস পাইতেছেন দেখিয়া, পর্ত্তুগীজনেতাগণ ১৫৫৭ খৃঃ অঃ তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক হত্যা করেন। গুজরাতের শেষ রাজা ৩য় মুজঃফর স্বীয় রাজ্য সম্রাট্ অকবর শাহকে সমর্পণ করিয়া ১৫৭২ খৃঃ অঃ দিল্লীর মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা পান, কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় তিনি শেষজীবন কাঠিয়াবাড়ের হিন্দু নরপতি রায়-সিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। [গুর্জ্জর দেখ।]

দিলাবর খাঁ ঘোরি নামা ফিরোজ তোগলকের জনৈক অমাত্য মালবের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪০১ খৃঃ অঃ স্বীয় স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া মাণ্ডুনগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হোসেঙ্গাবাদ-স্থাপয়িতা তৎপুত্র হোসঙ্গ বিশেষ রণদক্ষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাহ্মুদ খিলিজি মালব জয়পূর্ব্বক আজমীর, করোলী ও রণস্তম্ভপুর অধিকার করেন। প্রথম হইতে তৃতীয় খিলিজি-রাজের অধিকারে মালবে অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৫১২ খৃঃ অঃ নসর উদ্দীন্ খিলিজির রাজত্বে সংঘটিত রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় মালবরাজ ২য় মাহ্মুদ মেদিনীরায় নামক একজন রাজপুত সর্দ্দারের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন। মুসলমানগণ মেদিনীরায়কে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য গুর্জ্জরপতি ২য় মুজঃফরের শরণ লয়। এদিকে গুর্জ্জররাজের আক্রমণে আত্মরক্ষায় অক্ষম বুঝিয়া মেদিনীরায় রাণা সংগ্রাম-সিংহের শরণাপন্ন হইলেন। এই সূত্রে চিতোর-রাজপুতগণের সহিত গুজরাতীয় মুসলমানসেনার যুদ্ধারম্ভ হইল। যুদ্ধে আহত ও বন্দী হইয়া সুলতান মাহ্মুদ মাণ্ডুতে আনীত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গুর্জ্জরপতি বাহাদুর শাহের নিকট স্বীয় দুঃখবার্ত্তা জানাইলে, ১৫৩৬ খৃঃ অঃ তিনি মালব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। [মালব দেখ।]

১৩১৯ খৃষ্টাব্দে খান্দেশের ফরুখিরাজগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। বুর্হানপুরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।

[খান্দেশ ও ফরুখি দেখ।]

১৩৮৭ খৃঃ অঃ জাফর খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি দিল্লী-সৈন্য পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্বীয় স্বাধীনতা বিস্তার করেন। বাল্যকালে তিনি গঙ্গ নামক একজন ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন। ব্রাহ্মণের ভাবী উক্তিতে তিনি রাজপদে আসীন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সদয় ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ উন্নতি-বচনের সার্থকতায় কৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া তিনি হুসেন-গঙ্গ-বাহ্মণী নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর পবিত্র নামে ব্রাহ্মণীরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বাহ্মণী-রাজ্য সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তৎকালে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, পশ্চিমে গোয়া, উত্তরে মালব ও উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে মসলীপত্তন পর্য্যন্ত দক্ষিণার্দ্ধ তাঁহাদের করতলগত ছিল। ওরঙ্গল ও বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ এবং মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক বিরোধে বাহ্মণীরাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। [বাহ্মণীরাজবংশ, কুলবর্গা ও বিদর দেখ]

বাহ্মণী-রাজ্যের অধঃপতনের পর দাক্ষিণাত্যে পাঁচটী স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

(১) আদিলশাহী-বংশ। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ য়ুসুফ আদিল শাহ এই রাজ্য স্থাপন করেন। বিজাপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৬৮৮ খৃঃ অঃ মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব ইহা অধিকার করেন।

(২) কুতবশাহী-বংশ। ১৫১২ খৃঃ অঃ কুৎব উল্ মুলক্ বিদরের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া গোলকোণ্ডায় স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। পরে হায়দরাবাদ নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ওরঙ্গল, দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রদেশের হিন্দু-সামন্ত-রাজগণ কুৎবশাহীর অধীনতা স্বীকার করেন। ১৬৮৮ খৃঃ অঃ ইহা মোগলের শাসনাধীন হইয়াছিল।

(৩) নিজাম-শাহীবংশ। বেরারবাসী ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণাধম নিজাম উল্-মুলক্ মাহ্মুদ গবান কর্ত্তৃক জুন্নরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তৎপুত্র আহ্মদ ১৪৯০ খৃঃ অঃ আহ্মদনগরে রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬৩৬ খৃঃ অঃ শাহজহান কর্ত্তৃক ইহা মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

(৪) ইমাদশাহী-বংশ। হিন্দুকুলাধম ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বী ফতেউল্লা ইমাদশাহ মাহ্মুদ গবান কর্ত্তৃক বেরারপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ গাবিলগড়ে ও পরে ইলিচপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৫৭১ খৃঃ অঃ ইহা আহ্মদনগরের নিজামশাহী-রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল।

(৫) বরিদশাহী-বংশ। বাহ্মণীরাজ মাহ্মুদের মন্ত্রী কাসিম বরিদ (১৪৯২ খৃঃ) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৎপুত্র আমীর বরিদ ১৫২৭ খৃঃ অঃ বিদর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বংশধর আলিবরিদ 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। এই বংশীয় রাজগণের শাসন-বিশৃঙ্খলা হেতু বিদররাজ্য অনতিবিলম্বে বিজাপুরের অধীন হইয়াছিল। ১৬০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বরিদশাহী-বংশধরগণ বিদারে অবস্থিত ছিলেন। ১৬৫৭ খৃঃ অঃ ইহা মোগল-শাসন-ভুক্ত হইয়াছিল।

পাঠান-সাম্রাজ্যশক্তি অবসন্ন হইলে, যে সময়ে তন্মধ্যবর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ বিদ্রোহী হইয়া স্ব স্ব স্বাধীনতা-সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে বিজয়নগর, উড়িষ্যা, বাঘেলখণ্ড, মেবার প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজগণ প্রভূত শক্তি-সঞ্চয়ে বলীয়ান্ হইয়া মুসলমানগণের সহিত পূর্ণ প্রতাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা ও রাজপুতানার বীরপুত্রগণ বীর্য্য-প্রভাবে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরবরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ যেরূপ উন্নতমস্তকে ও বীরদর্পে মুসলমান-শাসন-কর্ত্তাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন; ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর বিপ্লবের সময় পর্ত্তুগীজগণ ভারতে পদার্পণ করেন।

বিজয়নগররাজ্য।

আলাউদ্দীন্-সেনানী মালিক কাফুর কর্ত্তৃক দ্বারসমুদ্রের হোয়শল বল্লালগণ পরাস্ত হইলে পর, মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের উপদ্রবে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি শাসন-শৃঙ্খলাবর্জ্জিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বিজয়নগরে একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ-বংশের অভ্যুত্থান হয়। প্রতিষ্ঠাতা বুকরায় বিজয়নগর-সিংহাসনে স্বীয় প্রভুত্বস্থাপন করেন। তৎপুত্র সঙ্গম এবং পৌত্র হরিহর ও বীর বুক রায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ১৩৩৬ হইতে ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য শাসন করেন। তাঁহাদের অধিকার-কালে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বেদভাষ্য ও দর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বীর বুকের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গোয়ার মুসলমানগণ এবং বাহ্মণীরাজ তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে সমর্কন্দ-রাজদূত আব্দর্ রজ্জক বিজয়নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হন। ২য় দেবরায়ের শাসন-শৃঙ্খলাদোষে মন্ত্রিবর্গ পরস্পর বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং মন্ত্রিবর নরসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি নরসিংহ-পুত্র কৃষ্ণ-দেবরায়ের ১৫০৯-১৫৩০ (খৃঃ অঃ) অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপুত্র অচ্যুতরায় ১৫৩০-১৫৪২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সদাশিব, রামরাজ ও তিরুমল্ল নামে তিন পুত্র ছিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে বীর্য্যবান্ রামরাজই মুসলমানের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ খৃঃ অঃ দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ একযোগে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজ নিহত হন এবং তাঁহার রাজধানী বিধ্বস্ত হয়। মান্দ্রাজের বেল্লারিবিভাগে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রামরাজের অধঃপতনের পর,সদাশিব পেন্নাকোণ্ডায় ভ্রাতা তিরুমল্লের নিকট গমন করেন। তিরুমল্লপুত্র বেঙ্কটপতি তথা হইতে গিয়া চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তদ্বংশীয় ৪র্থ বেঙ্কটপতির নিকট হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অঃ ইংরাজবণিক্‌গণ মান্দ্রাজনগরে স্থান প্রাপ্ত হন। আনগুণ্ডির বৃত্তিভোগী সর্দ্দার নরসিংহ-রাজবংশ-সম্ভূত। [বিজয়নগর দেখ।]

রেবারাজ্য।

গুর্জ্জর প্রদেশে চালুক্যশক্তির হ্রাস ঘটিলে, বাঘেলাগণ তদ্দেশে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ঐ বংশের

একতম শাখা বাঘেলখণ্ডে (বুন্দেলখণ্ডে) আসিয়া রাজ্য বিস্তার করেন। গোঁড় ও চেদিসৈন্য-সহায়ে তাঁহারা মধ্য-ভারতে প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী, বাবর ও অকবর শাহ বাঘেলাদিগকে বিশেষ সমাদর করিতেন। অকবরের আশ্রিত প্রসিদ্ধ গায়ক মিঞা তানসেন বাঘেলারাজ রামচন্দ্রদেবের সভা আলোকিত করিতেন। রেবানগরে ঐ বংশীয় সর্দ্দারেরা এখনও রাজ্যপালন করিতেছেন। [বুন্দেলখণ্ড ও রেবা দেখ।]

মেবার-রাজ্য।

রাজপুত-সামন্তরাজগণের মধ্যে মেবার কখনও মুসলমানের অবনতি স্বীকার করে নাই। বাপ্পারাওল, সমরসিংহ প্রভৃতি প্রথম হইতেই মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের-চিতোর আক্রমণ ও পদ্মিনী-চিতারোহণ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। রাজপুত-কুলতিলক হামির, মুসলমানের নিকট হইতে চিতোর অধিকার করেন। তদ্বংশীয় মহারাণা কুম্ভ ও সংগ্রাম-সিংহ মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ গয়া অধিকার করিলে, সংগ্রাম-পরিচালিত রাজপুতসৈন্য তদ্বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি বাবরের সহযোগী হইয়া ইব্রাহিম লোদীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাবরকে ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী দেখিয়া তিনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর-সিক্রিতে মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হন। এই ভীষণ যুদ্ধে রাজপুতগণ হতবল হইয়াছিল। শেরশাহ কর্ত্তৃক হুমায়ুন-পরাজয়ের পর, বাহাদুরশাহ চিতোর আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। তৎপরে উদয়পুরে রাজপুত-রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। হল্‌দীঘাট-বিজয়ী মহারাণা প্রতাপসিংহ অকবর শাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অক্ষয় যশঃখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন।

[প্রতাপসিংহ শব্দ দেখ।]

উড়িষ্যারাজ্য।

বিখ্যাত গঙ্গবংশীয় রাজন্যগণের প্রাধান্যযথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কলিঙ্গাধিপ রাজরাজের পুত্র চোড়গঙ্গদেব উৎকল বিজয় করেন। তদ্বংশীয় ৫ম নরপতি অনঙ্গভীমদেব জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন। আলাউদ্দীন খিলিজির রাজত্ব কালে, রাজা নরসিংহদেব বঙ্গের মুসলমানদিগকে বিশেষরূপে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। প্রবাদ ঐ সময়ে হুগলী জেলার পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীঘাট পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজগণের রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। উক্ত বংশে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম্মের উপাসনায় মগ্ন হন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তেলিঙ্গানগর-অধিবাসিগণ এই সুযোগে মুকুন্দদেবকে রাজাসন দান করেন। রাজ-বংশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িষ্যার রাজশক্তির হ্রাস হইয়াছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় দুর্ব্বল উড়িষ্যাপতিকে পরাজিত করিয়া তৎপ্রদেশ বঙ্গ-শাসন-সীমাভুক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই পাঠানরাজ-বংশের অধঃপতনের প্রাক্কালে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া কালিকটে সামরীরাজ সকাশে সমুপস্থিত হন। ঐ সময়ে আরবদেশীয় বণিক্‌গণ ভারতে বাণিজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা পর্ত্তুগীজ-সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া মুসলমান-শাসন-কর্ত্তাদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পায়। আরবদিগকে বাণিজ্যের ঘোর শত্রু জানিয়া পর্ত্তুগীজ স্বদেশ হইতে নৌসেনা-দল আনয়ন করেন। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর, গুজরাত ও ইজিপ্তের মিলিত মুসলমান-নৌ-সেনা পর্ত্তুগীজের নিকট পরাজিত হয়। গোয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশস্থাপন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য-প্রভাববিস্তার প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। [পর্ত্তুগীজ শব্দ দেখ]

চঙ্গিস্ খাঁ ও তৈমুরকুলতিলক বাবরশাহ, দৌলত খাঁ লোদীর আমন্ত্রণে ভারতে আসিয়া ১৫২৬খৃষ্টাব্দে পাণিপথ-যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া পশ্চিম ভারত অধিকার করেন। জৌনপুরে দরিয়া খাঁ লোহানী স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া আফগান-রাজ্য-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে বাবরহস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বারাণসী ও পাটনা অধিকার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাণা সংগ্রাম-সিংহকে ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে বহু মোগলসৈন্য ক্ষয়েও হতবল করিয়াছিলেন। [বাবর দেখ।]

মোগল-রাজবংশ।

বাবরপুত্র হুমায়ুন পঞ্জাব ও অযোধ্যা প্রদেশ মোগল-শাসনভুক্ত করেন। মেবাররাণী কর্ণাবতীর প্রার্থনায় তিনি গুর্জ্জরপতি বাহাদুরশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময় দিল্লী-পূর্ব্বপ্রদেশে শের খাঁ নামক শূরবংশীয় জনৈক আফগানসর্দ্দার রাজত্ব করিতেছিলেন। সিকেন্দর লোদীর পুত্র মান্দ্‌দ লোদীর অধীনে শের খাঁ কর্ম্ম করিতেন। মান্দ্‌দকে পরাজয় করিয়া বাবর দরিয়া খাঁর পুত্র বালক জলালকে রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দাহুখাঁর উপর রাজ্যপরিচালন-ভার সমর্পিত হয়। শের খাঁ দাহুকে বশীভূত করিয়া বেহার রোহ্‌তস্ ও চুণার দুর্গের আধিপত্য লাভ করেন। শেরখাঁর ভয়ে ভীত হইয়া বঙ্গেশ্বর মান্দ্‌দ হুমায়ুনের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে হুমায়ুন সসৈন্যে আসিয়া পাটনা অধিকার করিয়া

লন। বর্ষাগমে শের খাঁ মোগল-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া বেহার, বারাণসী, চুণার, কনোজ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান জয় করেন। হুমায়ুন আগ্রা-অভিমুখে পলায়ন করিলে, বক্‌সর-রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে হুমায়ুন গঙ্গাগর্ভে ঝাপ দিয়া পলায়নের চেষ্টা পান। জলনিমগ্ন হইলে জনৈক জলবাহক তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

আগ্রায় উপনীত হইয়া হুমায়ুন যুদ্ধায়োজন করেন। কনোজের সন্নিকটে পুনরায় মোগল ও পাঠানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন সপরিবারে ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ভ্রাতা কামরান্ পঞ্জাব-প্রদানপূর্ব্বক শের খাঁর রাজ্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন। শের খাঁ হইতে পুনরায় ভারতে পাঠান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

পাঠান-রাজবংশ।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ নাম ধারণ করিয়া শের খাঁ দিল্লী-সিংহাসনে উপবেশন করেন। পাশ্চাত্যগণের আক্রমণ হইতে স্বীয় সাম্রাজ্য-রক্ষণমানসে তিনি বিতস্তাতীরে বিখ্যাত রোতাস্ দুর্গ স্থাপন করিয়া যান। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে মালবদেশ বশীভূত করিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রায়সিনের (রায়সিংহ) দুর্গ অধিকার করেন। মারবার-রাজ্য অধিকার-পূর্ব্বক তিনি কালঞ্জর অবরোধ করিলেন। কালঞ্জরাধিপতি কীর্ত্তি-সিংহ অসীম সাহসে শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে অবরোধ-কালে শত্রুপক্ষীয় একটী জলন্ত গোলা শেরশাহের বারুদখানায় আসিয়া পড়ায় শের শাহের মৃত্যু ঘটে। তৎপুত্র শেলিম-শাহ কালঞ্জর অধিকার করিলে চন্দেল রাজবংশের অবসান হয়। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিয়া শেলিম গতাসু হইলে, তাঁহার শ্যালক মুবারিজ খাঁ স্বীয় ভাগিনেয় ফিরোজ খাঁকে অন্তঃপুর মধ্যে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়া স্বয়ং 'মহম্মদশাহ' শূর-নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করেন। সাধারণের নিকট তিনি আদিলি নামেই পরিচিত ছিলেন; দিল্লীনগরে হিমু-নামক জনৈক হিন্দু দোকানদারের বাস ছিল। রাজচরিত্র কলুষিত ও ব্যসনাসক্ত হইলে হিমু রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ এই ব্যক্তি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং অধীশ্বর আদিলির প্রধান পরামর্শ-দাতা হইয়াছিলেন। হিমু স্বীয় জন্মার্জ্জিত বুদ্ধিবলে সাম্রাজ্য-শাসনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজার ব্যয়াধিক্যে রাজকোষ শূন্য হওয়ায় অমাত্যগণের ভূসম্পত্তি-হরণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। তন্নিবন্ধন রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা সমুপস্থিত হয়। চুণারবিদ্রোহে অবকাশ পাইয়া ইব্রাহিম খাঁ নামক রাজার কোন নিকটাত্মীয় আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া বসিলেন। এদিকে রাজ-শ্যালক সিকেন্দর শাহ পঞ্জাব প্রদেশে স্বীয় রাজছত্র বিস্তার করিলেন। সিকেন্দর-হস্তে পরাজিত হইয়া ইব্রাহিম রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। পথে কাল্পির নিকট চুণার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হিমুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হিমু পশ্চাদনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বয়ণা দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শাহশূরের বিদ্রোহ-দমনের জন্য হিমু বয়ণার অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গালায় তিনি বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া যান।

হিমুকে পূর্ব্বাঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত দেখিয়া হুমায়ুন পঞ্জাব আক্রমণ করেন। সিকেন্দর শূর পরাজিত হইলে, ১৫৫৫ খৃঃ অঃ আগ্রা ও দিল্লী মোগলের করায়ত্ত হয়। ছয় মাস দিল্লীতে অবস্থানের পর, মর্ম্মর-সোপান-ভ্রষ্ট হইয়া হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটে। হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদে উৎসাহিত হইয়া হিমু আগ্রা অধিকার করিয়া মোগলবাহিনীকে দিল্লী হইতে তাড়াইয়া দেন এবং স্বয়ং মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য-নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

এই সময়ে চতুর্দ্দশবর্ষীয় কুমার অকবর স্বীয় অভিভাবক বৈরাম খাঁ সহ পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিমু তাঁহাকে দমনার্থ পঞ্জাবাভিমুখে অগ্রসর হইলে, পাণিপথক্ষেত্রে উভয় দলের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৫৫৬ খৃঃ অঃ ২য় পাণিপথ যুদ্ধে হিমু বন্দিভাবে অকবর শাহ সমীপে আনীত বৈরাম খাঁ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া মোগলকণ্টক দূর করেন। যে সময়ে মোগলের হস্তে হিমুর মৃত্যু হয়, সেই সময়ে আদিলী চুণারে অবস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার বিদ্রোহ-দমনে আদিলীর মৃত্যু ঘটিলে, শূর-বংশের লোপ হইয়াছিল।

মোগলবংশ।

কনোজযুদ্ধে শেরশাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যোধপুরাভিমুখে পলায়ন করেন, কিন্তু তথায় আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি পুনরায় অমরকোট রাজসমীপে উপস্থিত হন। এখানে ১৫৪২ খৃঃ অঃ বালক অকবরের জন্ম হয়। অমরকোটপতি রাণা প্রসাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় হুমায়ুন পারস্যে প্রস্থান করেন। যাত্রাকালে তিনি স্বীয় ভ্রাতা কামরাণের হিরাটস্থ শাসনকর্ত্তা হিন্দালের নিকট প্রিয়পুত্র অকবরকে রাখিয়া যান। বাল্যকালে অকবর দুইবার স্বীয় খুল্লতাত কামরাণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর, অকবর দিল্লী ও আগ্রার অধীশ্বর হইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈরাম খাঁর উপর

রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত ছিল। বৈরাম খাঁর উপর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল। বৈরাম খাঁ অতিশয় দুর্দান্ত ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে সকলেই ত্রস্ত হইয়া পড়ে; স্বয়ং অকবর শাহ মাতৃদর্শনের ভাণ করিয়া দিল্লীগমন করেন এবং তথায় বৈরামের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া ১৫৬০ খৃঃ অঃ স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। অতঃপর মক্কাযাত্রাকালে গুজরাত-প্রদেশে বৈরাম খাঁ গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন।

১৫৫৬ খৃঃ অঃ হুমায়ুনের অপঘাত মৃত্যুর পর, রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ১৬০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি পঞ্জাবের আফগান-বিদ্রোহ-দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজ্যাধিকারলাভের পর সপ্তবর্ষকাল ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তিনি স্বীয় সিংহাসন দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে জৌনপুর, মালব, গড়মণ্ডল প্রভৃতি স্থান তাঁহার শাসনভুক্ত হয়। প্রথমে দিল্লী ও আগ্রার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ করতলগত করিয়া তিনি ১৫৫৮ খৃঃ অঃ চিতোর ও আজমীর, ১৫৭০ খৃঃ অঃ অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র, ১৫৭২ খৃঃ অঃ গুজরাত ও বাঙ্গালা, ১৫৭৮ খৃঃ অঃ উড়িষ্যা, ১৫৮১ খৃঃ অঃ কাবুল, ১৫৮৬ খৃঃ অঃ কাশ্মীর, ১৫৯২ খৃঃ অঃ সিন্ধু ও ১৫৯৪ খৃঃ অঃ কান্দাহার রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষাংশ দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অতিবাহিত হয়। ১৫৯৫ খৃঃ অঃ আহ্মদনগর অবরোধকালে চাঁদবিবির সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। চাঁদ বিবি আহ্মদনগর রক্ষার জন্য তাঁহাকে বেরার প্রদেশ প্রদান করেন। আহ্মদনগর অবরোধের পর তিনি খান্দেশরাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অকবর শাহের মৃত্যু হয়।

রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন ও হিন্দুগণের সহিত সদয় ব্যবহার তাঁহার সাম্রাজ্যভিত্তি দৃঢ়ীকরণের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তাঁহার ৪১৫ জন মনসবদারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন। প্রজাবর্গের হিতকামনায় তিনি জজিয়া কর উঠাইয়া দেন। টোডরমল্লের জরিপ ও রাজস্ব-বধারণ তাঁহার রাজত্বের একটী প্রধান ঘটনা।

তিনি যে কেবল হিন্দুরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহার নিকট সমাদৃত হইতেন। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক সেণ্ট জেভিয়ারের ভ্রাতা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারে ভারতে আসিয়া অকবর শাহের সাক্ষাসম্মিলনে সমবেত ও পূজিত হইয়াছিলেন। আবুলফজলের পরামর্শ মতে ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি 'ইলাহীধর্ম্ম' প্রচার করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মূলস্বরূপ সূর্য্যদেবই তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ঈশ্বরত্বের প্রধান আলম্বন—তিনিই জগৎপ্রকৃতির আধারভূত, সুতরাং পরব্রহ্ম—রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

তিনি সংস্কৃত ও পারস্যভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যে ব্যক্তি সংস্কৃতভাষা পারস্যভাষায় রূপান্তর করিতে না পারিত, তাঁহার রাজকীয় পদপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি সুললিত সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহারই উৎসাহে পারস্যভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। মিঞা তানসেনের সঙ্গীতালাপে তাঁহার সভা প্রতিধ্বনিত হইত। আবুলফজলের ভ্রাতা ফৈজী প্রথমে সংস্কৃতভাষায় ষড়দর্শন শিক্ষা করেন।

১৬০৫-১৬২৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত অকবর-পুত্র সেলিম শাহ জাহাঙ্গীর নামে মোগল-সাম্রাজ্য শাসন করেন। নূরজহানের বিবাহ, মহব্বৎ-বিরোধ, ইংলণ্ড-রাজদূত সর্ টমাস্‌রোর মোগল-সভায় আগমন ও সুরাটে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী-স্থাপন এবং পর্ত্তুগীজ-বণিক্ কর্ত্তৃক আমেরিকা হইতে তাম্রকূট আনয়ন, তাঁহার রাজত্বে সংঘটিত হয়। [জাহাঙ্গীর ও নূরজহান দেখ।]

১৬২৭-১৬৫৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মোগল-সম্রাট্ শাহজহান রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোগলবংশের কুলপ্রথানুসারে তিনিও পিতৃবিরোধী ছিলেন। ১৬৩৬ খৃঃ অঃ তিনি আহ্মদনগর জয় করিয়া বিদ্রোহি-সেনানী খাঁ জহান লোদীর বিশেষ শাস্তি বিধান করেন। নিজামশাহী-রাজ্য-আক্রমণকালে মহারাষ্ট্র-সেনানী শাহাজী (শিবাজীর পিতা) তাঁহার বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরে কাবুল ও বদক্শান জয় করিয়া তিনি মোগল-বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। অকবর শাহ সুকৌশলে যে সাম্রাজ্যভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তাহা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শাহজহান তাহার সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে মোগলের সৌভাগ্য-কেন্দ্র শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল। তাজমহল, মতিমস্‌জিদ ও ময়ূরাসন মোগল-গৌরবের নিদর্শন।

অকবরের যত্নাতিশয় লব্ধ যে মোগল-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে শাহজহানের সময়ে শাসনসমৃদ্ধিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, দুর্বৃত্ত হিন্দু বিদ্বেষী অরঙ্গজেবের কঠোর-শাসনের ফলে তাহার অবনতির সূত্রপাত ঘটে। হিন্দু ও মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া অকবর শাহ যে সখ্যতাসূত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেবের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে সে বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। অরঙ্গজেব বিদ্রোহরূপ যে বিষময় বীজ রোপণ করিয়া যান, তাহারই অনর্থকর ফলপ্রভাবে মোগল সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল।

দারাসিকো, শাহসুজা, মুরাদ ও অরঙ্গজেব নামে শাহজাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দারা অকবর শাহের ধর্ম্মমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কএকখানি উপনিষদ্ গ্রন্থ পারস্য-ভাষায় অনুবাদ করেন। পুত্রের নানা গুণ ও বিদ্যাবত্তায় প্রীত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকেই সিংহাসন দানের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃঃ অঃ আগ্রা-রণক্ষেত্রে দারাকে পরাজিত করেন। তৎপরে স্বীয় ভ্রাতা মুরাদ ও বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি শাহসুজাকে আরাকানে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অঃ দারা সিন্ধুপ্রদেশে ধৃত ও পরে নিহত হন।

১৬৫৮ খৃঃ অঃ, ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অরঙ্গজেব প্রবল প্রতাপে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তাঁহার অধিকারে মোগল-শাসনশক্তি সৌভাগ্যের শিরোমার্গে অবস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৭০৭ খৃঃঅঃ তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল প্রাধান্যের অবসান হয়। যখন অরঙ্গজেব সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহে শাসন-বিস্তারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তখন দিল্লী রাজধানীতে সৎনামী নামক হিন্দু-সম্প্রদায় বিশেষের সহিত মোগলগণের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। কোন সামান্য সূত্রে জনৈক সৎনামীর সহিত একজন মোগল-পদাতিকের বিরোধ ঘটে। কএকটী খণ্ড যুদ্ধে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জয় লাভ হয়। অবরোধে সম্রাট্ স্বয়ং মোগলসৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া দিল্লীর বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। ইহার পর স্বভাবজাত হিন্দুবিদ্বেষে মোগলসম্রাট্ দিল্লীর অধীনস্থ হিন্দু-সেনা মাত্রেরই প্রাণ সংহার করেন, এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি প্রত্যেক হিন্দুর উপরে জজিয়া নামে একটী স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করিয়াদেন। এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্য-বিজয় (গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর অধিকার) এবং ১৬৮৬ খৃঃ অঃ রাজপুত-বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ শক্তির অভ্যুত্থান তাঁহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা।

[অরঙ্গজেব দেখ]

মহারাষ্ট্র-অভ্যুদয়।

যে রাজপুতগণ মোগলের চির সহায় ছিলেন। অরঙ্গজেবের বিদ্বেষ-বশতই তাঁহারা মোগল-পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মোগল-বিপক্ষে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ বিশেষ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এদিকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর ছত্রতলে মহারাষ্ট্রগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। শিবাজী বিজাপুর-রাজের অধীনে ঘাটগিরি দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি সাম্য, মৈত্রী, ভেদ ও দণ্ড অবলম্বনে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগকে ক্রীড়া-পুত্তলীর ন্যায় পরিচালিত করিয়াছিলেন। যে চাতুর্য্য ও কৌশলে তিনি অরঙ্গজেবের মনোরথ ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তাঁহার বরযাত্রা ও পুণা-আক্রমণ এবং প্রহরিপরিবেষ্টিত মোগল-রাজধানী দিল্লী হইতে পলায়ন তাঁহার জীবনের অত্যদ্ভুত ঘটনা। [শিবাজী দেখ।]

১৬৮০ খৃঃ অঃ শিবাজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শম্ভাজী মহারাষ্ট্র-রশ্মি সংযোজনা করেন, তিনি কএকবার মোগলবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। সুকৌশলী অরঙ্গজেব তাঁহাকে কোঙ্কণপ্রদেশে অবরুদ্ধ করিয়া ১৩৮০ খৃঃ অঃ নিহত করিলে, মহারাষ্ট্রশক্তি কিছু কালের জন্য শিথিল হইয়া পড়ে।

শম্ভাজীর শিরশ্ছেদের পর তৎপুত্র শাহু (২য় শিবাজী) রাজাসন লাভ করেন। তাঁহার পিতৃব্য রাজারাম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মোগলেরা রায়গড়দুর্গে শাহুকে বন্দী করিলে, রাজারাম গিঞ্জিদুর্গে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ অঃ মোগলসেনানী জুলফিকার খাঁ গিঞ্জি আক্রমণ করিলে রাজারাম সাতারায় পলাইয়া যান। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। সেনানী শান্তজী ঘোরপড়ে স্বীয় সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। রাজারাম ও ধনজী যাদব প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারগণ চৌথ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রতিবিধান জন্য সম্রাট্ জুলফিকার খাঁকে মহারাষ্ট্র-বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। একে একে মহারাষ্ট্রীয়ের দুর্গসমূহ আক্রান্ত হইতে লাগিল। ১৬৯৯ খৃঃ অঃ সাতারা-দুর্গ মুসলমান হস্তে পতিত হইল। জুলফিকার রাজারামকে বন্দিকরণার্থ সিংহগড় পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এখানে হৃদ্রোগে রাজারামের জীবলীলা শেষ হয়।

রাজারামের মৃত্যুর পর, তাঁহার শিশুপুত্র ৩য় শিবাজী রাজা হন, কিন্তু জননী তারাবাই বালকরাজের হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখনও দক্ষিণে মোগলের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। মহারাষ্ট্রসেনার গুপ্ত যুদ্ধে ও লুণ্ঠনে অরঙ্গজেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভূত অর্থব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাদিগের নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। এদিকে রাজপুত-সংগ্রামে ও আগ্রার জাট-বিদ্রোহে উত্ত্যক্ত হইয়া মোগলসম্রাট্ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা অসঙ্গত পণ চাহিলে সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যায়। গর্ব্বিত অরঙ্গজেব ভগ্নহৃদয়ে মহারাষ্ট্রীয়ের উপদ্রব সহ্য করিতে করিতে ১৭০৭ খৃঃ অঃ আহ্মদনগরে দেহত্যাগ করেন।

১৭০৭ খৃঃ অঃ মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে মোগল-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে মোগল-সাম্রাজ্য-সীমা সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। এরূপ বীর্য্যবত্তার সহিত কোন মুসলমান রাজাই কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সাম্রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হন নাই।

অরঙ্গজেব স্বীয় সাম্রাজ্য মুয়াজিম্, আজম্ ও কামবক্স নামক পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিভাগ করিতে আদেশ দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃত্রয় রাজ্যলাভার্থ পরস্পরে বিরুদ্ধাচারী হয়। অপরে নিহত হইলে মুয়াজিম্ 'বাহাদুর শাহ' (শাহআলম্ ১ম) উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৭০৭ হইতে ১৭১২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বাহাদুর শাহের রাজ্যকাল।

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর বংশধর শাহু যুবরাজ আজিম্ কর্ত্তৃক কারামুক্ত হন। শাহু দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্ঞানে অনেক মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে। এদিকে তারাবাই সিংহাসন-চ্যুতির ভয়ে শাহুকে জাল সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পান। এই সূত্রে একটী যুদ্ধ হয়। তারাবাই পরাজিত হইলে, শাহু ১৭০৮ খৃঃ অঃ সাতারায় রাজা হন। রাজা শাহুর মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ হইতে মহারাষ্ট্রভূমে পেশবার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। [পেশবা দেখ।]

উদয়পুর, জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুতরাজগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া বাহাদুর শাহ মোগলসাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিলেন। [রাজপুতানা ও তত্রত্য রাজধানী শব্দ দেখ।]

শিখ-অভ্যুদয়।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে পঞ্জাব প্রদেশে বাবা নানক কর্ত্তৃক শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। গুরু নানকের মৃত্যুর পর কএকজন গুরু নির্ব্বিবাদে মুসলমানের অত্যাচার সহ্য করিয়া লাহোরের সমীপদেশে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৬০৬ খৃঃ অঃ খুস্রুর বিদ্রোহে যোগদান করিয়া শিখদল বিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহারা আপনাদের পবিত্র লাহোরভূমি পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অন্তরাল-ভূমে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দশম গুরু গোবিন্দ (১৬৮৫ খৃঃ অঃ) প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া শিখদিগকে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন এবং মুসলমানের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধবিধান জন্য কৃতসংকল্প হন। মুসলমানগণ এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া শিখদুর্গসমূহ অধিকারপূর্ব্বক শিখদিগকে বন্দী করে। গুরু গোবিন্দের পরিবারবর্গ মুসলমানহস্তে নিহত এবং অন্যান্য শিখগণ মুসলমানের বিশেষ বর্ব্বর-ব্যবহারে উৎপীড়িত হয়। স্বয়ং গুরু গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত ও নিহত হইলে শিখসম্প্রদায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তাঁহারা বান্দা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর অধিনায়কতায় পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ আক্রমণপূর্ব্বক মস্‌জিদ্‌সমূহ বিধ্বস্ত ও মোল্লাদিগকে নিহত করে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর তরবারিমুখে নিপাতিত করিয়া তাঁহারা শাহারাণপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সরহিন্দের সুবাদার এই সময়ে বিশেষরূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ বান্দার গিরিদুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু বান্দা কৌশলপূর্ব্বক পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৭১২ খৃঃ অঃ লাহোরে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়।

বাহাদুরের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার চারি পুত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। মন্ত্রী জুলফিকার খাঁর ষড়যন্ত্রে আজিম উস্-শান, খুজিস্তা আখির ও কনিষ্ঠ রুফি-উল্-কাদের ভ্রাতৃবিরোধে নিহত এবং জ্যেষ্ঠ মইজ্-উদ্দীন্ জাহান্দর শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। উক্ত পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে আজিম্-উস্ শান বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ফরুক্‌সিয়ার বাঙ্গালায় ছিলেন বলিয়া রক্ষা পান।

বিলাসী জাহান্দারকে সাক্ষিগোপাল রাখিয়া প্রভুত্বকরণমানসে জুলফিকার তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ওমরাহগণ তাঁহার এই সগর্ব্বব্যবহারে ফরুখসিয়রকে আহ্বান করেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হুসেন আলী ও আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আবদুল্লার সহায়ে আগ্রাযুদ্ধে সম্রাট্‌কে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া ফরুখসিয়র সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজাসনে সমাসীন হইয়া তিনি আবদুল্লা ও হুসেন আলীকে উজীর ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। শিখ-সর্দ্দার-হত্যা ও ১৭১৭ খৃঃ অঃ মহারাষ্ট্রসন্ধি এবং ডাঃ হামিল্টনের প্রার্থনায় বিনা শুল্কে ইংরাজের বাণিজ্যলাভ ও ৩৮ খানি গ্রামক্রয় তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। [ফরুখসিয়ার দেখ।]

১৭১৯ খৃঃ অঃ ফরুখসিয়রকে নিহত করিয়া সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় রফি-উদ্-দর্জাৎ ও রফি উদ্দৌলা নামক দুইজন রাজপুঙ্গবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু তাঁহারা অকালে গতাসু হইলে রোস্থন অখ্‌তিয়ার মহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার রাজ্যকালে উজীর-প্রধান চিন ক্লিজ্ খাঁ নিজাম উল্‌মুলক (আসফ্‌জা) ও সাদৎ আলী যথাক্রমে আপন আপন স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। হায়দরাবাদে নিজাম রাজবংশ ও অযোধ্যায় উজীর-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

[অযোধ্যা ও নিজাম দেখ] ১৭২০ হইতে ১৭০৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মহম্মদশাহ রাজত্ব করেন। ঐ সময় মধ্যে মহারাষ্ট্র-ক্ষেত্রে পেশবাগণের প্রভুত্ব দ্বিগুণিত হইয়াছিল। বিখ্যাত 'বর্গীর হাঙ্গামা' আলিবর্দ্দীর অধিকারকালে বাঙ্গালায় সংঘটিত হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করেন।

[নাদির শাহ দেখ।]

নাদির শাহের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিখ্যাত আফগান সেনানী আহ্মদশাহ আবদালী ১৭৪৭ খৃঃ অঃ ভারত আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুবরাজ আহ্মদ ১৭৪৮-১৭৫৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের রোহিলাযুদ্ধে তাঁহাকে সিন্দে ও হোলকর-রাজের সহায়তা-গ্রহণ করিতে হয়। আবদালীর দ্বিতীয় আক্রমণে তিনি পঞ্জাবের স্বত্ব ত্যাগ করিলে উজীরের সহিত তাঁহার মনোবাদ ঘটে (১৭৫৩ খৃঃ অঃ)। অনন্তর আসফ্ জার পৌত্র গাজী উদ্দীন্ উজীর হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করেন ও অরঙ্গজেবের বংশধর জনৈক রাজপুরুষকে ২য় আলমগীর নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

২য় আলমগীরের রাজ্যকালে (১৭৫৪-৫৯ খৃঃ অঃ) উজীর গাজী উদ্দীনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া আবদালী দিল্লী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। এবারেও মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লী-শ্বরের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৩য় পাণিপথ-যুদ্ধে মোগল ও মহারাষ্ট্রশক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়।

[আহ্মদ শাহ আবদালী দেখ]

১৭৫৯ খৃঃ অঃ ২য় আলমগীর নিহত হইলে, তৎপুত্র আলী জহর ১৭৬০ খৃঃ অঃ শাহ আলম্ নামে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৮০৬ খৃঃ অঃ ২য় অকবর ও ১৮৩৪ খৃঃ অঃ মহম্মদ বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এ সময় হইতে ইংরাজ-বণিক্ সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহে যোগদান করা অপরাধে তিনি ইংরাজের বিচারে ব্রহ্মে নির্ব্বা-সিত হন। তৎপত্নী জিনৎমহল ও পুত্র জোবন-বখৎ তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন।

মোগল-অধিকার-কাল (১৫২৬-১৮৫৭ খৃঃ)

বাবর—১৫২৬-৩০ হুমায়ুন—১৫৩০-৪০

শূরবংশ।

শেরশাহ সেলিমশাহ আদিলি	১৫৪০-৫৬ খৃঃ অঃ

মোগলবংশ।

হুমায়ুন	১৫৫৬	রফিউদ্-দর্জাৎ	১৭১৯
অকবর	১৫৫৬	রফি উদ্দৌলা	১৭১৯
জাহাঙ্গীর	১৬০৫	মহম্মদশাহ	১৭১৯
শাহজহান	১৬২৭	আহ্মদশাহ	১৭৬৮
অরঙ্গজেব	১৬৪৮	আলমগীর শাহ	১৭৫৪
বাহাদুরশাহ	১৭০৭	শাহ আলম	১৭৫৯
জাহান্দরশাহ	১৭১২	অকবর (২য়)	১৮০৬
ফরুখসিয়ার	১৭১৩	মহম্মদ বাহাদুরশাহ	১৮৩৪

যুরোপীয় সমাগম ও ইংরাজাধিপত্য।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতের সমৃদ্ধি চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন সমৃদ্ধিতে লুব্ধ হইয়া মাকিদনবীর আলেকসান্দার ভারতাক্রমণ করেন। তৎপরবর্ত্তী যবন-রাজগণ যথাশক্তি ভারতীয় সমৃদ্ধি সংরক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। তৎকাল হইতে ভারতজাত দ্রব্যসমূহ সুদূর রোম-সাম্রাজ্যে নীত হইত, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেও আরব, মিসর, ফিনিসিয়া, চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। মিসরবাসী ও রোমকগণ সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের সংগৃহীত মণিমুক্তাদি সুদূর যুরোপেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমে এই খ্যাতি চারি-দিকে রাষ্ট্র হইলে যুরোপীয় রাজন্যগণের লোভ-দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু 'ক্রুজেড' যুদ্ধ তাঁহাদের বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষার বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। তাই খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে স্থলপথ ভিন্ন স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে নাবিক কলম্বস্ পথভ্রষ্ট হইয়া 'ইণ্ডিয়া' ভ্রমে আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং সেই স্থান 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া' নামে প্রচারিত হয়। তৎপরে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮ খৃঃ অঃ কালিকটরাজ সামরীর নিকট উপস্থিত হন। অল্‌মিদা ও আল্‌বুকার্কের শাসনকালে পর্ত্তুগীজগণ ভারত, ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ, চীন ও জাপান প্রভৃতি দ্বীপজাত দ্রব্যাদি লইয়া লোহিত-সাগরোপকূল, আফ্রিকার পশ্চিমকূল ও আমেরিকার ব্রেজিল-রাজ্যপর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাণিজ্যসীমা ও স্থানে স্থানে রাজ্য-সীমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। এক কথায় বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজগণ পৃথিবীর যত স্থানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন, সেই প্রাচীনকালে পর্ত্তুগীজদস্যুগণ সমুদ্রবক্ষে ততদূর সুবিস্তৃত স্থানে আধিপত্য করিয়াছিল। [পর্ত্তুগাল ও পর্ত্তুগীজ দেখ।]

পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য-সমৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া ওলন্দাজ বণিক্‌সম্প্রদায় পূর্ব্বভারতে (East Indies) বাণিজ্যের জন্য ১৫৯৬ খৃঃ অঃ যব ও সুমাত্রা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন।

কিছুকাল পরে তাঁহারা প্রবল হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের অনেক কুঠি কাড়িয়া লন। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী চুঁচুড়া নগরের কুঠী ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে দুর্গবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮২৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের অধিকারে থাকে। উক্ত বর্ষে ইংরাজগণ সুমাত্রাস্থ স্থানবিনিময়ে ঐ নগর লাভ করেন। ১৬২৩ খৃঃ অঃ আমবয়নার হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইলে ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য-প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। [ওলন্দাজ দেখ]

১৬১২ ও ১৬৭০ খৃঃ অঃ দুইটী দিনেমার বণিক্ সম্প্রদায় ভারতে আগমন করেন। বাঙ্গালায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্রীরামপুর গ্রামে ও দাক্ষিণাত্যে ট্রাঙ্কুইবর নগরে (১৬১৯ খৃঃ) তাহাদের বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃ অঃ ইংরাজেরা শ্রীরামপুর ক্রয় করিয়া লয়েন। পোর্টোনোবো, এডোবা, হুলচেরী প্রভৃতি স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল।

[দিনেমার দেখ।]

বহু প্রাচীন কাল হইতে ইংলণ্ডেও ভারতাগমন-পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল। ক্যাবট, সিবাষ্টিয়ান, উইলোবি, চান্সেলর*, ফ্রবিসর, ডেভিস, হাড্‌সন, বাফিন্ ও ফ্রান্সিস্ ড্রেক ঐ পথের পথিক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। ১৫৭৯ খৃঃ অঃ টমাস্ ষ্টিফেন্ সাল্‌সেটি দ্বীপস্থ জেসুইট কলেজের অধ্যাপক হইয়া ভারতে আগমন করেন। তাঁহার পিতার নিকট প্রেরিত পত্রপাঠে প্রণোদিত হইয়া (১৫৮৩ খৃঃ অঃ) রালফ ফিচ্, জেমস্ নিউবেরী ও লিডস্ নামা বণিকৃত্রয় স্থলপথে ভারতে আসিবার চেষ্টা পান। পর্ত্তুগীজগণ ঈর্ষাবশে তাঁহাদিগকে অরমজ ও গোয়ানগরে বন্দী করেন। নিউবেরী গোয়ানগরে দোকান করিয়া এবং লিডস্ মোগলের অধীনে কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিলেন, কিন্তু ফিচ্ সিংহল, শ্যাম,বঙ্গ, পেগু ও মলাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত 'আর্মাদা'-বাহিনীর অধঃপতনে (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে) স্পেন ও পর্ত্তুগালের মিলিত শক্তির হ্রাস হইলে, ইংরাজগণের বাণিজ্যাশা বলবতী হইয়া উঠে। ঐ সময়ে ওলন্দাজগণ মরিচাদির দাম দ্বিগুণিত করিলে বিশেষ আগ্রহের সহিত ১৬০০ খৃঃ অঃ ইংরাজ-বণিক্‌সমিতি 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে সংগঠিত হয়। উঁহারা প্রথমে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে থাকিয়া বাণিজ্য করিয়াছিলেন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের আম্বয়নার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজবণিক্‌সমিতি সমুদ্র-পথ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হন।

[কোম্পানী ও ইংরাজ দেখ।]

১৬০৪ খৃঃঅঃ প্রথম ফরাসী "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" সংগঠিত হইয়া ভারতে আগমন করেন। তৎপরে আরও ছয়টী ফরাসি-বণিক্‌সম্প্রদায় বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৬৬৪ খৃঃ অঃ সুরাটে, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পুঁদিচেরীতে ও ১৬৮৮ খৃঃ অঃ চন্দননগরে তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসী ও ইংরাজে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়। ফরাসি-সেনানী লালীর অবিমৃষ্য-কারিতায় ফরাসিশক্তির অবসান হইয়াছিল। কর্ণাটক যুদ্ধের পর, ১৭৬৩ খৃঃ অঃ উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে, ফরাসীরা চন্দননগর ও পুঁদিচেরী পুনঃ প্রাপ্ত হন।

[ফরাসী, ডুঁপ্লে, চাঁদ সাহেব, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ইহার পর ভারতে বাণিজ্যের জন্য, ১৬৯৫ খৃঃ অঃ স্কচ্-কোম্পানী ও ১৭২৩ খৃঃঅঃ অষ্টেণ্ড কোম্পানী সংস্থাপিত হয়। অষ্টেণ্ড কোম্পানি রাজসনন্দ-লাভকালে ৭ বৎসরের জন্য বাণিজ্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে আদিষ্ট হন। ঐ সময়ে তাঁহার (১৭৩১ খৃঃ) কএকজন কর্ম্মচারী 'সুইডিস্ কোম্পানী' নামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত করিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। ১৭৮৫ খৃঃ অঃ অষ্টেণ্ড কোম্পানী ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ১৭৯৩ খৃঃ অঃ তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১৯০৬ খৃঃ অঃ সুইডিস্ বণিকসমিতির নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এক্ষণে জর্ম্মাণ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ইতালীয়, ওলন্দাজ, সুইডিস্, রুষ, দিনেমার, স্পেনিয়ার্ড, বেলজীম সুইস্ ও তুর্ক প্রভৃতি বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইংরাজের সংখ্যাই অধিক।

১৬১৪ খৃঃ অঃ হইতে ইংরাজবণিকগণ ভারতে কুঠী-স্থাপন করিলেও প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। ১৬৩৯ খৃঃ অঃ বিজয়নগর-রাজবংশীয় চন্দ্রগিরির অধিপতির নিকট হইতে ইংরাজগণ মান্দ্রাজের অধিষ্ঠান-ভূমির সত্বাধিকার লাভ করেন। এই খানেই সর্ব্ব প্রথমে সেণ্টজর্জ্জ দুর্গ স্থাপিত হয়।

[কোম্পানী ও মান্দ্রাজ দেখ।]

১৭৪৪ খৃঃ অঃ ইংরাজ-ফরাসীতে যখন য়ুরোপে যুদ্ধ চলিতে-

* উক্ত মহাপুরুষ উত্তর-মহাসাগরপথে আসিয়া রুষিয়ার উত্তরস্থ শ্বেত-সাগরোপকূলে আর্চেঞ্জল বন্দরে অবতরণ করেন। তথা হইতে স্থলপথে মস্কো রাজধানীতে উপনীত হন। তাঁহারই পরামর্শ মতে ভারত, পারস্য প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের জন্য রুষবণিকসমিতি সংগঠিত হয়। উহারা স্থলপথে গমনাগমন করিতেন।

ছিল, তখন অবসর বুঝিয়া ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগকে আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খৃঃ অঃ আইলাসাপেলের সন্ধি অনুসারে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়। কিন্তু নিজাম-সিংহাসনের উত্তরাধিকারসূত্রে উভয় পক্ষে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হয়। আর্কট্ ও কর্ণাট যুদ্ধের ইহাই কারণ। আর্কট যুদ্ধে (১৭৫১ খৃঃ অঃ) ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া ফরাসিগণ বিশেষ অপদস্থ হইলেন। মহম্মদ আলীকে আর্কটসিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজগণ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৬৩৩ খৃঃ অঃ পিপ্পলীতে ও ১৬৪২ খৃঃ অঃ হুগলীতে কুঠী স্থাপিত হয়। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কালীঘাটের (কলিকাতা) সনন্দলাভ করেন। ১৬৯৬ খৃঃ অঃ ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ স্থাপিত হয়। [কলিকাতা দেখ।]

নবাব সিরাজ উদ্দৌলার শাসনকালে (১৭৫৬ খৃঃঅঃ) কলিকাতায় 'অন্ধকূপহত্যা' * সাধিত হয়। এই সংবাদ শুনিয়া মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। ১৭৫৭ খৃঃ অঃ পলাশীর রণক্ষেত্রে বঙ্গের ভাগ্য-লক্ষ্মী ইংলণ্ডের করে সমর্পিত হয়। [ক্লাইব দেখ।]

উক্ত বর্ষে মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজকোম্পানী ২৪ পরগণার জমিদারীসত্ব লাভ করেন। ১৭৫৮ খৃঃ অঃ ক্লাইবের বাঙ্গালা-শাসন সময়ে শাহ আলম্ পাটনা আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ অঃ ক্লাইব স্বদেশযাত্রা করিলে ভান্সিটার্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন। এই সময়ে শাহ আলম্ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। মীরণের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গেশ্বরের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা না দেখিয়া ভান্সিটার্ট নবাবকে পদচ্যুত ও তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। মীর কাসিম সিংহাসনলাভে উপকৃত হইয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা সমর্পণ করেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইতেছেন দেখিয়া নবাব ইংরাজ-কৌন্সিলকে জানাইলেন। কোন প্রতিকার না হওয়ায় নবাবের সহিত কোম্পানীর বিরোধ উপস্থিত হইল। গিরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি পাটনায় পলাইয়া যান। এখানে মহাতাপ জগৎশেঠ,রাজা রামনারায়ণ,রাজা রাজবল্লভ ও পাটনার কুঠীর-অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেবকে হত্যা করিয়া তিনি বাদশাহ শাহ আলম্ ও নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্‌সারের যুদ্ধে মিলিত মোগল-সৈন্য পরাভূত হয়। অযোধ্যা বিজেতার পদানত হইল এবং মোগল-সম্রাট্ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইংরাজশিবিরে আনীত হইলেন।

কাসিমকে বিদ্রোহী দেখিয়া ইংরাজেরা পুনরায় মীরজাফরকে সিংহাসন প্রদান করেন। ১৭৬৫ খৃঃঅঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র নাজম উদ্দৌলা নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব দ্বিতীয় বার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতে আইসেন। তিনি সুজা উদ্দৌলা ও শাহ আলমের সহিত আলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদিগের রাজ্য পুনঃ প্রদান করায় তাঁহারা ইংরাজের মিত্র হইলেন। সম্রাট্ শাহ আলম্ এই সময়ে কোম্পানীকে বঙ্গ,বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী-পদ প্রদান করেন। পলাশী-যুদ্ধের পর হইতে বঙ্গরাজ্যাধিকার ইংরাজের করতলগত হইলেও, সম্রাটের সনন্দলাভে বণিক্-কোম্পানীর আইন সঙ্গত বাঙ্গালার অধিকার জন্মিল। এক্ষণে তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে ভার্লেষ্ট ও কার্টিয়ার (১৭৬২-৭২ খৃঃ অঃ) যথাক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। সেই সময়ে (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' নামে কাল দুর্ভিক্ষ আসিয়া বঙ্গবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল। অন্নাভাবে প্রায় বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তাই অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অন্নপ্রদানের জন্য বাঙ্গালায় সন্ন্যাসিবিদ্রোহ সমুপস্থিত হইয়াছিল।

ক্লাইবের বাঙ্গালা-অবস্থানকালে, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর-রাজ্যে হায়দর আলীর অভ্যুত্থান হয়। হায়দার অপ্রতিহত প্রভাবে নানাস্থান জয় করেন। ইংরাজগণ হায়দরের ভয়ে ভীত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

[হায়দর আলী দেখ।]

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থাকল্পে তিনি সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে ইংরাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর যথেচ্ছ-ব্যবহার করিত। দেবীসিংহের অত্যাচারকাহিনী এখনও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শুনা যায়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের রোহিলা যুদ্ধ, ১৭৭৫ খৃঃঅঃ নন্দকুমারের ফাঁসি, চৈতসিংহের নির্ব্বাসন, অযোধ্যাবেগমের ধনলুণ্ঠন, ১ম মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ ও ২য় মহিসুরযুদ্ধ তাঁহার শাসনকালে সংঘটিত হয়। তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাগত হইয়াও নিষ্কৃতি পান নাই। বাগ্মিপ্রবর বার্ক তাঁহার এই অযথা অত্যাচার লইয়া অভিযোগ উত্থাপন করেন। এই মকদ্দমায় হেষ্টিংসকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। [হেষ্টিংস, নন্দকুমার প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

* কোন কোন ঐতিহাসিক অন্ধকূপের অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। [সিরাজ্ উদ্দৌলা দেখ।]

হেষ্টিংসের শাসনাবসানে ভারতের শাসন-বিশৃঙ্খলা দেখিয়া পার্লিমেন্ট-সভায় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদনুসারে রাজমন্ত্রী পিট শাসন-প্রণালীর সুব্যবস্থার জন্য 'ইণ্ডিয়া বিল' প্রস্তুত করেন।

ইংরাজ গবর্ণর জেনারলগণ।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২-৭৪ খৃঃঅঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন, পরে ভারতের গবর্ণর জেনারল পদাভিষিক্ত হইয়া রেগুলেটিং একট (Regulating Act ১৭৭৩) নির্দ্দিষ্ট কৌন্সিল সভা লইয়া ভারতের শাসনবিধি পরিচালিত করিতে থাকেন।

তাঁহার পদত্যাগের পর, সর জন ম্যাকফার্সন ২০মাস কাল গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩ খৃঃ)ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতের শাসনপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিয়া যান। বিচার-প্রণালীর সুবিধার জন্য তিনি প্রভিন্সিয়াল কোর্ট ও প্রজাবর্গকে জমিদারের শোষণদায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে 'দশসালা বন্দোবস্ত' করিয়া যান। তৃতীয় মহিসুর যুদ্ধে টিপু সুলতানের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়; তাহার ফলে ইংরাজেরা দিণ্ডিগাল, বড়মহল, সালেম ও মলবার প্রদেশ প্রাপ্ত হন এবং টিপুর দুইটি পুত্র ইংরাজের নিকট প্রতিভূস্বরূপ অবস্থান করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সর জন সোর (লর্ড টেনমাউথ) ১৭৯৩-৯৮-খৃঃ) তাহার সহকারিতা করেন।

সর জন সোর কর্ত্তৃক টিপু সুলতানের প্রতিভূপুত্রদ্বয় প্রত্যর্পিত হইলে, টিপু পুনরায় যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার আশা ছিল, জগদ্বিখ্যাত ফরাসি-বীর নেপোলিয়ন এবার ফরাসিপক্ষে তাঁহার সহায়তা করিবেন। মার্কুইসঅব ওয়েলেস্‌লি (লর্ড মর্ণিংটন ১৭৯৮-১৮০৫ খৃঃ) ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সহিত সন্ধি করিয়া, তৎসৈন্য-সাহায্যে ফরাসিদিগকে হতবল করিলেন। পর বৎসর ৪র্থ মহিসুর-যুদ্ধে টিপু সদলে পরাজিত ও নিহত হইলে, ইংরাজ-প্রভাব চারিদিকে প্রচারিত হয়। সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ গবর্ণর ওয়েলেস্‌লী এই সুযোগে কএকটী সামন্তরাজ্য হস্তগত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজস্থাপন, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বর্ষীয়সীর প্রথমোৎপন্ন সন্তানটিকে নিক্ষেপ-রূপ কুপ্রথানিবারণ, ২য় মহারাষ্ট্রযুদ্ধ, হোলকর ও সিন্দের যুদ্ধ তাঁহার সাময়িক ঘটনা।

ওয়েলেস্‌লির রাজ্যকালে যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজকোম্পানীর বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। ডিরেক্টরগণ ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত বাদ-বিসম্বাদে অনিচ্ছুক হইয়া ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে গবর্ণর-জেনারল করিয়া পাঠান। প্রায় ৩ মাস কাল পরে বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি গাজিপুরে প্রাণত্যাগ করেন।

উক্ত বর্ষে সর জর্জ্জ বার্লো ডিরেক্টরসভা কর্ত্তৃক সন্ধিস্থাপনে আদিষ্ট হইয়া ভারতের গবর্ণর জেনারল-পদে নিযোজিত হন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হোলকরের সহিত সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু বেলুর নগরস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া পড়িলে ইংরাজ-গণকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইয়াছিল। ডিরেক্টরগণ মান্দ্রা-জের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য তথাকার গবর্ণর বেণ্টিঙ্ককে পদচ্যুত করিয়া বার্লোকে তৎপদে নিযুক্ত করেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনারল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। কর্ণওয়ালিসের ন্যায় শান্তিস্থাপন-পূর্ব্বক কার্য্য করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল,কিন্তু কার্য্যগতিকে তিনি এদেশীয় রাজন্যগণের শাসনসম্পর্কীয় কোন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ফরাসী-ইংরাজের বিরোধ একভাবেই রহিয়াছে, য়ুরোপে যাহাই হউক, এদেশে ইংরাজগণ ফরাসীদিগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাসী-দিগের ভারতের প্রতি বিলক্ষণ লোভ ছিল। ভারতে ফরাসীর অধিকার ইংরাজের বাঞ্ছনীয় নহে, সেই ফরাসী ক্ষমতা হ্রাসের জন্যই নিজাম,সিন্দে ও হোলকর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ ঘটে। এই সময়ে য়ুরোপখণ্ডে নেপোলিয়ন প্রবল হওয়ায় ইংরাজের আশঙ্কা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া লর্ড মিণ্টো পঞ্জাবপতি রণজিৎ এবং আফগানস্থান ও পারস্যের শাহের সহিত সন্ধি করিয়া রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

১৮১৩ খৃঃ অঃ মিণ্টো ইংলণ্ডযাত্রা করিলে লর্ড ময়রা (মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস) কলিকাতায় পৌছিলেন। ১৮১৪-১৮১৫ খৃষ্টাব্দের নেপাল যুদ্ধ, সিগোলীর সন্ধি, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পেন্ধারি যুদ্ধ ও ১৮১৭-১৮ খৃঃ অঃ শেষ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ তাঁহার সময়ের ঘটনা।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী লর্ড ময়রা স্বদেশযাত্রা করেন। তাঁহার পত্নী এদেশীয়দিগের ইংরাজিশিক্ষার জন্য বারাকপুরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও ডেভিড হেয়ার কলিকাতায় 'হিন্দুকলেজ' সংস্থাপিত করেন। শ্রীরামপুরস্থ কেরি, মার্সমান প্রভৃতি মিসনরিগণ চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানেও কএকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান। তাঁহাদের যত্নে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমাচারদর্পণ নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

লর্ড হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে মিঃ এডাম নামক জনৈক সিভিলিয়ান কএকমাস শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, পরে উক্ত বর্ষের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট কলিকাতায়

উপস্থিত হন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪-২৬ খৃঃ) ও ভরতপুর অধিকার (১৮২৭ খৃঃ) তাঁহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা, এতদ্ভিন্ন তাঁহার শাসন সময়ে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে একটী শিক্ষাসমিতি ও কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৮-১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। ইনিই বেল্লুর বিদ্রোহের সময় মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার ৭বর্ষ রাজ্যশাসনকালে ১ম আয়-ব্যয়-সংস্কার, সতীদাহ-নিবারণ, ঠগীদমন, রাজপুত-জাতির কন্যাবধপ্রথা-নিবারণ, খন্দজাতির নরবলিনিষেধ, শাসন-প্রণালী ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার, দেশীয়দিগের রাজ-কার্য্যে নিয়োগ-ব্যবস্থা, মহিসুরের শাসনভারগ্রহণ ও কুর্গ-অধিকার প্রভৃতি কএকটী কার্য্য-সম্পাদিত হয়।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক দিল্লীর সম্রাটের সাক্ষাতে গর্ব্বের সহিত বলিয়া-ছিলেন যে, 'ইংরাজেরাই এক্ষণে ভারতের প্রকৃত অধীশ্বর, তৈমুর বংশীয়দিগকে এখন আর তাঁহারা সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন না।' ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া সম্রাট্ সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়কে উকীল নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। [রামমোহন রায় দেখ]

কোম্পানীর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মেয়াদ অতীত হওয়ায়, ১৮৩৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কোম্পানী নূতন সনন্দ লাভ করেন। তদনুসারে কোম্পানী অর্জ্জিত-রাজ্যসমূহের ভোগাধিকার প্রাপ্ত হন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল (Governor general in Council) তত্তাবৎ স্থানের ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতে থাকেন।

[বেণ্টিঙ্ক দেখ]

১৮৩৫-৩৬ খৃঃ অঃ লর্ড মেটকাফের শাসনকাল। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এদেশীয় ব্যক্তিবর্গকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কাবুলের সিংহাসন লইয়া উত্তরাধিকারীদিগের গোলযোগ উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণ জন্য লর্ড অকলণ্ড ১৮৩৬ খৃঃ অঃ ভারতে আসিয়া উপনীত হন। ১৮৪১ খৃঃ অঃ কাবুল যুদ্ধের দুর্গতি দেখিয়া ডিরেক্টরগণ ১৮৪২ খৃঃ অঃ লর্ড এলেনবরোর হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করেন।

[অকলণ্ড, কাবুল, দোস্ত মহম্মদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

১৮৪২ খৃঃ অঃ ইংরাজগণ বৈরিনির্য্যাতন-পরবশ হইয়া কাবুল-অধিকার ও মনের সাধে কাবুলীদিগের প্রতি অত্যা-চার করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৪৩ খৃঃ অঃ সেনাপতি নেপিয়র কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশজয় ও গোয়ালিয়র যুদ্ধ সমারব্ধ হয়। গোয়ালিয়র যুদ্ধে এলেনবরো স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় ডিরেক্টরেরা লর্ড এলেন-বরোকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে বড়লাট করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮ খৃঃ) এদেশে পদার্পণ করিয়াই শিখযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ওয়াটার্লু রণক্ষেত্রে তাঁহার একটী হাত নষ্ট হয়, এজন্য সকলে তাঁহাকে 'হাতকাটা গবর্ণর' বলিত। [হার্ডিঞ্জ, রণজিৎসিংহ ও শিখযুদ্ধ দেখ।]

হার্ডিঞ্জ বিলাতে প্রত্যাগত হইলে লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খৃঃ) গবর্ণর জেনারল হইয়া ভারতে আইসেন। তাঁহার শাসনপ্রারম্ভ হইতেই ২য় শিখযুদ্ধ, পঞ্জাবাধিকার, ২য় ব্রহ্মযুদ্ধ এবং অযোধ্যা, সাতারা ও নাগপুর প্রভৃতি স্থান অধিকৃত হয়। কোম্পানীর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি ব্যতীত তিনি দেশীয়দিগেরও হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া কএকটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, তন্মধ্যে রেলপথ-বিস্তার *, তাড়িতবার্ত্তাবহ (Electric Telegraph), ডাকবিভাগের সংস্কার† ও শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে সাহায্য দান (grant-in-aid) প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া যান। ইহাতে পল্লিগ্রামসমূহের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়গুলির বিশেষ সাহায্য ও শিক্ষাকার্য্যের বিস্তার হয়। এই সময়ে কৌন্সিলের অন্যতম সভ্য মহাত্মা বেথুন কলিকাতায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৫৬ খৃঃ অঃ লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ঐ সময়ে পারস্য ও চীন দেশীয়ের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটে। উভয় যুদ্ধেই ভারতীয় সিপাহীদল ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করে। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ টোটাকাটার হাঙ্গামায় ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

[সিপাহী বিদ্রোহ দেখ।]

পর বৎসর আলাহাবাদ-দরবারে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, তদবধি কোম্পানীর রাজ্য মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হইল। এই সময়ে লর্ড ক্যানিং বাহা-দুর রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার সময়ে 'ইন্‌কমটাক্স ও বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। [ক্যানিং দেখ]

লর্ড এলগিন্ ১৮৬২ খৃঃ অঃ ভারতে আইসেন। এ সময়ে সুপ্রীমকোর্ট ও সদর আদালত মিশিয়া 'হাইকোর্ট' নাম প্রাপ্ত হয়। পর বৎসর নবেম্বর মাসে হিমালয়প্রদেশে ধর্ম্ম-শালা নামক স্থানে এল্‌গিনের মৃত্যু ঘটে। তৎপরে পঞ্জাব

---

* ১৮৫৪ খৃঃঅঃ ১লা সেপ্টেম্বর হাবড়া হইতে রেলগাড়ী চলিতে থাকে।

† পূর্ব্বে দূরত্বানুসারে ডাকপত্রে মাশুলের তারতম্য ছিল। তাঁহার যত্নে ভারতের সর্ব্বত্রই একবিধ মাশুলে পত্রপ্রেরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রদেশের শাসনকর্তা সর জন লরেন্স রাজপ্রতিনিধি হন। ১৮৬৪ খৃঃ অঃ ভূটানযুদ্ধ ও দুয়ার অধিকার এবং ১৮৫৬ খৃঃ অঃ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ প্রধান ঘটনা। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ লরেন্স্ বিলাতে যাইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৬৯ খৃঃঅঃ লর্ড মেয়ো কলিকাতায় আগমন করেন। উক্ত বৎসর তিনি আম্বালা-দরবারে কাবুলের বিশৃঙ্খলতা নিবারণ জন্ম আমীর শের আলীকে আহ্বান করেন। সীমান্তের বাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য তিনি তাঁহাকে কাবুলের অধিপতি স্বীকার করিয়া বার্ষিক লক্ষ টাকা সাহায্য ও আবশ্যক মত অস্ত্রপ্রদানে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতদর্শনে আগমন করেন। আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্রেয়ার দ্বীপে শেরআলী নামক জনৈক মুসলমান-হস্তে লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খৃঃ অঃ নিহত হন।

লর্ড মেয়োর এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু হইলে, সর চার্লস নেপিয়ার কএকমাসের জন্য কার্য্যভার গ্রহণ করেন, অনন্তর লর্ড নর্থব্রুক্ রাজপ্রতিনিধি হইয়া এদেশে উপনীত হন। বেহারের দুর্ভিক্ষ, বরদারাজ গাইকোবাড়ের রাজ্যচ্যুতি ও মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র (Prince of Wales) বর্ত্তমান ভারতেশ্বর ৭ম এডবার্ডের ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ তৎকালের প্রধান ঘটনা।

১৮৭৬খৃঃঅঃ নর্থব্রুকের হস্ত হইতে লর্ড লিটন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ দিল্লী-দরবারে মহারাণীকে 'ভারতসাম্রাজ্ঞী' (Empress of India নামে) বিঘোষিত করা হয়। ২য় ও ৩য় আফগান যুদ্ধ ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ তাঁহার শাসনকালের ঘটনা।

লর্ড লিটন প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ১৮৮০ খৃঃ অঃ লর্ড রিপণ ভারতের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কাবুল রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। তিনিই আমীর আবদর রহমন খাঁকে আমীররূপে অঙ্গীকার করিয়া কাবুল-যুদ্ধের উপসংহার করেন। শিক্ষাসমিতি (Education Commission) ও স্বায়ত্তশাসন (Self local Government) ও সর্ব্বজাতীয় মহাপ্রদর্শনী (International Exhibition) তাঁহার সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৮৪ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডফরিণকে কার্য্যভার দিয়া লর্ড রিপণ স্বদেশযাত্রা করেন। ডফরিণের সময়ে আফগান ও রুষ-সীমা-নির্দ্ধারণ, ৩য় ব্রহ্ম যুদ্ধ, গোয়ালিয়র দুর্গপ্রত্যর্পণ, জুবিলি মহোৎসব ও আয়কর-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সম্পাদিত হয়।

১৮৮৮ খৃঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউন আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খৃঃ অঃ মণিপুরযুদ্ধ ও সম্মতি আইন (Consent Bill) প্রবর্ত্তন তাঁহার সময়ের ঘটনা।

১৮৯৪ খৃঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্য্যকাল শেষ হইলে লর্ড এলগিন ভারতে উপনীত হন। চিত্রলযুদ্ধ ও 'গ্রাণ্ড জুবিলি' তাঁহার শাসনকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লর্ড এলগিন্ বিলাত-প্রত্যাগত হইলে ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড কুর্জ্জন ভারতে আসিয়া সমুপস্থিত হন। টিরা-যুদ্ধ, ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ও যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের রাজ্যাভিষেক (১৯০২ খৃঃ অঃ) মহোৎসব তাঁহার সময়ে সংঘটিত হয়।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণের অধিকারকাল।

ক্লাইব ১৭৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দ	ভান্সিটার্ট ১৭৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দ
ক্লাইব ১৭৬৫-৬৭	ভার্লেষ্ট ও কার্টিয়ার১৭৬৭-৭২
ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ১৭৭২-৮৫	লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৬-৯৩
সর জন সোর ১৭৯৩-৯৮	
মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ১৭৯৮-১৮০৫	
লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৮০৫	সর জর্জ বার্লো ১৮০৫-০৭
লর্ড মিণ্টো ১৮০৭-১৩	লর্ড ময়রা ১৮১৪-২৩
লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩-২৮	লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-৩৫
লর্ড মেটকাফ ১৮৩৫	লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬-৪২
লর্ড এলেনবরো ১৮৪২-৪৪	লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮-৫৬	লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬-৬২
লর্ড এলগিন্ ১৮৬২-৬৩	লর্ড লরেন্স ১৮৬৪-৬৮
লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-৭২	লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২-৭৬
লর্ড লিটন ১৮৭৬-৮০	লর্ড রিপণ ১৮৮০-৮৪
লর্ড ডফরিণ ১৮৮৪-৮৮	লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪
লর্ড এলগিন ১৮৯৪-৯৮	লর্ড কুর্জ্জন বর্ত্তমান প্রতিনিধি

[বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি শব্দে অপর শাসনকর্ত্তাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভারতাচার্য্য (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভারত-টীকাকার অর্জ্জুনমিশ্রের উপাধি।

ভারতী (স্ত্রী) ভৃ অতাচ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ বচন, বাক্য।

"তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি।" (কুমার ৬।৭৯)

২ সরস্বতী।

"বীণারঞ্জিতপুস্তকহস্তে ভগবতিভারতি দেবিনমস্তে"(কালিদাস)

৩ পক্ষিভেদ। ৪ বৃত্তিভেদ। সকল প্রকার রচনাতেই এই বৃত্তি আদরণীয়।

'শৃঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্বত্যারভটী পুনঃ।
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ভারতী॥' (মেদিনী)

যে স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বচনাদি হয়, তাহাকে ভারতী বৃত্তি কহে। ইহার লক্ষণ—

"ভারতী সংস্কতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ।
সংস্কতবহুলো বাক্‌প্রধানো ব্যাপারো ভারতী।"
(সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

৪ ব্রাহ্মী। (রাজনি°) ৫ সন্ন্যাসীদিগের উপাধিবিশেষ, শঙ্করাচার্য্যশিষ্য তোটকাদির শিষ্যদিগের মধ্যে জনৈক শিষ্যের উপাধিবিশেষ। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদিগের জ্ঞানের তারতম্যানুসারে গিরি পুরি ভারতী প্রভৃতি উপাধি হয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের এই উপাধি নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন প্রধান শিষ্যের নাম,—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এই তোটকের শিষ্যত্রয়ের উপাধি—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। তন্মধ্যে ভারতী উপাধির লক্ষণ—

"বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(প্রাণতোষিণী অবধূতপ্রক°)

যিনি বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, এবং দুঃখভার জানেন না, তিনিই ভারতী। এই জগৎ দুঃখময়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধতাপে সকলেই নিপীড়িত। যিনি জ্ঞান দ্বারা ইহা জানিয়া বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত দুঃখকে পরিহার করিতে সমর্থ হন, তিনিই 'ভারতী' এই উপাধি লাভের যোগ্যপাত্র।

মহামতি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠের মধ্যে শৃঙ্গগিরির মঠে পুরি, ভারতী ও সরস্বতী এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পরিচয় দিতেন; কিন্তু তাঁহাদের বিভূতি প্রভৃতি শৈবচিহ্ন ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শঙ্করস্বামীকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস, প্রথমে অনেকেই শিবমন্ত্র গ্রহণ এবং মহিম্নস্তব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিবস্তোত্র পাঠাদি করায় স্পষ্টতঃ ইহাঁদিগকে শৈব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে যে অনেকেই নির্গুণোপাসক ও আত্মজ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী বেদান্তচর্চ্চা, ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান-সাধনই ইহাঁদের মুখ্য ধর্ম্ম।

ইহারা সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ডোর কৌপীন ধারণ করেন ও মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ না করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন অথবা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাকে মৃৎসমাধি ও জলসমাধি কহে।

"সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥" (মহানি° তন্ত্র ৮)

সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কদাচ দগ্ধ করিবে না, গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত বা জলে মগ্ন করিয়া দিবে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই কেবল নাম ধারণ করেন। স্বধর্ম্মোচিত সাধন ও নিয়মানুষ্ঠান কিছুই করেন না। ইহারা কেবল তীর্থ ভ্রমণ ও বিজয়া ধূমপান করিয়া জীবন ক্ষেপ করেন। [সরস্বতী, পুরি ও দশনামী দেখ] ৬ নদীভেদ।

"ভারতী সুপ্রয়োগা চ কাবেরী সুর্ম্মুরা যথা।"
(ভারত ৩।২২১।২৫)

ভারতীকবি শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত কবিভেদ। ইনি কাব্যপ্রকাশ ও কাব্যপ্রকাশসূত্র প্রণয়ন করেন।

ভারতী কৃষ্ণাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ, ধর্ম্মবক্তা।

ভারতীচন্দ্র (পুং) গড়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা।

ভারতীতীর্থ (পুং) ১ তীর্থভেদ। ২ পঞ্চদশী-প্রণেতা, সুবিখ্যাত সায়ণ ও মাধবাচার্য্যের গুরু। ইনি বেদান্তাধিকরণন্যায়মালাবিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ নামে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও ব্রতকালনির্ণয় ও পঞ্চভূতবিবেক নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভারতীযতি (পুং) তত্ত্বকৌমুদীব্যাখ্যাপ্রণেতা। বোধায়ন যতির শিষ্য।

ভারতীবৎ (ত্রি) ভারতী অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ১ ভারতীতুল্য। ২ বিশিষ্ট। (পুং) ৩ ইন্দ্র।

ভারতীশ্রীনৃসিংহ (পুং) শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য।

ভারতেয় (পুং) ভারতের অপত্য।

ভারতেশ্বর (পুং) ১ ভারতের অধীশ্বর। ২ রাজা ভরত।

ভারতেশ্বরসূরি, জনৈক জৈন সূরি, শিলভদ্রের শিষ্য।

ভারদ্বাজ (পুং) ভরদ্বাজস্য অপত্যং গোত্রাপত্যমিতি বা ভরদ্বাজ (অনৃষ্যনান্তর্য্যে বিদাদিভ্যো অঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। ১ দ্রোণাচার্য্য।

"ততঃ প্রয়াতে সহসা ভারদ্বাজে মহারথে।
আর্ত্তনাদেন ঘোরেণ বসুধা সমকম্পত॥"
(ভারত ৭।৬।২৬)

২ ঋষিভেদ। (মেদিনী) ৩ অগস্ত্যমুনি। ৪ মঙ্গলগ্রহ। (গ্রহযাগতত্ত্ব) ৫ বাভ্রাট পক্ষী। ৬ বৃহস্পতিপুত্র। (হেম) ৭ দেশভেদ। (পাণিনি ৪।২।১৪৫) ত্রি ৮ ভরদ্বাজবংশীয়। ভারত ১।১৩১।১৩ (স্ত্রী) ৯ অস্থি। (হেম)

ভারদ্বাজ ১ বৃহৎসংহিতোক্ত জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। ২ শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রপ্রণেতা। ৩ উপলেখপঞ্জিকারচয়িতা।

ভারদ্বাজক (ত্রি) ভরদ্বাজসম্বন্ধীয়।

ভারদ্বাজায়ন (পুং) ভরদ্বাজস্য গোত্রাপত্যং ভরদ্বাজ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ফঞ্। ভরদ্বাজের গোত্রাপত্য।

ভারদ্বাজী (স্ত্রী) ১ বনকার্পাসী। (শব্দরত্না০) ২ নদীভেদ।
"শীস্রাঞ্চ পিচ্ছিলাঞ্চৈব ভারদ্বাজীঞ্চ নিম্নগাম্।"
(ভারত ৬।৯।১৯)

ভারদ্বাজীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

ভারদ্বাজীয় (ত্রি) ১ ভারদ্বাজ হইতে আগত। (পুং) ২ ভারদ্বাজপ্রোক্ত-ব্যাকরণ-মতাবলম্বী।

ভারভারিন্ (ত্রি) ভারবহনকারী।

ভারভূতিতীর্থ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। এখন ভরহুত নামে খ্যাত।

ভারভৃৎ (ত্রি) ভারং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। ১ ভারধারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৪)

ভারমেয় (ত্রি) ভরমস্যেদং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্। ভরমসম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ভারয় (পুং) ভাং দীপ্তিং রয়তে প্রাপ্নোতীতি রয় গতৌ পচাদ্যচ্। ভারদ্বাজ পক্ষী, চলিত ভারুই পাখী। (শব্দচ০)

ভারযষ্টি (স্ত্রী) ভারস্য যষ্টিঃ ৬তৎ। ভারবহনদণ্ড, চলিত বাঁক। পর্য্যায়,—বিহঙ্গিকা। (অমর)

ভারব (ক্লী) ভারং বাতীতি ভার-বা (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ধনুগুর্ণ। (ত্রিকা০)

ভারবৎ (ত্রি) ভার-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ভারযুক্ত।

ভারবাহ্(হ) ভারং বহতীতি অণ্, ণ্বি বা। ভারিক, ভারবাহী।
"অন্ধস্য পন্থা বধিরস্য পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ।"
(ভারত ৩।১৩৩।১)

ভারবাহন (ক্লী) ভারস্য বাহনং। ভারসম্বন্ধী বাহন।

ভারবাহিক (ত্রি) ভারবহনকারী।

ভারবাহিন্ (ত্রি) ভারং বহতীতি বহ-ণিনি। ভারবহনকারী।

ভারবাহী (স্ত্রী) ভারবাহ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নীলী।
(রাজনি০)

ভারবি, একজন প্রাচীন কবি। বিখ্যাত কিরাতার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্য ইহাঁরই সুধারসবর্ষিণী লেখনী হইতে প্রসূত। এই অমর কবিবরের আবির্ভাবে ভারতভূমির কোন্ স্থান যে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবাদ, কবি ভারবি গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন কালে গুরুর হোমধেনু রক্ষার জন্য প্রতিদিন হিমালয়ের মনোরম সানুকাননাদিতে পরিভ্রমণ করিতেন। হিমগিরির নিকুঞ্জপুঞ্জপ্রভৃতিতে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিদর্শনে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে কবিত্ব বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে কবিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হইলেন। একদিন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে দ্বৈতবননিবাসী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন হইতে তিনি প্রত্যহ গোরক্ষাচ্ছলে নির্জ্জন শৈলকুঞ্জে আসিয়া উপবেশন করিতেন। তাঁহার অদূরে হোমধেনু স্বেচ্ছাহার ও স্বৈর-গমনাদি সুখানুভব করিত। আর এদিকে তিনি হিমগিরির মঞ্জুলতম নিকুঞ্জে বসিয়া একএকখানি ভূর্জ্জপত্র লইয়া তদুপরি ৩।৪ টী বা ততোধিক শ্লোক রচনা করিতেন। মহাকবি ভারবি এইরূপে প্রতিদিনের রচিত শ্লোকগুলি একত্র সংগ্রহপূর্ব্বক কিরাতার্জ্জুনীয় নাম দিয়া এই পরমোপাদেয় মহাকাব্য খানি প্রচার করেন, তৎকৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রথম শ্লোকটী এই,—

"শ্রিয়ঃকুরূণামধিপস্য পালনীং প্রজাসুবৃত্তিং যমযুঙ্‌ক্ত বেদিতুম্।
স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ॥"

কবি এই মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোক এক একটী লক্ষ্মী-শব্দ দ্বারা শোভিত করিয়াছেন। ইহার শরদ্‌বর্ণনা ও হিমালয়বর্ণনা প্রভৃতি বড়ই রমণীয়। এতদ্ভিন্ন ইহার অনেকশ্লোক বিবিধ অলঙ্কারনিকরে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বতোভদ্র অর্দ্ধভ্রমক প্রভৃতি নানাবিধ চিত্রবন্ধে গ্রথিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে একটী মাত্র উদ্ধৃত করা গেল,—

দে বা কা নি নি কা বা দে।
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা॥
কা কা রে ভ ভ রে কা কা।
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি॥ (ভারবি ১৫।২৫)

কবি স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ অনেক পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন; এতদ্ভিন্ন কেবল একাক্ষর মাত্র লইয়াও তিনি অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা—

ন নো ন নু ন্নো নুন্নো নোনানা নানা নানা! ননু।
নুন্নোঽনুন্নো নন্নুন্নেনো নানে না নুন্ননুন্ননুৎ। (ভার° ১৫।১৪)

মহাকবি ভারবি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত সরস-মধুর কবিতাবলীর পদপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসেই সহৃদয়মাত্রে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহার রচনা মধ্যে প্রসাদগুণই সবিশেষ প্রাধান্যের সহিত সমাদৃত হইয়াছে। প্রায় অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিবামাত্র সহৃদয় পাঠকের হৃদয়কন্দর আনন্দরসে প্লাবিত ও শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া

যায়। তাঁহার কবিতাগুলি কেবল যে প্রসাদপূর্ণ পদকদম্ব দ্বারাই পরিশোভিত, তাহা নহে, অন্তর্নিহিত গভীর ভাবার্থ-সমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশচাতুর্য্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অনন্ত-সাধারণতা লাভ করিয়াছে। মহাকবি ভারবির ললিত-মধুর রচনা অর্থগৌরবে যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা কাব্যরস রসিক কোবিদগণের—

"উপমা কালিদাসস্ত ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ॥"

এই বচনটী দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথও একটী শ্লোকে অন্তর রসপূর্ণ নারিকেল ফলের সহিত ভারবিকবির উক্তির তুলনা করিয়া রসিকদিগকে ইচ্ছামত ইহার সরস সারকথা আস্বাদন করিতে বলিয়া গিয়াছেন, টীকাকারকৃত শ্লোকটী এই,—

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্ত রসগর্ভনির্ভরং সারমস্ত রসিকা যথেপ্সিতম্ ॥"

কবিবর ভারবি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব-সৌরভ তৎপরবর্ত্তী কালে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা ৫০৭ শকে উৎকীর্ণ ২য় পুলকেশীর শিলালিপিতে একযোগে প্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের সহিত তাঁহার সমাবেশ দেখিতে পাই।

ভারশিব, প্রাচীন জাতিবিশেষ।

ভারসহ (ত্রি) সহ-অচ্, ভারস্ত সহঃ। ভারসহনকারী।

ভারসাধন (ত্রি) }
ভারসাধিন্ (ত্রি) } কঠিন ব্যাপারসাধনকারী।

ভারহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, ভারস্ত হরঃ। ভারবাহক।

ভারহার (পুং) ভারং হরতীতি হৃ-অণ্। ভারবাহক (শব্দর০)

ভারহারিক (ত্রি) ১ ভারহরণকারী। ২ ভারবহনকারী।

ভারহারিন্ (ত্রি) ভারং হরতীতি হৃ ণিনি। ভারহরণকারী, ভগবান্ বিষ্ণু। পৃথিবী যখন পাপে ভারাক্রান্তা হন, বিষ্ণু তখনই তাঁহার ভারহরণ করেন।

ভারাক্রান্ত (ত্রি) ভারেণ আক্রান্তঃ ৩তৎ। ভারপীড়িত, ভারদ্বারা আক্রান্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ভারাক্রান্তা, ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৭টী করিয়া অক্ষর আছে। ইহার লক্ষণ—

"ভারাক্রান্তা মম তনুরিয়ং গিরীন্দ্রবিধারণাৎ।" (ছন্দোম০)

এই ছন্দের ১,২,৩,৪,১০,১২,১৫, ও ১৭ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু।

ভারি (পুং) ইভস্ত অরিঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সিংহ। (হেম) (দেশজ) ২ ভারবহনকারী, সাধারণতঃ যাহারা জলবহন করে, তাহাদিগকে ভারি কহে।

ভারিক (পুং) ভারোঽস্তি বাহ্যত্বয়াস্ত (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্। ভারবাহক, চলিত ভারী। পর্য্যায়— ভারবাহ, ভারবাহক, ভারহর, ভারহার। (শব্দরত্না০)

"তত্র চাগ্রাগতাঃ কেচিৎ তমূচুঃ কাষ্ঠভারিকাঃ।"
(কথাসরিৎ০ ৩৭।৫৬)

ভারিট (পুং) পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—শ্যামচটক, শৈশির, কণভক্ষক। (রাজনি০)

ভারিন্ (পুং) ভারোঽস্ত্যস্মিন্ বেতি, ভার-ইনি। ১ ভারবাহক। "চক্রিণো দশমীস্থস্ত রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ। স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ ॥" (মনু ২।১৩৮) (ত্রি) ২ ভারযুক্ত।

ভারুচি (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদান্তশাস্ত্র-প্রণেতা। বিজ্ঞানেশ্বর ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভারুজিক (ত্রি) ভরুজ শৃগালসম্বন্ধীয়। (পা০ ৫।৩।১০৮)

ভারুণ্ড (পুং) উত্তরকুরুবর্ষস্থ পক্ষিভেদ।

"ভারুণ্ডানাম শকুনাস্তীক্ষতুণ্ডা ভয়ানকাঃ।" (ভা০ ভী-৭অ০)

২ সামভেদ। ৩ এতচ্ছামদ্রষ্টা ঋষিভেদ। এই শব্দের পাঠান্তর—ভারুড়।

"আজ্যদোহানি সামানি গাণ্ডিকং ভারুড়ানি চ।
পশ্চিমে দ্বারপালৌ তু পঠেতাং সামগৌ তথা ॥"
(বিধানপারিজাত)

ভারূপ (ক্লী) ভা রূপমস্ত। চিদাত্মক, আত্মা।

ভারোদ্বহ (পুং) ভারবাহী, চলিত কুলি, মুটে।

ভারোপজীবন (ক্লী) ভারবহন দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারী।

ভারৌলী, উ০ প০ প্রদেশের রায়বরেলী জেলায় ভর জাতির প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বরেলী।

[রায় বরেলী দেখ।]

২ ঝাঁসি জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ভাণ্ডের হইতে ১৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে চন্দেলা রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটী সুপ্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান আছে।

৩ গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে কর্ণা জলধারার নিকট একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভারৌলীগঙ্গাতীর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ ও একটী সুপ্রাচীন বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউন্‌সিয়াং এই স্থানে আসিয়াছিলেন।

ভারোহী (স্ত্রী) ভারং বহতীতি বহ-ণ্বি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্, বস্ত উট্। ভারবাহিকা, ভারবহনকারিণী স্ত্রী।

ভার্গ (পুং) ভর্গস্য দেশভেদস্য রাজা অণ্। ভর্গদেশনৃপ।

ভার্গভূমি (পুং) আঙ্গিরস ভার্গব পুত্রভেদ। (হরিব° ৩অ°)

ভার্গবেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

ভার্গব (পুং) ভৃগোরপত্যং তদ্গোত্রাপত্যমিতি ভৃগু-অণ্। ১ পরশুরাম। ২ শুক্রাচার্য্য।

"তস্মিন্ নিযুক্তে বিধিনা যোগক্ষেমায় ভার্গবে।

অন্বমুৎপাদয়ামাস পুত্রং ভৃগুরনিন্দিতম্।"(ভারত ১।৬৬।৪৫)

৩ ধন্বী। ৪ গজ। (মেদিনী) ৫ ভারতবর্ষ মধ্যে প্রাচ্য-দেশান্তর্গত দেশবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু°) ৬ কুলাল।

"গত্বা তু তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং

পার্থৌ পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ।" (ভারত ১।১৯২।১)

'ভৃগুঃ স্বঘটবৃত্তিঃ জীবিকার্থং ভৃগুণাব্যবহরতীতি ভার্গবঃ কুলালঃ' (নীলকণ্ঠ) ৭ মার্কণ্ডেয়। (ভারত ১৩।২২।১৫) ৮ শৌনক। (ভারত ৩।৯৯।৪১) (ত্রি) ৯ ভৃগুবংশীয়।

"শৃণু রামস্য রাজেন্দ্র ! ভার্গবস্য চ ধীমতঃ।"(ভারত ৩।৯৯।৪১)

১০ নীলভৃঙ্গরাজ। (ত্রিকা°) ১১ হীরক। (বৈদ্যকনি°) ১২ সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা° ৩২।২২)

ভার্গব, বাগ্‌ভূষণকাব্যপ্রণেতা।

ভার্গবআচার্য্য, নামসংগ্রহনিঘণ্টু রচয়িতা।

ভার্গবন (ক্লী) দ্বারকাস্থিত বনভেদ। (হরিব° ১৫৭ অ°)

ভার্গবপুর, উ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ঘর্ঘরা নদীর বামকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ভাগলপুর। ইহার সন্নিকটে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভার্গবপ্রিয় (পুং) ভার্গবস্য প্রিয়ঃ, শুক্রাধিষ্ঠাতৃদেবতাকত্বাৎ। হীরক।

ভার্গবব্রাহ্মণ, ভরোচবাসী ব্রাহ্মণজাতির শাখাবিশেষ।

ভার্গবরাম, বর্ণসঙ্করজাতিমালাপ্রণয়নকর্ত্তা।

ভার্গবরাম, জনৈক মহাপুরুষ। ইনি ২য় পেশবা বাজিরাওর গুরু ছিলেন।

ভার্গবী (স্ত্রী) ভার্গব-ঙীপ্। ১ পার্ব্বতী। ভৃগোরপত্যং স্ত্রী ভৃগু-ঙীপ্। ২ লক্ষ্মী।

"এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।

ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতী।(বিষ্ণুপু° ১।৯।১৪৬)

৩ দূর্ব্বা। ৪ নীলদূর্ব্বা। (শব্দরত্না°)৫ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°) ৭ ভৃগুবংশীয় স্ত্রীমাত্র।

(ভারত ১।৭৩।৩৩)

ভার্গবী, পুরী জেলায় প্রবাহিত একটী শাখানদী। মহানদীর কোয়াখাই নদীর শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া চিল্কাহ্রদে পতিত হইয়াছে।

ভার্গবীয় (ত্রি) ভার্গবসম্বন্ধীয়।

ভার্গায়ন (পুং স্ত্রী) ভার্গস্য গোত্রাপত্যং ত্রৈগর্ত্তাদিত্বাৎ ফঞ্ (পা ৪।১।১১১) ভর্গের গোত্রাপত্য।

ভার্গি (পুং) ভর্গের গোত্রাপত্য।

ভার্গী (স্ত্রী) ভৃজ-ঘঞ্, ভার্গোঽস্ত্যস্যা ইতি (জ্যোৎস্নাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৫।২।১০৩) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অণ্ ততো ঙীপ্। বৃক্ষ বিশেষ, চলিত বামনহাটী। (Clerodendron siphonanthus or C. serratum) হিন্দী—বরঙ্গী; মহারাষ্ট্র—ভারঙ্গী; তৈলঙ্গ—গণ্টমারঙ্গ,নেপাল—চূয়া। সংস্কৃতপর্য্যায় গর্দ্দভ-শাখী, ফঞ্জী, অঙ্গারবল্লরী, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মণযষ্টি, বাস্তারি, ভৃঙ্গজা, পদ্মা, যষ্টি, ভারঙ্গী, বাতারি, কাসজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্টা, শক্রমাতা। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কাস, শ্বাস, শোক, ব্রণ, কৃমি, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

[ব্রাহ্মণযষ্টিকা দেখ]

ভার্গীগুড় (পুং) শ্বাসাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—ভার্গী (বামনহাটী) সাড়ে বারসের, দশমূল ১২॥ সের এবং হরীতকী একশত এই সকলের চতুর্গুণ ১১৬ সের জল দ্বারা পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে। পরে বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া ঐ ক্বাথে ১২॥০ সের পুরাতন গুড় এবং ঐ সিদ্ধ হরীতকী দিয়া পুনরায় মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিতে হইবে, পরে উহা লেহবৎ হইলে, নামাইতে হইবে। ইহা শীতল হইলে তিন পোয়া মধু, এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেক অর্দ্ধ পোয়া ও যবক্ষার চূর্ণ এক ছটাক প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রতিদিন এই হরীতকী একটী এবং লেহ চারি তোলা করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস, অর্শ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়, এবং স্বর, বর্ণ ও জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° শ্বাসাধিকার)

ভার্গ্যাদি (পুং) বিষম জ্বরের কষায়ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী ;—ভার্গী, অব্দ, পর্পটক, পুষ্কর, শৃঙ্গবের, পথ্যা, কণাহ্ব ও দশ-মূল এই সকল সমভাগে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া পরে অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইলে এই কষায় হয়, ইহা সেবনে বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

ভার্দ্বাজী (স্ত্রী) ভারদ্বাজী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ভারদ্বাজী, বনকার্পাসী। (শব্দরত্না°)

ভার্ম্ম্য (পুং) মুদ্গলগোত্র নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২১।৩৪)

ভার্য্যা (স্ত্রী) ভরণীয়া ইতি (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪)